দফার রাজনীতি ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব ১৯৪৭ - ১৯৮৫

এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

GIFT

382775

ভবানী সাহা

Dhaka University Library
382775
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ১৯৯২

M.Phil.

382775

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে ভবানী সাহার এ এম্. ফিল্. অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমার জানা মতে এ অভিসন্দর্ভ তাঁর নিজস্ব গবেষণার ফল। আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে এম্. ফিল্. অভিসন্দর্ভ জমা দেয়ার প্রয়োজনীয় সকল শর্ত তিনি পূরন্ করেন।

ঢাকা
ডিসেম্বর ১৫, ১৯৯২।

(তালেম চন্দ্র বর্মন)
তত্ত্বাবধায়ক

382775

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই চলমান ছাত্র আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার চেষ্টা করি। ১৯৮২ সালে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমাপনী (এম.এস.এস.) বর্ষের ছাত্রী। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রাজনীতি ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। এর মারাত্মক প্রভাব দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখন দেশের অন্যান্য সামাজিক শক্তি (শ্রমিক, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী ইত্যাদি) রাজনীতি ও আন্দোলনের প্রতি নিষ্প্রভ ও উদাসীন এবং সমগ্র জনগোষ্ঠির মধ্যেও রাজনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব বিরাজ করছিল যা আমাকে গভীরভাবে উদ্বেলিত করে। বস্তুতঃপক্ষে এর একটা বস্তুনিষ্ঠ কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমার বিবেক আমাকে তাড়িত করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র, পলিটিক্যাল লিটারেচার এবং বইপত্র পড়াশুনা করে স্বল্প পরিসরে আমার অনুসন্ধান কাজ শুরু করি। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সিরাজ সাহেবের উৎসাহ ও নির্দেশনা পেয়ে আমি এই গবেষণার কাজ শুরু করি। তারই ধারাবাহিকতার ফসল বর্তমান অভিসন্দর্ভ।

382775

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই এদেশে দফা ভিত্তিক রাজনীতির শুরু। আজ পর্যন্ত প্রতিটি রাজনৈতিক দল দফা ভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক নীতি আদর্শ প্রকাশ করে আসছে। আমার বর্তমান আলোচনা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ৩৮ বৎসরের মধ্যে ঘোষিত প্রধান দফাগুলোই আলোচনাভুক্ত করেছি। এখানে বেশীর ভাগ দফাই কোন না কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক জোটের দেয়া। যে সমস্ত দফা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সেগুলো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে না আসলেও এখানে আলোচনাভুক্ত হয়েছে। যেমন ছাত্র সমাজের ১১ দফা, ১০ দফা, ২২ দফা। অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকেও যে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী এসেছে তা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়ায় এখানে আলোচনাভুক্ত হয়েছে। যেমন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ১১ দফা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমার এ গবেষণা সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থাগার ভিত্তিক। বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্যই এতে ব্যবহৃত হয়েছে। নুরুল আনাম কিরণ চৌধুরীর 'দফার রাজনীতি আর নয়' (গ্রন্থ বিবরণী, পৃষ্ঠা ১৭৪) ব্যতীত বিষয় ভিত্তিক আর কোন লেখা নেই বলে এতে 'রিভিউ অব লিটারেচার' বা 'গ্রন্থ পর্যালোচনা' বলতে কোন অংশ নেই।

আমার এ অভিসন্দর্ভ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত দফার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাজনীতির একটা ধারাবাহিক আলোচনা রয়েছে। এতে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা থেকে শুরু করে ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে যতগুলো দফা ভিত্তিক কর্মসূচী এসেছে সবগুলোর বিবরণ রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ে যতগুলো দফা ভিত্তিক কর্মসূচী এসেছে তার বিচার বিশ্লেষণ রয়েছে। যেমন ২১ দফা, ১১ দফা ১৯৭০ এর নির্বাচনী ওয়াদা এবং স্বাধীনতা চলাকালীন সময়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ১৫ দফা। এই পর্যায়ে দফা ভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্দোলন জোরদার হয়েছে এবং স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনায় রেখেছি স্বাধীনতা উত্তরকালীন দফার রাজনীতি। এখানে স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান যতদিন দেশ শাসন করেছেন ততদিন যে দফাগুলো এসেছে তার আলোচনা রয়েছে। শেখ মুজিব যদিও ৬ দফার ভিত্তিতে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন এবং বলতে গেলে স্বাধীনতার বীজ সেখানেই লুকায়িত ছিল তথাপি নিজে শাসনভার গ্রহণ করার পর দফা ভিত্তিক কোন কর্মসূচী নিয়ে দেশ শাসন করেন নি। তবে ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করার পর তিনি চার দফার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করে যেতে পারেন নি। অন্যদিকে, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তখন শুধু মওলানা ভাসানী কয়েক বার দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়েছেন। ভাসানীর দফা ভিত্তিক কর্মসূচী ও শেখ মুজিবের শাসনকালীন পরিস্থিতি এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনকাল সম্পর্কে দফার আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেছি। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর শাসনকাল শুরু করেছিলেন দফা ভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন দফা ভিত্তিক কর্মসূচীর নিয়ে রাজনীতি করে গেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর ১৯ দফা, ১৩ দফা, ৪৩ দফার কথা আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে দফাগুলো এসেছে সেগুলোও আলোচনাভুক্ত করেছি। এরপর পঞ্চম অধ্যায়ে প্রেসিডেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এখানে মূলতঃ প্রেসিডেন্ট এরশাদের ১৯ দফার আলোচনা রয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে দফাগুলো এসেছে এবং আন্দোলন হয়েছে সেগুলো রয়েছে। এ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দফা হিসেবে এসেছে ২২ দলের ৫ দফা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তথা উপসংহারে আমি সামগ্রীকভাবে সব দফার একটা চুড়ান্ত বিশ্লেষণ করেছি। দফার মাধ্যমে আন্দোলন করে ক্ষমতায় গিয়ে কোন দল নিজেদের প্রতিশ্রুত দফার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছেন তার একটি মূল্যায়ন এতে স্থান পেয়েছে।

সর্বশেষে রয়েছে একটি গ্রন্থ বিবরনী।

ডিসেম্বর ১৫, ১৯৯২

ভবানী সাহা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণা কাজের জন্যে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি ঋণী। প্রথমেই যাঁর কথা উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম। তাঁর নিকট আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। উনার আন্তরিক সহযোগিতা ও নির্দেশনা নিয়েই এ কাজ শুরু করি। উনি দেশের বাইরে চলে গেলে তিন বছর এ কাজ বন্ধ থাকে। পরে উনার নির্দেশেই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মনের আন্তরিক পরামর্শ ও উপদেশ নিয়ে এই গবেষণার কাজ শেষ করি। এজন্য উনার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া আমার এ গবেষণা কাজে আমার বিভাগীয় শিক্ষকগণ নানা ভাবে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। সুসং ডিগ্রী কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে গবেষণা ছুটি মঞ্জুর করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিরিশিরি কালচারাল্যাল একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বইপত্র দিয়ে সাহায্য করা ছাড়াও নানাভাবে সহায়তা করেছেন। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যাদের লেখা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি হতে তথ্য, ভাব ও ভাবনা নিয়ে নিজেকে সচেতন, সক্রিয় ও সমৃদ্ধ করেছি তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। চার্টার্ড একাউন্টেন্ট প্রাব শংকর বাবু আমার এ অভিসন্দর্ভের প্রাথমিক টাইপের কাজ অত্যন্ত যত্নের সংগে সম্পন্ন করেছেন। তাই তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ অভিসন্দর্ভের ফাইনাল টাইপের কাজ সমাধা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের প্রধান সহকারী জনাব নুর মোহাম্মদ জাহাংগীর অত্যন্ত যত্নের সংগে। তাঁকেও আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ের টাইপের কাজ, অভিসন্দর্ভ বাঁধানোর কাজসহ আনুষাংগিক অন্যান্য কাজ সার্বক্ষনিকভাবে দেখাশুনা ও সম্পন্ন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের সুদক্ষ প্রোগ্রাম ও প্লেসমেন্ট অফিসার শ্রদ্ধেয় আবু মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। আমার বড় ভাইতুল্য জনাব মহিউদ্দিনের নিকটও আমি চিরঋণী। আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুড় শ্রী রাখাল চন্দ্র সাহার নিকট থেকে আমি পেয়েছি আশাতীত উৎসাহ ও প্রেরণা। আমার স্বামী অজয় কুমার সাহার সহায়তা না পেলে এ কাজ সম্পন্ন হত না। আমার ছোট বোন,

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পুতুল সাহা বিভিন্ন ভাবে আমাকে তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছে। এখানে যার কথা না বললেই নয় সে হচ্ছে আমার তিন বছরের মেয়ে হিমু। ওকে বেশ কিছুদিন আমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে। এঁদের সবার উৎসাহে, সহায়তায় ও ত্যাগে আমি এই কাজে অসামান্য অনুপ্রেরণা পেয়েছি। এক কথায় এঁদের উৎসাহ ও সহায়তা না পেলে আমার এ কাজ কোনদিনই সম্পন্ন করতে পারতাম না। তাই তাঁদের কাছেও আমার ঋণের শেষ নেই। সব শেষে যে কথা না বললেই নয় তা হল সকলের কাছ হইতে সার্বিক সহায়তা পেয়ে এ অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করলেও এর সব রকম ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য শুধু আমি, এক মাত্র আমিই দায়ী।

ডিসেম্বর ১৫, ১৯৯২
ঢাকা।

ভবানী সাহা

Dhaka University Institutional Repository

ঃ সূচীপত্র ঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র	
ভূমিকা	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	v
প্রথম অধ্যায়	
দফার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা, ১৯৪৭ - ৮৫	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
স্বাধীনতা পূর্বকালীন দফার রাজনীতি	২৭
তৃতীয় অধ্যায়	
স্বাধীনতা উত্তরকালীন দফার রাজনীতি ঃ মুজিব আমল	৭১
চতুর্থ অধ্যায়	
স্বাধীনতা উত্তরকালীন দফার রাজনীতি ঃ জিয়া আমল	৯৪
পঞ্চম অধ্যায়	
স্বাধীনতা উত্তরকালীন দফার রাজনীতি ঃ এরশাদ আমল	১২৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
উপসংহার ঃ সামগ্রিক ও তুলনা বিশ্লেষণ	১৬২
গ্রন্থ বিবরনী	১৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দফার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা, ১৯৪৭ - ১৯৮৫

দফা হলো কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী প্রকাশ এবং প্রচার করার মাধ্যম বিশেষ। একটি রাজনৈতিক সংগঠন ক্ষমতায় থেকে বা ক্ষমতার বাইরে থেকে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে চায়। উল্লেখ্য যে দফায় দেশ ও জাতীয় সংকট ও সমস্যাগুলোর সমাধানের একটা দিক নির্দেশনা থাকে। তাই দফা যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে দেয়া কর্মসূচী সুস্পষ্ট মাধ্যম।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারে বা সমাজের চাহিদা অনুসারে দফার সংখ্যা কম বেশী হতে পারে। সে কারণে এই দফার সংখ্যা আমরা কখনও সর্বাধিক ৪৩ (প্রেসিডেন্ট জিয়ার শিল্প বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দেয়া) দেখতে পাই। আবার সর্বনিম্ন ৩ (মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দেয়া) দেখতে পাই।

দফা হচ্ছে রাজনীতির একটি কৌশল। এ দেশের রাজনীতিতে দফা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে জাতীয়বাদী চেতনা স্বাধীনতার জন্য আত্মহুতি হয়েছিল সেই চেতনা দফার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। তাই দফার রাজনীতির গুরুত্ব বাংলাদেশে অপরিসীম।

কখনও কখনও মনে হয় দফা ও কর্মসূচী সমার্থক। কিন্তু দফা এবং কর্মসূচী এক নয়। যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর সবারই নির্দিষ্ট আদর্শ, উদ্দেশ্য সম্বলিত কর্মসূচী থাকে। কিন্তু দফাগুলো একটা বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে নিয়ে গঠন ও পেশ করা হয়। যেমন নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও স্বায়ত্বশাসনের জন্য ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচী। আবার অনেক সময় ক্ষমতাকে বৈধতা দানের জন্যও আমাদের দেশে দফার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন ১৯৭৭ এর এপ্রিলে জিয়ার ১৯ দফা এবং ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে এরশাদের ১৮ দফা কর্মসূচী।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর দু'টি অংশ : পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ কেন্দ্রীক রাজনীতির সূচনা হয় প্রচ্ছন্নভাবে ভাষাকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার ঘোষণা দেন। তখন থেকে ভাষা আন্দোলনের শুরু। দফার রাজনীতি শুরু হয় ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন। সেই দিন মাওলানা ভাসানী ও শামসুল হক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় ৩ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই ৩ দফা কর্মসূচীই স্বাধীনতা পূর্বকাল সময়ে প্রথম দফা ভিত্তিক কর্মসূচী। দফা তিনটি ছিল :

১) পূর্ণ গণতন্ত্র,

২) পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, ও

৩) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় এই তিন দফা সন্নিবেশিত হওয়ায় ৩ দফা তার পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আর ২১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে উঠে। তাই দফার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ২১ দফাকে প্রথম স্থান দেয়া যায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ সরকারকে পরাজিত করার জন্য একটা যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন নেতৃবৃন্দ দারুনভাবে অনুভব করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায়, "জনতা একদিনের জন্যও মুসলিমলীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। তাই তারা সমস্ত লীগ বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ব বাংলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করবার আওয়াজ তুলেছিল।"[১]

এই উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানী, কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন। অন্যদিকে গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এতে যোগদান করে। যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরনে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদ ২১ দফা ভিত্তিকনির্বাচনী ইশতেহার রচনা করেন। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের

Dhaka University Institutional Repository

দাবী সহ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষার দাবীও যুক্ত ছিল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ২১ দফা ছিল নিম্নরূপ : নীতি : কোরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাপ কোন আইন প্রনয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগনের জীবন ধারনের ব্যবস্থা করা হইবে।

১) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায় করিবার সূত্র উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরন করা হইবে। উচ্চ হারের খাজনা ন্যায় সংগতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩) পাট ব্যবসা জাতীয়করন করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ব বংগ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের মূল্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রী সভার আমলের পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অনদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪) কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫) পূর্ববংগকে নবন শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ন করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের নবন ভৈরীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার আমলের নবনের কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬) শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭) খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮) পূর্ববংগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুযোপযোগী করিয়া শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আনুর্জাতিক শ্রম সংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯) দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায় সংগত বেতন ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০) শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায় ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্য পুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১) ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিনত করিয়া উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয় সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২) শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতন ভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্ত ফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশী বেতন গ্রহন করিবেন না।

১৩) দুর্নীতি, সুজনপ্রীতি ও ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪) জন নিরাপত্তা আই ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিঙ্কুশ করা হইবে।

১৫) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬) যুক্ত ফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্তমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্তমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাঙলাভাষার গবেষণাগারে পরিনত করা হইবে।

১৭) বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মান করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরন দেওয়া হইবে।

১৮) ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববংগকে পূর্ণ স্বশাসিত ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববংগ

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশ রক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মানের কারখানা নির্মান করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ন করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সুতন্ত্র বাহিনীতে পরিনত করা হইবে।

২০) যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রি সভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১) যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরনের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।[২]

এই ২১ দফা কর্মসূচীকে সামনে নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আবতীর্ন হয়। ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯ টি। সম্প্রদায় ভিত্তিক কুখ্যাত পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন। মুসলিম আসন ছিল ২৩৭ টি, আর অমুসলিম আসন ৭২ টি। যুক্ত ফ্রন্ট মোট ভোট পায় ৯৭ শতাংশেরও বেশী। দল ভিত্তিক আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

১।	আওয়ামী মুসলিম লীগ	- ১৪৩
২।	কৃষক শ্রমিক পার্টি	- ৮৪
৩।	নেজামে ইসলাম	- ২২
৪।	গনতন্ত্রী দল	- ১৩
৫।	খেলাফতে রাব্বানী পার্টি	- ০২
	যুক্ত ফ্রন্ট	- ২২৮
৬।	মুসলিম লীগ	- ০৯
৭।	জাতীয় কংগ্রেস	- ২৫
৮।	তফসিলি ফেডারেশন	- ২৭
৯।	সংখ্যা লঘু যুক্ত ফ্রন্ট	- ১৩
১০।	কমিউনিস্ট পার্টি	- ০৪[৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্টের এই বিজয় পূর্ব বাংলার জনগনের চিন্তা ও চেতনায় এক নতুন জাতীয় সত্তার সূচনা ঘটায়। নির্বাচনে ইহাই প্রমানিত হয় যে, বাঙালীরা মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী শাসন পছন্দ করেন না। কিন্তু ক্ষমতা লাভের আগেই মন্ত্রিত্বের প্রশ্নে যুক্ত ফ্রন্টে ভাংগন ধরে। ২রা এপ্রিল (১৯৫৪) শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ শাসক গোষ্ঠির চক্রান্তে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারে নি। আদমজী চটকলে শ্রমিক দাংগা ও কলিকাতায় ফজলুল হকের উক্তিকে কেন্দ্র করে ১৯৫৪ সালের মে মাসে যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে ৯২(ক) ধারা জারীর মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। এ শাসন ১৯৫৫ সালে তুলে নেয়া হয় এবং ক্ষমতার গালা বদলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত শেষ অধিবেশনে প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী হত্যার কারনে প্রবর্তিত হয় প্রথম সামরিক শাসন।

অতপর ১৯৬২ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ৯ নেতার ৭ দফা এ দেশের জনজীবনে বিপুল আশার সঞ্চার করে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ৭ দফা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। আবার দফার রাজনীতির সূচনা ঘটে ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে। এবারও ৭ দফা কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যায় সম্মিলিত বিরোধী দল। কিন্তু নির্বাচনে পরাজয় বরনের পর দফার রাজনীতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। অন্য দিকে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য ১৯৬৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর কেন্টিনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি মিলিত হয়ে ২২ দফা রচনা করেন। ২২ দফার ভিত্তিতে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগঠনগুলি সারা দেশ ব্যাপী কর্মসূচী গ্রহন করে। ২২ দফা ছিল নিম্নরূপ:

১। স্কুল শিক্ষা:

(ক) বৈজ্ঞানিক পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করতে হবে।

(খ) পাঠ্যসূচী থেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সূচী বাদ দিতে হবে।

(গ) বিকৃত তথ্য তুলে দিয়ে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরতে হবে।

(ঘ) কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে সারা দেশে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) ছাত্র বেতন শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে দিতে হবে এবং গরীব ছাত্রদের বিনামূল্যে বই বিতরন করতে হবে।

(চ) ১৯৭০ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২। মহাবিদ্যালয় শিক্ষা :

(ক) বিদ্যালয় সমূহে নৈশ বিভাগ চালু করতে হবে।

(খ) প্রত্যেক জেলায় নতুন সরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(গ) গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরন সরবরাহ করতে হবে।

(ঘ) মহাবিদ্যালয় সমূহে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(ঙ) সরকারী ও বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে একই পরিমান বেতন নির্ধারন করতে হবে।

(চ) ন্যায্য মূল্যে বই সরবরাহ করতে হবে।

(ছ) নতুন করে অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী প্রবর্তন না করা।

(জ) প্রত্যেক ভোটে সকল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) অভিভাবকদের ভোটে পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে হবে।

(ঞ) রাজনৈতিক কারনে মহাবিদ্যালয়ের স্বীকৃতি (এফিলিয়েশন) ও অনুদান বন্ধ করা চলবে না।

৩। বৃত্তিমূলক শিক্ষা :

(ক) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সুয়ংসম্পূর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

(খ) অটোমেশন প্রথা বাদ দিতে হবে।

(গ) সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করতে হবে।

(ঘ) পলিটেকনিক ডিপ্লোমার পর দুই বছরের কোর্স করে স্নাতক প্রকৌশলী হওয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(ঙ) পশ্চিম পাকিস্তানের মতো পূর্ব পাকিস্তানেও অধিক হারে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। চিকিৎসা শিক্ষা :

(ক) চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন হাসপাতাল সমূহে আসন সংখ্যা কম পক্ষে চার শত করতে হবে।

(খ) এসব মহাবিদ্যালয় সুসংসম্পূর্ন করতে হবে।

(গ) মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে উন্নীত মানে নিতে হবে।

(ঘ) দেশীয় রোগ নিরাময় চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র খুলতে হবে।

(ঙ) এ.ডি ও এম.এম কোর্স চালু করতে হবে।

(চ) আরো অধিক সংখ্যক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৫। কৃষি শিক্ষা :

(ক) আরো কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(খ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) গবেষণা ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন আনতে হবে।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় :

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নৈশ বিভাগ চালু করতে হবে।

(খ) মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) পাঠ্যসূচী চালু করতে হবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে আরো বিভাগ চালু করতে হবে।

৭। ভাষা :

শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা।

৮। নারী শিক্ষা :

(ক) প্রতি থানায় একটি করে সরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(খ) প্রতি জেলা সদরে মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(গ) আরো অধিক সংখ্যক ছাত্রী নিবাস নির্মান করে মেয়েদের আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। মাদ্রাসা শিক্ষা :

(ক) মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

(খ) ইসলামিক একাডেমী ও গবেষণা কেন্দ্রে সরকারী মঞ্জুরী আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

১০। সামরিক শিক্ষা :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানে সকল প্রকার সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং

(খ) তাতে বাঙ্গালীদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াতে হবে।

১১। সকল প্রকার ছাত্রাবাস সমস্যার সমাধান করতে হবে।

১২। (ক) শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে বিদেশে বৃত্তি ও গবেষণার সুযোগের ক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(খ) ছাত্রদের শিক্ষা সফরের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দ্বিগুন করতে হবে।

১৪। স্বাস্থ্য ও ছাত্র কল্যাণ :

(ক) ছাত্রদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করতে হবে।

(খ) খেলাধুলার উন্নত মানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) কক্স বাজারে ছাত্রদের জন্য স্যানাটেরিয়াম নির্মান করতে হবে।

১৫। শিল্পকলা ও সংস্কৃতি :

(ক) অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে।

(খ) সুস্থ এবং দেশাত্মবোধক জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে হবে।

১৬। শিক্ষকদের উচ্চ বেতন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭। ব্যয় বরাদ্দ :

(ক) দেশের প্রশাসনিক ও সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় ২৫% করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। (ক) ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন পুরোপুরি বাতিল করতে হবে।

(খ) শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, অভিভাবক, ছাত্র, প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রনয়ন করতে হবে।

১৯। নির্যাতন :

(ক) যে সব ছাত্রের ডিগ্রী বাতিল করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

(খ) বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

(গ) সকল মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

(ঘ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির তদন্ত করতে হবে।

(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসভা করার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

২০। (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে।

(খ) নিরপেক্ষ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করতে হবে।

(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম. ও. গনি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মমতাজউদ্দিনকে বরখাস্ত করতে হবে।

২১। ২১ শে ফেব্রুয়ারী ও ১৭ ই সেপ্টেম্বরকে সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা দিতে হবে।

২২। প্রধান বিচারপতি বা একজন নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আচার্য হিসাবে নিয়োগ করতে হবে।[৪]

এই ২২ দফা কর্মসূচীকে সামনে রেখে ছাত্র সমাজ সভা সমিতি, বিক্ষোভ মিছিল, ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। তবে ২২ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী তেমন সারা জাগাতে পারে নি।

এরপর দফার রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিনত হয়েছিল শেখ মুজিবের বিখ্যাত ৬ দফা কর্মসূচী। আওয়ামী লীগের এই ৬ দফা কর্মসূচী ছিল এদেশের মানুষের মুক্তিসনদ। গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ৬ দফা কর্মসূচী বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইতোমধ্যে শুরু হয়ে যায় তৎকালীন আইয়ুব বিরোধী ছাত্র গণ আন্দোলন। পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয় ১১ দফা কর্মসূচী।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সামরিক ব্যবস্থায় চরম ভাবে অবহেলা বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে আরোও জোরদার করে তোলে। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাকে যে ভাবে শোষণ করতে থাকে তাতে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শেখ মুজিব বিভিন্ন বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য তুলে ধরেন এবং পাকিস্তানী শাসক চক্রের কাছে প্রশ্ন রাখেন "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" তিনি বলেন যে পূর্ব বাংলায় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বয়ম্ভর করে তোলার ব্যাপারে কখনো ইতি বাচক পদক্ষেপ গ্রহন করে নি। অথচ দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব বাংলা থেকে কাঁচামাল পাচার করে শিল্পপতিরা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে। এর ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপক ভাবে।[৫] শেখ মুজিবের অভিযোগের সত্যতা বিদেশী বিশেষজ্ঞগনও প্রমান করেছেন। তাঁদের এক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বলেন, "১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের গড় (মাথাপিছু) আয় পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা ৩২% বেশী ছিল সেখানে দশ বছর পর ১৯৬৯-৭০ সালে এই বৈষম্য প্রায় দ্বিগুন হয়ে ৬১% তে পৌঁছবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যারিফ, আমদানী নিয়ন্ত্রন, শিল্প অনুমোদন, বৈদেশিক সাহায্য, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বন্টন বিভাগকে ব্যবহার করা হয়েছে বিনিয়োগ ও বন্টনকে এমনভাবে পরিচালনা করতে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ মূল্যের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আমদানী কোটা ও ট্যারিফের দেয়ালের দ্বারা বন্দী পূর্ব বাংলার বাজারই এই সব শিল্পের লাভকে নিশ্চিত করেছে। যদিও পাকিস্তানের লোক সংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী, তবু কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ব্যয় এই অঞ্চলের জন্য ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত সর্ব নিম্ন ২০% এবং ১৯৫৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৬% এর মধ্যে উঠা নামা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ভাগ ২০% এরও কম হয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের ৫০% থেকে ৭০% ভাগই অর্জিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা। এতদ সত্ত্বেও বৈদেশিক আমদানীর (রেফতানী আয় ও বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা যার অর্থ পরিশোধ করা হয়) ক্ষেত্রে তার ভাগ ২৫% থেকে ৩০% এ সীমাবদ্ধ থেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অর্থ উদ্বৃত্ত করা হয়েছে তা ব্যবহৃত হয়েছে মূলতঃ বিদেশের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের যে ঘাটতি তা পূরণের কাজে এবং তাতে যে নেট সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে তার

Dhaka University Institutional Repository

পরিমান একটি সরকারী রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সন পর্যন্ত ২·৬ বিলিয়ন।[৬]

বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি, বুদ্ধিপতি, ঠিকাদার ও সামরিক সিভিল আমলা চক্রের প্রভাবান্বিত কেন্দ্রীয় সরকার যার অধিকাংশ সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানী "রাষ্ট্রীয় নীতিকে একটা উদ্দেশ্যমূলক কর্মপন্থা দ্বারা এমন ভাবে পরিচালিত করেছে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের শূন্য মরু ভূমির উন্নয়ন ঘটে এবং এই নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তান নিঃস্বে পরিনত হয়।"[৭] অন্যান্য তথ্য থেকেও তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যের প্রমান পাওয়া যায়। যেমন "পাকিস্তানের মোট রাজস্বের পরিমান ছিল ৬০০০ মিলিয়ন টাকা, কিন্তু এই রাজস্ব থেকে মোট ৬০% ব্যয় করা হত প্রতিরক্ষা খাতে। তবে এখানেও লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে প্রতিরক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হত ৫০% এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র ১০%, এছাড়া মোট রাজস্বের বাকী ৪০% থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ২৫% এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র ১৫%।"[৮] আরও দেখা যায় যে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়, আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ এবং চাকুরী ও নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তার ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল পূর্ব বাংলা। আর একটি উদাহরন থেকে বৈষম্যের চিত্র ধরা পড়বে : "কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা ছিল ৮৪%। অপর পক্ষে পূর্ব বাংলার অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬%। স্থল বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৯৫% এবং মাত্র ৫% ছিল বাঙ্গালী।"[৯]

জেনারেল আইয়ুব খান দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর করার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে সাংবিধানিক নীতি হিসেবে গ্রহন করতে বাধ্য হলেও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বরং বৈষম্যের মাত্রা আরো বেড়ে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এসে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে বিচ্ছিন্নতার চিন্তা অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ চিন্তা প্রসারের কারণ ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক। "প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমান ছিল ৮০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৫ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় নাকি দুই প্রদেশের মাথা পিছু ব্যয়ের বৈষম্য কমানো হয়েছিল। তাতেও দেখা যায় মাথা পিছু ব্যয় পূর্ব পাকিস্তানে ১৯০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯২ টাকা।"[১০]

৬ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার জনমনে স্বাধিকার অর্জনের আশা জাগ্রত হলে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের ষড়যন্ত্র দেখতে পায় এবং শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতার করে। তবুও মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলন, ধর্মঘট, প্রতিবাদ, অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী করে। এই মামলা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্য চেতনাকে প্রবল করে তোলে এবং শেষ দিকে সমগ্র আন্দোলনই আবর্তিত হয় শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে। ১৪৪ ধারা জারী করেও বিক্ষোভ আন্দোলন থামানো যায় নি। পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেন এবং শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেন। গোল টেবিল আলোচনায় তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যে তিনটি প্রধান সমস্যার কথা তুলে ধরেন সে গুলো হল :

১। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে।

২। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অন্যায় ভাবে শোষণ করা হচ্ছে।

৩। রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত পূর্ব বাংলার জনমনে অবিচার জনিত ক্ষোভ জাগ্রত রয়েছে।

গোল টেবিল আলোচনায় এসব সমস্যার সমাধান হয়নি এবং আলোচনা ব্যর্থ হয়। সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পদত্যাগ করেন। ক্ষমতায় আসেন তৎকালীন সেনা বাহিনী প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। তিনি ১৯৭০ সালের ৭ ই ডিসেম্বর উভয় অংশে জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ৬ দফার ভিত্তিতে ৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রদেশের জন্য নির্ধারিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ টিতেই নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টির মধ্যে ২৮৮ টি আসনেও আওয়ামী লীগ জয়ী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাধারণ নির্বাচনের পর ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করার ঘোষণা দিয়েও ১লা মার্চ হঠাৎ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। এ সিদ্ধান্তের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন," আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সংগে বলছি বাংলাদেশের করুন ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস-এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষ মানুষের করুন আর্তনাদ- এদেশের করুন ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে- বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" ১১

জাতীয় পরিষদ আহবানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আলোচনা ব্যর্থ হলে ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী রাতের অন্ধকারে বাঙালী নিধন যজ্ঞ শুরু করে। এনিয়নযোগ্য বাঙালীর জনগনকে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করে। ২৬শে মার্চ ঘোষিত হয় বাঙলা দেশের স্বাধীনতা। দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রাম চলে। এই যুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ অনেক দেশ সহযোগীতা করে। অতপর মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমনের ফলে পাকিস্তান সেনা বাহিনী ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পরাজয় বরণ করে। পৃথিবীর বুকে জন্ম লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ৮ই জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগারের বন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভ করে শেখ মুজিবুর রহমান ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২ এ দেশে ফিরে আসেন এবং প্রেসিডেন্ট রূপে দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তরকালে আওয়ামী লীগ সরকারের গণতন্ত্র সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগী খুবই হতাশাব্যঞ্জক। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো নির্মানের ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচী নেন। যেমন সংবিধান প্রনয়ন (১৯৭২), সাধারণ নির্বাচন (১৯৭৩), পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যাংক, বীমা, ইত্যাদির জাতীয়করণ। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত নতুন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকার সরকার বিরোধিতা মাত্রকেই রাষ্ট্র এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারন বলে চিহ্নিত করেন এবং বিরোধী রাজনীতিকে সহিংস পন্থায় দমন করেন। সেই সাথে বিরামহীন ভাবে চলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সমুদয় দখলের প্রচেষ্টা। এর ফলে একদিকে গণতান্ত্রিক বিরোধী দল এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়। অন্যদিকে সরকারী নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সশস্ত্র সন্ত্রাসের পরিনামে দেশে ক্রমাগত গৃহ যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। সন্ত্রাসের এই প্রক্রিয়া সারা দেশেই সম্প্রসারিত হয়। আওয়ামী লীগ, আওয়ামী যুব লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ ছাড়াও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনী সহ বিভিন্ন সরকারী ও প্রাইভেট সশস্ত্র বাহিনী সরকার বিরোধীদের দমনে নিয়োজিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে জাতীয় রক্ষী বাহিনী মূলতঃ ছিল সরকারের একান্ত নিজস্ব সাহায্যকারী বাহিনী।[১২] এ বাহিনীর কার্যক্রমে সরকারের দমন নীতি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি, সর্বোপরি জাতীয় সেনা বাহিনীর সমানুরাল হিসেবে প্রকাশ হতে থাকলে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগন এ বাহিনী সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে পড়েন। তা ছাড়া বাজেটে জাতীয় সেনা বাহিনীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়, অন্যদিকে রক্ষী বাহিনীকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। এ বাহিনীর কার্যকলাপ জনগণের কল্যানার্থে প্রয়োগ না হওয়ায় তারা এ বাহিনীকে নিজের বলে গ্রহন করেনি। বাহুবল যে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে না জাতীয় রক্ষী বাহিনী তার প্রকৃষ্ট প্রমান।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অগ্নিমূল্য, দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে জনমনে অসন্তোষ ঘনীভূত হতে থাকে। তদুপরি রাজনৈতিক অস্থিরতা স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, বিভিন্ন প্রকার কালো আইনের সৃষ্টিতে সামাজিক ভাবে তার অশুভ প্রতিক্রিয়া, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারী, রাজনৈতিক ব্যক্তিগনের ক্ষমতার অপব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেংগে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা সুসংহত করার লক্ষ্যে, অসামাজিক কার্যকলাপ দ্রুত রোধ এবং তৎজনিত অপরাধের দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির প্রয়োজনে এবং প্রচলিত ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের আওতা বহির্ভূত কতিপয় গুরুতর অপরাধের কার্যকর শাস্তি বিধানের তাগিদে ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ করা হয়। এ আইন প্রকৃত পক্ষে গণতান্ত্রিক নীতি মালার পরিপন্থী ছিল। দরিদ্র দেশে যখন খাদ্যাভাব, জীবন যাত্রা যখন সর্ব নিম্নগামী, সামাজিক মর্যাদাহীনতা যখন সমগ্র জাতীকে গ্রাস করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে এই আইন প্রয়োগ অন্যান্য সামাজিক জীবন যাত্রার আর এক বিপর্যয়ের সূত্র যোগ করে। ফলে সর্বস্তরের জনগণ এই আইনের কবলে পতিত হয় এবং হয়রানী ও নিষ্ঠুরতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পরে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রচুর সুযোগ পায়। দেশব্যাপী বিশৃংখলা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অর্থনৈতিক জীবন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে জরুরী আইন প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাই ১৯৭৪ সালে ২৮শে ডিসেম্বর জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ১৪১(১)(এ) ক্ষমতা বলে তৎকালীন সরকার জরুরী আইন জারী করে সংবিধানের আর্টিকেল ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪২, এবং ৪৩ এর সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন।

জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারী করার পর ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদের মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী অধিবেশনে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করা হয় চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয় এবং সকল দল বাতিল করে শাসনতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রাখার বিধান সন্নিবেশিত হয়। এরই সুবাদে পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ সংক্ষেপে বাকশাল নামক জাতীয় দলের উদ্ভব ঘটে এবং সেই সাথে আওয়ামী লীগ সহ সকল দলের বিলুপ্তি ঘটে। দলের চেয়ারম্যান পদে আসীন হন শেখ মুজিব নিজে। বাকশালের ঘোষিত গঠনতন্ত্রে চেয়ারম্যানকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়, কিন্তু তার নির্বাচনের কোন বিধান এতে ছিল না। অন্য কথায় বলা হল মুজিবকে আজীবন চেয়ারম্যান রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কমিটির ১৫ জন সদস্যই চেয়ারম্যান মনোনীত করতেন এবং ১১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির এক তৃতীয়াংশও তাঁর দ্বারা মনোনীত হতেন ১০(২) এবং ১২(৪)(ঙ)। এমনিভাবে সংগঠন এবং রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রেই নিযুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্ব ছিল চেয়ারম্যানের হাতে। এমন কি সংসদ নির্বাচনের প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত এক উপ কমিটির মনোনয়ন না পেলে কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না (১০৫৭)। চেয়ারম্যান যে কোন সময় গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতাও রাখতেন এবং এর ব্যাখ্যার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই ছিল ২২(১)(২)। এছাড়াও বাকশালের পাঁচটি অংগদল ছিল :

জাতীয় কৃষক লীগ,

জাতীয় শ্রমিক লীগ,

জাতীয় মহিলা লীগ,

জাতীয় যুব লীগ, ও

জাতীয় ছাত্র লীগ।

প্রত্যেকটি অংগদলের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট ভাবে বেঁধে দেয়া হয়। ১৬ই জুন সংবাদ পত্র অর্ডিন্যান্স জারী করে চারটি নিয়ন্ত্রিত দৈনিক পত্রিকা ছাড়া সকল পত্র পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সকল প্রচার মাধ্যমকে সরকারি নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। ২০শে জুন সমগ্র দেশকে ৬১(৬৩) টি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং ১৬ই জুলাই প্রতিটি জেলার জন্য এক জন করে বাকশাল সদস্যকে গভর্নর নিযুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। এই কার্যক্রমকে "দ্বিতীয় বিপ্লব" নামে আখ্যা দেয়া হয় এবং এর লক্ষ্য হিসেবে ৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। দফা চারটি :

১) জাতীয় ঐক্য,

২) দুর্নীতি দমন,

৩) উৎপাদন বৃদ্ধি,

৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ।

শেখ মুজিব চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্র কায়েম করতে যে গণতন্ত্র শোষিত মানুষের স্বার্থে তাদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। এজন্য তিনি বলেছিলেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র যা সাধারন মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে, দেখা যায়, সেই সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারো সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয় করন করে ফেলেছি।"[১৩]

তিনি শোষিতের গণতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "ইডেন বিল্ডিং বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইনে। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায়, জিলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুবিধা পায়।"[১৪] শোষিতের গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তার পদক্ষেপগুলো ছিল :

১। বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় গঠন,

২। মধ্যস্বত্বভোগী গ্রামীন জোতদার, মহাজন, ধনি বণিক শ্রেণীর উচ্ছেদ,

৩। উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন শক্তির বিকাশ সাধন,

৪। আমলাতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপক গণতন্ত্রায়ন।

তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পথে শোষিতের গণতন্ত্র কায়েম করা যাবে না। "তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাভিত্তিক এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন।"[১৫] কিন্তু তিনি নিজের দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি। অনেকে তাঁর পদক্ষেপ সমূহ সমর্থন যোগ্য মনে করেন নি। বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া বিশেষ মহলে ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে সরকারী মহলের দুর্নীতির প্রচন্ডতা বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণের অশান্ত মানসিকতার সুযোগ দেখে নেমে আসে সামরিক শাসন। ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। এর পর ক্ষমতায় আসেন মোশতাক সরকার। কিন্তু ১৯৭৫ সালেই ৩রা নভেম্বর আর এক সামরিক অভ্যুত্থানে খালেদ মোশারফ ক্ষমতা দখল করেন। আবার ৭ই নভেম্বর আর এক অভ্যুত্থানে খালেদ মোশারফ নিহত হলেন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব ফিরে পান। বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম এই সময় রাষ্ট্রপতির

Dhaka University Institutional Repository

পদ গ্রহন করেন। কিছুদিন পর বিচারপতি সায়েম পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল জিয়া হন রাষ্ট্রপতি। প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৭ সালের ৩০ শে মে গণভোটের কথা ঘোষণা করলেন। এই উপলক্ষে তিনি তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। গণভোট তাঁর পক্ষে হ্যাঁ ভোট পড়ে ৯৮·৮৮% এবং না ভোট পড়ে ১·১২%।"[১৬] এর পর জিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭৮ সালে এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে তিনি ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠন করেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট।[১৭] প্রেসিডেন্ট জিয়া এই ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই ফ্রন্টের প্রার্থী হন। ২৫ শে মে এই ফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার এবং কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনী কর্মসূচী হিসেবে ২০ টি উপধারায় সম্বলিত ১৩ দফা ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এবং পিপলস লীগ (রাজী) নিয়ে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট। ঐক্যজোটের প্রার্থী ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী।

এ নির্বাচনে ফ্রন্টের প্রার্থী জিয়াউর রহমান ৭৬·৬৩% ভোট লাভ করেন। অন্যদিকে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঐক্যজোটের প্রার্থী পান ২১·৬৯% ভোট।[১৮] এ ভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে জিয়া বাংলাদেশের প্রথম সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন। নির্বাচনে জয় লাভের পর পরই তিনি ফ্রন্ট বাদ দিয়ে ফ্রন্টের তিনটি শরীক দল (জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও মুসলীম লীগ) নিয়ে গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি দুই তৃতীয়াংশের বেশী সদস্য সংখ্যা লাভ করে।

বি.এন.পি. গঠন করার পর দলের পক্ষে ডঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রকাশিত "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ঘোষণাপত্র" শীর্ষক পুস্তিকায় ৭ নম্বর দফায় বলা হয় "জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য সামাজিক অনাচার ও অসমতা দূর করার জন্য দ্রুত সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের সার্থক প্রয়াস চালানোর জন্য যে স্থিতিশীল ও নির্দ্বন্দ্ব জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন তা দেবার ক্ষমতা রয়েছে কেবল এমন একটি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের, যেখানে রাষ্ট্রপতি নিজে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এই

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দল জনগণ সমর্থিত, অবিসংবাদিত স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে বিশ্বাস করে। সেই জন্য আমাদের দল একাধিক রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত এবং সক্রিয় ভাবে গণ সমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে বিশ্বাস করে।" এ দফার মাধ্যমে সরকার পদ্ধতি ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ধারনের জন্যে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে দেয়া পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়। তাই দেখা যায় দফার রাজনীতির ক্ষেত্রে জিয়া যথেষ্ট চমক সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে গণভোটের প্রাক্কালে ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন এবং পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৩ দফা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্বাচনে জয়লাভের পর ১৩ দফাকে বাদ দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলের ৩১ দফাকে গ্রহন করেছেন এবং সব শেষে জারী করেছিলেন শিল্প বিপ্লবের জন্য ৪৩ দফা। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি ১৯ দফাকে ঘিরেই তাঁর শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে স্বৈরাচারী নির্যাতন ও শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের উপর শোষণ বিদ্যমান ছিল। এক জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সক্রিয় রাজনীতিবিদ মন্তব্য করেছেন, "জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যাবে যে সেই আমলেও স্বৈরাচারী নির্যাতন ও শ্রমিক কৃষকের উপর শোষণ চরম ভাবেই জারী ছিল। ১৯৭৪ সালের মতো কোন দুর্ভিক্ষ দেখা না দিলেও সে সময়ে হাজার হাজার লোক খাদ্যাভাবে এবং অপুষ্টি জনিত কারণে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছে, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার হরণ করা হয়েছে, তাঁদের প্রকৃত মজুরি দিন দিন কমে গেছে। কালো বাজারী চোরাচালান ইত্যাদি বৃদ্ধি লাভ করেছে, কৃষকরা তাঁদের ফসলের উচিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, কাজ ও উপযুক্ত মজুরীর অভাবে গ্রামাঞ্চলের গরীব জনগণ দুর্বিসহ জীবনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং এ সবের উপর দাঁড়িয়ে জিয়াউর রহমানের সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা মালিক হয়েছেন অগাধ ধন সম্পত্তির। সে আমলের নির্যাতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, সামরিক বাহিনীতে নিজের অবস্থান টিকিয়ে রাখা ও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমান ও তাঁর কিছু সাংগপাংগ হাজার হাজার গরীব সৈনিক এবং সামরিক অফিসারকে খুন করেছে। বিভিন্ন সময় ও স্থানে গুলি চালিয়ে গণ হত্যা করেছে। সর্বোপরি তারা খুলনা জেলের মধ্যে গুলি চালিয়ে কয়েক শত রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদীকে হত্যা করেছে।"[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

বি.এন.পি. গঠন করার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেছিলেন যে তিনি রাজনীতিকে কঠিন করবেন। সত্যিই তিনি তা করেছিলেন। রাজনৈতিক ইন্‌স্টিটিউশন ভেংগে চুরমার করেছেন। তবুও জিয়া এদেশের একজন জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানের ফলে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জিয়া নিহত হন। ৩০শে মে তারিখেই উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহন করেন এবং ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সাত্তার মোট প্রদত্ত ভোটের ৬৪·৮০ ভাগ লাভ করে প্রেসিডেন্ট হন। অন্যদিকে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেন পান ২৬·৩৫ ভাগ ভোট।

নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রেসিডেন্ট হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই সাত্তার সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়। জিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বংগভবন প্রাংগনে মতাদর্শ নির্বিশেষে সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সবাই মিলে একটা প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যে কোন মূল্যে অব্যাহত রাখতে। সেদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রকাশ্যে অংগীকার করেছিলেন যে পরবর্তী সকল রাজনৈতিক পদক্ষেপ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে গ্রহন করবেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দের কাছে দেয়া অংগীকার তিনি রাখতে পারেন নি। তিনি একক ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে শুরু করেন। জিয়ার মৃত্যুর পর পরই বি.এন.পি-র ভেতরে দলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে ৪ মাসের মধ্যে দুইবার মন্ত্রিসভা রদবদল করতে হয় এবং তখন দুর্নীতি প্রচন্ড আকার ধারন করায় জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। ১৯৮২ সালের প্রথম থেকেই সারাদেশে মারাত্মক খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্য শষ্য ছাড়াও অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮১ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগে। এসময় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় শতকরা মাত্র ১·৬ ভাগ। অন্যদিকে কৃষিখাতে সাধারণ বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার হয় শতকরা ৭·৩০ ভাগ। ১৯৮০-৮১ অর্থ বছরে দেশের রপ্তানী আয় হয় মাত্র সাড়ে ১১শ কোটি টাকা, আর আমদানী ব্যয় ছিল প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমান ছিল প্রায় ২৮শ কোটি টাকা।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটে। সরকারের যুব মন্ত্রী আবুল কাশেমের সরকারী বাসভবন থেকে একজন দুর্বৃত্ত খুনী আসামীকে গ্রেফতার করতে হয়েছিল পুলিশকে ৬ ঘন্টা বাসা ঘেরাও করে রাখার পর। এই ঘটনা থেকে বি.এন.পি. শাসনের ধ্বংস প্রবলতর হয়ে উঠে। এবং মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি সাত্তার মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেন। এই বাতিলের ঘোষণা কালে তিনি বলেন, "সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের অনেকেই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা, ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা ও দেশের মংগলামংগল সম্পর্কে নির্লিপ্ততা এবং দুর্নীতি পরায়নতার সাথে দেশের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি হয়েছে।"[২১]

১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ জেনারেল এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারী করেন এবং সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এই পদক্ষেপটি গণতান্ত্রিক ছিল না। তবুও তখন এ পদক্ষেপটি অভিনন্দিত হয়েছিল।

ক্ষমতায় বসে এরশাদও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের ৩০ শে জানুয়ারী ৩ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দফাগুলো ছিল ঃ

১। সর্বস্তরে আইন প্রনয়ন ও আইন প্রয়োগকারীদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। সংবিধানে এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে। কারণ, শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া সুস্থ গণতন্ত্র কিছুতেই সফল হতে পারে না।

৩। সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে ব্যাঙের ছাতার মত রাজনৈতিক দলের জন্ম না হয়। প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনে জনগণের প্রদত্ত ন্যূনতম ভোট না পেলে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অবাস্তিত হবে।[২২]

১৯৮৩ সালের ১৬ ই মার্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গণ মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১০ দফা ভিত্তিতে দুর্বার ছাত্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

এরপর আমরা দেখতে পাই জেনারেল এরশাদ স্বাধীনতার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি নাম দিয়ে ১৮ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। দফার রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল

Dhaka University Institutional Repository

গণআন্দোলন তৈরী করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল ৫ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরনের লক্ষ্যে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট[২৩] এবং ৭ দলীয় ঐক্যজোট[২৪] ১৯৮৩ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর ৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দফা ৫ টি নিম্নরূপ ঃ

১। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২। অবিলম্বে দেশে মৌলিক অধিকার সহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বাধা নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩। দেশে অন্য যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই আগামী শীত মওসুমের মধ্যেই সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসাতে হবে। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সকল জাতীয় ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা কেবল মাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্য কারো নয়।

৪। রাজনৈতিক কারণে আটক, বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫। মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংগঠিত ছাত্র হত্যার বিচার দোষীদের শাস্তি, নিহত আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫ দফা ভিত্তিক আন্দোলনের ফলে সরকার প্রথম ১৯৮৪ সালের ২৪ শে মে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ধার্য করেন। এর আগে ২৪ শে মার্চ উপজেলা নির্বাচনের কথা বলেন। কিন্তু সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের মূল দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত রাখেন এবং ১৯৮৪ সালের ২৭ শে মে একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু এবারও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের জন্য দল ও জোট সমূহ নির্বাচন বর্জনের কথা ঘোষণা করেন। এ পর্যায়ে সরকার সংলাপের প্রস্তাব দেয় এবং ১৯৮৪ সালের ৮ ই ডিসেম্বর কেবল মাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কিন্তু বিরোধী জোট সমূহ সামরিক আইনের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহনে অস্বীকৃতি জানায়। জোট সমূহ নির্বাচনের আগে সামরিক আইন তুলে নেয়ার দাবী জানায়। তথাপিও ৬ ই এপ্রিল জাতীয় সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। এবারও বর্জনের আয়োজন চলতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে দুই জোট নেত্রী ১৫০ + ১৫০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার কথা বলেন। কিন্তু আইন করে সে প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ২১শে মার্চ প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় উদ্দেশ্যে ভাষনে ঘোষণা করেন যে, বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ গ্রহন করলে তিনি কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। যেমন ঃ (১) নির্বাচনের তারিখ পেছানো, (২) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী মন্ত্রীদের পদত্যাগ, (৩) তাঁর নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি। এর প্রেক্ষিতে ১৫ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহনের কথা ঘোষণা করেন। অবশেষে ৬ই এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ই মে নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। নির্বাচনে ১৫ দল, জামাত ও অন্যান্য দল অংশ গ্রহন করে। কেবল ৭ দলীয় জোট থাকে নির্বাচনের বাইরে। ৭ই মে স্বাভাবিক ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারা বাহিকতায় সামরিক শাসনের পরিবর্তে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১। শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ২১, ২২, ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫।

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (প্রথম খণ্ড), ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রনালয়, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪।

৩। মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা: ওয়াসী প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২৪-২৫।

৪। Report of the Commission on Student Problem and Welfare, Karachi : Government of Pakistan, Ministry of Education, 1966.

৫। সৈয়দ মকসুদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২১২।

৬। আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম (প্রথম পর্ব), ঢাকা: বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ২৯।

৭। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯।

৮। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০।

৯। সৈয়দ মকসুদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৩।

১০। মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯।

১১। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র (দ্বিতীয় খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ৭০০-৭০২। ~~বঙ্গবন্ধু, ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারের [illegible], ৭১/৭২, পৃষ্ঠা ৩।~~

১২। জাতীয় রক্ষী বাহিনী ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ গঠন করা হয়।

১৩। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, বংগবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র, ঢাকা: ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৮।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১১।

১৫। সৈয়দ কমসুদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। The Bangladesh Times, June 01, 1977.

১৭। ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত দলগুলো ছিল : জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (শাহ্ আজিজ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মশিউর), লেবার পার্টি এবং বাংলাদেশ তফসিল জাতি ফেডারেশন।

১৮। দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জুন, ১৯৭৮।

১৯। বদরুউদ্দিন উমর, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৩৮-১৩৯।

২০। দেখুন, সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

২১। প্রেসিডেন্ট সাত্তারের ভাষন, দৈনিক বাংলা, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

২২। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৩।

২৩। ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল : আওয়ামী লীগ (হাসিনা), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (হা), সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), আওয়ামী লীগ (ফরিদ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মো), আওয়ামী লীগ (মিজান), একতা পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, সাম্যবাদী দল (নগেন), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণ আজাদী লীগ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, ও মজদুর পার্টি।

২৪। ৭ দলীয় ঐক্যজোটে ছিল : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ইউ.পি.পি., ন্যাপ (ভা), জাতীয় লীগ, গণতান্ত্রিক পার্টি, কমিউনিস্ট লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা পূর্বকালীন দফার রাজনীতি

প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজদের উপনিবেশ থাকার পর দ্বিজাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এর দু'টি অংশের মধ্যে হাজার মাইল পরিমান বিদেশী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকায় ভৌগলিক অখন্ডতা বিশিষ্ট কোন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় নাই। একই ভাষাভাষি ৬ কোটি লোক অধ্যুষিত এর পূর্বাংশ ছিল সমপ্রকৃতির একটি অখন্ড দেশ, আর সাড়ে চার কোটি লোক অধ্যুষিত এর পশ্চিমাংশ ছিল বহুজাতিক। আচার ব্যবহার, ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জলবায়ুর পার্থক্য প্রভৃতি কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জীবন যাত্রা ছিল পশ্চিমাংশের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের। অর্থনৈতিক দিক থেকেও পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের অংশটুকু নিয়েই বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

প্রাক আয়ুবী শাসন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ কেন্দ্রীক রাজনীতির সূচনা হয় প্রচ্ছন্নভাবে ভাষাকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বংগ ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার পক্ষে ঘোষণা দেন। তখন থেকে ভাষা আন্দোলনের শুরু। দফার রাজনীতির শুরু ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন। ঐ দিন মওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় ৩ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[১] এই ৩ দফা কর্মসূচীই স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ে প্রথম দফা ভিত্তিক কর্মসূচী। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ঐক্য যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় এই ৩ দফা সন্নিবেশিত হয়ে তার পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আর ২১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে উঠে। তাই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দফার রাজনীতিতে ২১ দফাকে প্রথম স্থান দেয়া যায়।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় আইন সভা এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মুসলিম লীগ

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ১৯৫৪ সালের পূর্বে পূর্ব বাংলায় কোন সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন নাই। কারণ ১৯৪৯ সালে টাংগাইল উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হবার পর ৩৪ টি শূন্য আসনের একটিতেও আর নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন নাই। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্য মুসলিম লীগ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।[২] ঐতিহাসিক ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী কর্মসূচী হিসাবে ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১ নং দফা ছিল "বাংলা ভাষা হইবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা।"

অন্যদিকে মুসলিম লীগের দুঃশাসন, পূর্ববাংলার প্রতি শোষণ, বৈষম্য আর নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত এই ২১ দফা বিপুল জনতার সমর্থন পায় যার প্রেক্ষিতে '৫৪ সালের নির্বাচনে ২৩৭ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৭ টিতেই যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা বিজয়ী হন। ৭২ টি অমুসলিম আসনেও যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীই জয়ী হয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়ে স্বাভাবিক ভাবেই জনগণের মনে আশার সঞ্চার হয় যে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ফিরে আসবে, বাস্তবায়িত হবে ২১ দফা।

কিন্তু জনগণের সেই আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হয়নি। কেননা ১৯৫৪ সলে নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের নেতারা ২১ দফা কার্যকর করার চেষ্টায় লিপ্ত না থেকে নিজেরা আত্মকলহে জড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় ক্ষমতা লাভের আগেই মন্ত্রিত্বের প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টে ভাংগন ধরে। ১৯৫৪ সালের ৩ রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কোন মন্ত্রি শপথ গ্রহন করেন না। কারণ শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকেও মন্ত্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় ফজলুল হক অসন্তোষ্ট হন এবং বিরোধীতা করেন। অবশ্য শেখ মুজিবকে মন্ত্রি করার পেছনে একটি কারণ বিদ্যমান ছিল। এই কারণটি জানিয়েছেন মানিক মিয়া। 'শেখ মুজিব কেমন করিয়া মন্ত্রি হয় তা দেখিয়া লইব' ফরিদপুরের অন্য দুই নেতা আবদুস সালাম খান এবং মোহন মিয়ার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব মন্ত্রি হবার ইচ্ছুক না থাকলেও, মন্ত্রি হওয়াটাকে একটি

Dhaka University Institutional Repository

'মর্যাদার প্রশ্ন' হিসেবে বিবেচনা করেন।[৩] জাতীয় ঐক্যের চেয়ে মুজিবের মর্যাদাকে সোহরাওয়ার্দী অধিক গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে ফজলুল হকও বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেননি। তাই প্রথম বৈঠকেই যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে কেন্দ্রের পরাজিত ক্ষমতাসীনরা এ পরিস্থিতিকে সর্বোতভাবে কাজে লাগায়। তাংগনের এই ঘটনাকে ব্যবহার করে তারা ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করতে থাকে এবং তার ফলে ১৫ই মে মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের যোগদানের দিনটিতেই আদমজীতে বাংগালী - অবাংগালী শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাংগা বেঁধে যায়। এতে দেড় হাজার শ্রমিক নিহত হয়। এর কদিন পর মার্কিন সাংবাদিক কালাহানকে দিয়ে ফজলুল হকের বক্তব্য হিসেবে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার "প্রয়োজনবোধে পূর্ব বংগের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।"[৪] ফজলুল হক অভিযোগটি অস্বীকার করেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ৩০ শে মে মাত্র ১ মাস ২৭ দিন ক্ষমতায় থাকার পর কমিউনিস্ট বিশৃংখলা দমনে ব্যর্থতার অভিযোগে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে ৯২(ক) ধারা জারীর মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক দুঃসহ যন্ত্রনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করে। এর পিছনে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অবদান ছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দোষও কম ছিল না। তাঁদের ছেলেমিপনা, স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা ও কেন্দ্রিয় শাসকদের খুশী ও তোষামোদ করার প্রতিযোগীতার সুযোগেই ৯২(ক) ধারার মত অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেবার সাহস পায়। ব্যক্তিগত মর্যাদার লড়াইয়ের পরিবর্তে তারা যদি কেবল ঐক্যবদ্ধ থাকতেন, তাহলেই ২১ দফার বাস্তবায়ন অনেকটা সম্ভব হতো। অন্যদিকে ফজলুল হক জননেতা সুলভ জড়তা নিয়ে কেন্দ্রিয় শাসন প্রতিরোধের পরিবর্তে তাদের স্বেচ্ছাচারকে মেনে নেন এবং প্রকাশ্যে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহনের কথা ঘোষণা করেন। সোহরাওয়ার্দী অসুস্থতার জন্য সুইজারল্যান্ডে গমন করে এদেশের আশান্বিত জনগণকে হতাশ করেন। মন্ত্রিত্ব লাভের প্রতিযোগীতা করতে গিয়ে নেতাদের ২১ দফার কথা মনে রাখার সময় ছিল না। তাঁরা ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে নেমে পড়েন। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৫৪ সালের ১৪ই নভেম্বর। এদিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন এবং ফজলুল হক এবং আতাউর রহমান খানের মধ্যে ঢাকা বিমান বন্দরে তাঁকে মালা দেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

এক নির্লজ্জ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার স্বরূপ কেন্দ্রিয় সরকারে আওয়ামী লীগের শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আইন মন্ত্রি হিসেবে এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে স্বাস্থ্যমন্ত্রি হিসেবে গ্রহন করা হয়। তাঁদের প্রভু কেন্দ্রিয় প্রধানমন্ত্রি মোহাম্মদ আলী ৩ রা জুন (১৯৫৫) পূর্ব বাংলা থেকে ১২(ক) ধারা প্রত্যাহার করেন। "৬ ই জুন আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রি হয়ে পূর্ব বাংলার নুতন সরকার গঠন করেন। ৫ ই আগষ্ট (১৯৫৫) গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বিদায় নেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা নতুন গভর্নর জেনারেল হন। ১০ ই আগষ্ট কেন্দ্রিয় সরকারে ফজলুল হক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি হিসেবে যোগ দেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিদায় নিয়ে বিরোধী দলে বসেন।"[৫] ফজলুল হককেও এক পর্যায়ে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলার গভর্নর হওয়ার জন্য কয়েকদিন পরই তিনি ইস্কান্দার মীর্জাকে একটি সনদ দেন: "ইস্কান্দার মীর্জা একজন বাংগালী এবং তার দেহে রয়েল ব্লাড বা রাজ রক্ত রহিয়াছে।"[৬] প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ইস্কান্দার মীর্জা নিজেকে বরাবরই মুর্শিদাবাদী মীর জাফর আলী খানের বংশধর বলিয়া দাবী করতেন। বিনিময়ে ৫ ই মার্চ ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। আওয়ামী লীগের শেখ মুজিব সংগঠিত একটি অনাস্থা প্রস্তাব আবু হোসেন সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে। ১৯৫৬ সালের ৩০ শে আগষ্ট তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।" প্রবল খাদ্য সংকটের মুখে ৪ ঠা সেপ্টেম্বর মিছিলে গুলি বর্ষনে ৪ জন নিহত হয়।"[৭] বিচলিত গভর্নর ফজলুল হক বিরোধী দলের নেতা আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান '৫৬ সালের ৬ ই সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করেন। আর সোহরাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রি হন ১২ ই সেপ্টেম্বর। প্রধানমন্ত্রি হওয়ার পর থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলতে শুরু করেন যে শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলাকে শতকরা ১৮ ভাগ স্বায়ত্ব শাসন দেয়া হয়েছে। আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমেদ এবং মুজিবর রহমান সহ আওয়ামী লীগ দলীয় ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে থাকেন। সে অবস্থায় সংগঠনের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী দলীয় কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। ১৯৫৭ সালে ৭-৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বিখ্যাত কাগমারী অধিবেশনটিতে সোহরাওয়ার্দী তাঁর শতকরা ১৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসনের তত্ত্বই পেশ করেন। এই সম্মেলনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে যায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ সরকার স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর প্রতিবাদে

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নেন। (১৯৫৭ - ১৮ই মার্চ) ভাসানীর পক্ষ থেকে ২১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবিটি কেন্দ্রিয় সরকারকে জানানোর জন্য প্রাদেশিক সরকারের প্রতি সর্বোতভাবে আহ্বান জানানো হয়। প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত স্বায়ত্তশাসনের সর্বসম্মত প্রস্তাবটিকে প্রধান মন্ত্রি সোহরাওয়ার্দী বিবেচনার অযোগ্য এক রাজনৈতিক চমক হিসেবে আখ্যা দেন। তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম আলী একে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করে একে কঠোর হস্তে দমন করার হুমকি দেন। শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ১৯৫৯ সালের নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে দলীয় নীতি বিচ্যুতির অভিযোগে মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন এবং ২৫শে জুলাই গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। মাওলানা ভাসানীর এ পদক্ষেপটি আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য অনেকটা সুবিধা হলো। ২১ দফা বাস্তবায়নের জন্য আর কোন দায়িত্ব থাকলো না। প্রায় দু'বছর আওয়ামী লীগ সরকার পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন ছিল কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ২১ দফার একটির অংশ বিশেষ মাত্র পূরণ করেছিল। অধিকাংশ রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। এছাড়া বাজেট অনুমোদনের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে তাঁরা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকেন নি। ১৯৫৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর শেষ অধিবেশনটিতে আওয়ামী লীগ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী নিহত হন। এ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই প্রবর্তিত হয় প্রথম সামরিক শাসন।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যুক্তফ্রন্টের জননেতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ক্ষমতালোভী ছিলেন। ফলে দেশ বা জনগণ নিয়ে চিন্তা ভাবনার সময় কমই ছিল। ২১ দফা বা স্বায়ত্তশাসন দূরে থাক, শোষণ নির্যাতনই অব্যাহত ছিল। আলোচনায় দেখা যায় যুক্তফ্রন্ট এবং আওয়ামী লীগের মিলিত শাসনকালে ২১ দফার মধ্যে দু'টি দফা পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা স্বীকৃতি পেয়েছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমী। কোন সরকারই শহীদ দিবসকে সরকারী ছুটি ঘোষণা দেন নি। বাংগালীরা ছুটিটা পায় আইয়ুব খানের কাছ থেকে ১১ দফা আন্দোলনের প্রচন্ড চাপে।

Dhaka University Institutional Repository

২১ দফার ১৪ নং দফার আংশিক রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ সরকার পালন করলেও সর্দার ফজলুল করিম সহ কমিউনিস্ট বন্দীদের অনেকেই মুক্তি পাননি। এরই পাশাপাশি রাজনীতিকদের সুবিধাবাদী ভূমিকা ও অবস্থান ছিল এই সময়কালের এক উল্লেখযোগ্য দিক। প্রথমতঃ স্বায়ত্তশাসনের বিধান সন্নিবেশিত না হওয়ার অভিযোগেই '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহনকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিরোধী সদস্যদের ওয়াক আউটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অথচ তিনিই আবার নিজে প্রধানমন্ত্রি হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ঐ শাসনতন্ত্রটিতেই শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানীর সাথে ২১ দফার ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরের পরও তিনি আবার নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে পৃথক একটি ১০ দফা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই ১০ দফায় স্বায়ত্তশাসন সহ পূর্ব বাংলার স্বপক্ষে কোন একটি দাবীরও উল্লেখ ছিল না এবং গোটা চুক্তিটির মর্মই ছিল ২১ দফার পরিপন্থী। এর ফলে একদিকে '৫৪-র নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয় অন্যদিকে বিজয় পরবর্তীকালে স্বায়ত্তশাসন সহ বিভিন্ন প্রশ্নে নেজামই ইসলাম পার্টি পূর্ব বাংলা বিরোধী অবস্থান নেয়ার সুযোগ গ্রহন করে। নিম্নে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামই ইসলাম পার্টির ১০ দফার বিবরন দেওয়া হলো।

১০ দফা :

নিজ নিজ সংগঠনের সভাপতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হিসেবে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা এখানে বর্ণিত শর্তসমূহের ভিত্তিতে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। দেশের মুসলিম ভোটদাতাদের অবগতির জন্য আমরা চুক্তি ও শর্তসমূহের বিবরন ঘোষণা করছি :

১। যুক্তফ্রন্টের অংগ সংগঠন হিসেবে ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান এবং তার ঐক্য নিরাপত্তা ও সংহতি মূল ভিত্তি ও আদর্শ দ্বিজাতিতত্ত্বের উভয় দল তাদের সকল তৎপরতার প্রধান লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করছে, এই আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উভয় দল অংগীকার করছে যে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং মূলনীতি বিরোধী কোন মতবাদ বা কার্যক্রমকে তারা কোন ক্রমেই কখনো সমর্থন করবে না।

২। উভয় দল আনুরিকভাবে এই মর্মে ঘোষণা করছে যে, '৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত ওলামা কনভেনশনের প্রস্তাব ও সুপারিশের আলোকে এবং পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রনয়নের জন্য তারা সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা গ্রহন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। উভয় দল এই মর্মে অংগীকার করছে যে তারা শরীয়ত বিরোধী প্রচলিত সকল আইনের আশু বাতিল এবং কোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক আইনকে পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশের সর্বত্র অবিলম্বে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে ঐকান্তিকভাবে উদ্যোগ গ্রহন করবে।

ব্যাখ্যাঃশরীয়ত সম্পর্কিত আইনের বিলুপ্তি, প্রনয়ন বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জামিয়তুল ওলামায়ে ইসলাম কিম্বা তার মনোনীত যে কোন প্রতিনিধির মতামত এবং রায়ই চুড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হবে।

৪। চুক্তিবদ্ধ কোন দলের পূর্ব গৃহীত কোন প্রস্তাব, ঘোষণা বা বিবৃতিতে যদি ওপরে বর্ণিত শর্ত বিরোধী কোন বক্তব্য থেকে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দলটিকে আট দিনের মধ্যেই তা বাতিল করতে হবে এবং এখানে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে দলীয় বক্তব্য সংশোধন এবং সেই আলোকে নির্বাচনী ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে।

৫। প্রথম ও তৃতীয় দফায় বর্ণিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং জনগণের কল্যানের উদ্দেশ্যে উভয় দলকেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং তাদের মনোনীত দু'জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি যুক্ত পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হবে। জনাব এ.কে. ফজলুল হক এর চেয়ারম্যান হবেন এবং পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে এই পার্লামেন্টারী বোর্ড নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করবেন। কোন দলই এমন কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে পারবে না, যিনি বা যারা প্রথম ও তৃতীয় দফায় বর্ণিত শর্ত এবং কর্মসূচীর বিরোধী। প্রতিটি প্রার্থীকেই চরিত্রবান এবং ভালো মুসলমান হতে হবে।

৭। যুক্ত পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় উভয় দলের সভাপতিরই উপস্থিতি প্রয়োজন হবে এবং তাদের কিংবা প্রতিটি দলের মনোনীত দু'জন প্রতিনিধির স্বাক্ষরবিহীন হলে সভার সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে গন্য করা হবে না।

৮। আসন্ন নির্বাচনোপলক্ষে যুক্তফ্রন্টে যোগদান করলেও নেজামই ইসলাম পার্টি সব সময় তার সতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদা বহাল রাখতে পারবে।

৯। নিম্নস্বাক্ষরকারীদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং এখানে ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্য ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ দু'টি দলের বাইরে অন্য কোন দলকে এই যুক্তফ্রন্টে যোগদান করতে দেয়া হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

১০। কোন একটি দল যদি কখনো কোন শর্ত ভংগ করে তা'হলে অন্য দল যে কোন সময় এই চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

ওপরে বর্ণিত শর্তসমূহকে যথাযথভাবে বিবেচনা করার পর আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা এবং আমাদের দল প্রতিটি শর্ত প্রতিপালনে বাধ্য থাকবো।[৮]

উপরোল্লিখিত ১০ দফায় দেখা যায় স্বায়ত্বশাসন সহ পূর্ব বাংলার স্বপক্ষে কোন দাবী নেই। অথচ একই সাথে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এই ১০ দফার সাথেও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

এর পর দফার রাজনীতি বিশ্লেষনে আমরা দেখতে পাই মওলানা ভাসানীর ২৪ দফা ১৯৫৫ সালে মে মাসে পূর্ব বংগ আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করে একটি প্রচার পত্র প্রকাশ করেন। এতেই ২৪ দফার সন্নিবেশিত ছিল। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু সামরিক বিভাগ (নৌ বিভাগের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে), মুদ্রা প্রস্তুত, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে) এই ক্ষমতা তিনটি ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা এবং যুক্ত নির্বাচন আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে পূর্ব বংগের আইন পরিষদের আসন্ন বৈঠকে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

২। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।

৩। নুরুল আমিন সরকার ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নামে যে প্রজা উচ্ছেদ আইন করিয়া রাখিয়াছে, সেই আইন বাতিল করিয়া সত্বর আইন সভা আহ্বান করিয়া বিনা ক্ষতিপূরনে ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ করিতে হইবে। খাজনার হার কম, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত, বকেয়া খাজনার সুদ ও নদীসিকস্তি জমির নজরানা মওকুফ করিতে হইবে।

৪। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি, পাক-বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত অধিকাংশ পরিষদ সদস্য ওয়াদাবদ্ধ হইয়া সামরিক চুক্তি বাতিলের জন্য যে মর্মে দস্তখত দিয়াছিলেন সেই মর্মে আইন পরিষদে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রদের বর্তমান বেতনের হার এবং হোস্টেল খরচ অবিলম্বে হ্রাস করিতে হইবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রাধীন করিতে হইবে।

৬। লিকুইডেটেড ও গ্রাম্য সমবায় সমিতিসমূহের খাতক নির্ধারিত কিস্তিবন্দী মোতাবেক, কিস্তির টাকা আদায় করিতে হইবে। ঋণ সালিশী বোর্ড কর্তৃক মাফ দেওয়া সুদ (কনট্রিবিউশন) আদায় ও সার্টিফিকেট বন্ধ করিতে হইবে। যাহাদের কিস্তিবন্দী করা হয় নাই তাহাদের জন্য কিস্তি নির্ধারন করিতে হইবে।

৭। (ক) পাটের মূল্য নূন্যপক্ষে প্রতি মণ ১০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। শুধু কয়েকজন ব্যবসায়িকে পাট বিক্রয়ের লাইসেন্স না দিয়া বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী যাহাতে লাইসেন্স পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) পাট জন্মানোর লাইসেন্স ফি ও তামাকের ট্যাক্স রহিত করিতে হইবে।

(গ) সর্বত্র পাকি (৮০ তোলা) ওজনের প্রবর্তন করিতে হইবে।

৮। (ক) বাংলাভাষা আন্দোলনের শহীদানের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানে গড়িমসি করা চলিবে না। সত্বর নির্মান করিতে হইবে।

(খ) ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে কাল বিলম্ব না করিয়া সরকারী ছুটি ঘোষণা করিতে হইবে।

(গ) বর্ধমান হাউসকে অবিলম্বে বাংলা ভাষার গবিষণাগার করিতে হইবে।

৯। (ক) ভিসা প্রথা রহিত করিতে হইবে।

(খ) সর্বহারা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০। ৯২ (ক) ধারার আবরনে ৯৩ ধারা কার্যকরী করা চলিবে না।

১১। (ক) পাকিস্তান হইবার পর রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব লোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার আশু সংস্কার চাই।

(খ) নদী, খাল, বিল ইত্যাদি সংস্কার করিয়া প্রবল বন্যাকে প্রতিরোধ ও সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মুসলমানদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও হিন্দুদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে মোটেই ব্যয় হইতেছে না, ইহার প্রতিকার চাই।

১২। মাথাভারী শাসন অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল, গভর্নর, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, কমিশনার, হাই কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন কম ও পদলোপ করিয়া নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারী ও পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৩। শিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন কৃষক মজুরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা চাই। রেল, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের ছাঁটাই ও রিট্রেঞ্চমেন্ট বন্ধ করিতে হইবে।

১৪। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার আইন সত্বর কার্যকর করিতে ও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাদ্রাসা ও কলেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে।

১৫। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অগ্নি মূল্য হওয়ায় চাষী মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই নাই। অতএব লবণ, কেরোসিন তেল, নারী, নারিকেল তেল, হলুদ, মসলা ও লাংগলের ফাল, কোদাল, কাঁচি, পাচন ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য লোহা, জমির সার, কাপড়, তাঁতের সুতা, কর্মকারের কাঁসা, পিতল, কুরাতির করাত, সুতারের হাতুড়ি, বাটাল, রাদা ইত্যাদি যন্ত্রের এবং মাঝিদের সুতা ও ছাত্রদের পুস্তক, কাগজ কালির মূল্য কমানোর সত্বর ব্যবস্থা চাই।

১৬। (ক) আখচাষীর আখ খরিদের সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত মূল্য চাই।

(খ) তাঁতীদের জন্য বিশেষ সুক্ষ্ম সুতা ও মোটা সুতা আশু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তাঁতী সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

১৭। মদ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ন বন্ধ করিতে হইবে।

১৮। মুসলমানগন যাহাতে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি শরিয়ত সংগত কাজে অবহেলা না করেন সেজন্য এবং অন্য সকল শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনের জন্য সরকারী প্রচার (তাবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। ঘুষ ও সুজনপ্রীতিতে দেশবাসী অতিষ্ঠ, সত্বর ইহার স্থায়ী প্রতিকার চাই। শুধু চুনোপুঁটিকে শাস্তি দিলে চলিবে না, বড় বড় রুই কাতলাকেও শাস্তি দিতে হইবে।

২০। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইতে হইবে এবং যাত্রীদের জন্য মোছাফেরখানা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১। সামরিক বিভাগে উচ্চ ও নিম্নপদে উপযুক্ত পরিমানে বাংগালী গ্রহন করিতে হইবে।

২২। গরীব কৃষকদের ঘর দরজা ও নৌকা নির্মানের জন্য প্রচুর পরিমানে শাল কাঠ ও টিন সরবরাহ করিতে হইবে।

২৩। প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী সংখ্যা ৯ জনের বেশী কিছুতেই রাখা চলিবে না। ডেপুটি মন্ত্রী, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ইত্যাদি ১১ দফার ওয়াদানুযায়ী (মাথা ভারী শাসন) মোটেই নিযুক্ত করা চলিবে না।

২৪। বর্তমানে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত চাউল, ধান, চিনি ইত্যাদি জিনিসপত্র স্বল্প মূল্যে সরকার সরবরাহ করিতেছেন তাহাতে সত্যিকারের গরীব জনসাধারণের উপকার হইতেছে না। বরঞ্চ সরকারের সুষ্ঠু নীতির অভাবে উহাতে চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের বৃটিশ ও মুসলিম লীগ আমলের চেয়ে বেশী সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এজন্য সত্বর উহার প্রতিকারার্থে বিক্রয়ের নির্দিষ্ট দর বাঁধিয়া সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।[১]

এই ২৪ দফা বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাই মজলুম জননেতা যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই ২৪ দফা দিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি ২৪ দফা ঘোষণা প্রচার পত্রে উল্লেখ করেছিলেন, "আগামী ১ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভা আহ্বান করিতে হইবে। বর্তমান সরকার ২১ দফা পালন করতে ধর্মতঃ ও আইনতঃ বাধ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া গণআন্দোলনের ঝড় বহিয়া যাইবে।" সত্যি যুক্তফ্রন্টের নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ২১ দফার মূল বিষয় স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে মওলানা ভাসানীকে যুক্তফ্রন্ট তথা আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করতে হয়।

দফার রাজনীতিতে এর পর আসে বিখ্যাত ৬ দফা কর্মসূচী।

Dhaka University Institutional Repository

আয়ুবী শাসনামল (১৯৬৫ থেকে ১৯৭১)

১৯৬৫ সালে পাক-ভারতের যুদ্ধকালের বাস্তব অভিজ্ঞতা সামরিক ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে চরমভাবে অবহেলা বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে আরো জোরদার করে তোলে। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী পেশ করার সাথে সাথেই রাজনৈতিক মহলে, বিশেষভাবে শাসক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের চলচিত্র থেকে ৬ দফা সৃষ্টি হয়েছিল। ৬ দফার মধ্যে বাংলাদেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের যে দাবী জানানো হয়েছিল তা পাকিস্তানী শাসক সম্প্রদায়কে কাঁপিয়ে তোলে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ভীত রচনায়ও এই ৬ দফার অবদান যথেষ্ট।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, ডঃ মাহমুদ হোসেন প্রমুখ প্রথম এই দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। যেমন "প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমান ছিল ৮০ টাকা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৫ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তান ১৯০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯২ টাকা।"[১০] ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যয় হয়েছিল ৯৭০ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২,১৫০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারীতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান ২০০ কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেয়। এর পুরস্কার স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার একসময় প্রতি বছর প্রায় ৪০ কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য আমদানীর ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদও পাচার হতে থাকে। অর্থনীতিবিদদের মতে ১৯৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর পূর্ব অঞ্চল থেকে পশ্চিম অঞ্চলে জাতীয় আয়ের প্রায় ২% পাচার হতো।"[১১] এভাবে আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন। ৬ দফা ছিল নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

১। শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অংগ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩। মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহন করা চলতে পারে।

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা,

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৪। রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অংগ রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অংগ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অংগ রাষ্ট্রগুলির সব রকম হারের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অংগরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অংগ রাষ্ট্রগুলিই মিটাইবে।

(ঘ) অংগ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অংগ রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬। আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অংগ রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[১২]

একই সময়ে অর্থাৎ ষাটের দশকের প্রথমার্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনা শীর্ষক একটি আলোচনা উত্থাপন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ তাণী ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।[১৩] এ চাঞ্চল্যতা বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজকে নতুন দিক নির্দেশনার দিকে নিয়ে চলে। ৬ দফা সৃষ্টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ৬ দফা কোথা থেকে এসেছিল, কে তার রচয়িতা এনিয়ে বিতর্ক আজো শেষ হয়নি। শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করার পর সর্ব প্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তৎকালীন ভাসানী ন্যাপ, চীন পন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপসমূহ এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)। এঁদের মতে, ৬ দফা আসলে প্রনয়ন করেছিল আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা (সি.আই.এ) উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব খানকে বিপাকে ফেলে আরো বেশী ঘনিষ্ঠতা আদায় করা। তবে ৬ দফার জন্ম সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে কারো কাছে গ্রহনযোগ্য হয়নি এবং প্রমানিতও হয়নি। আবার অনেকে মনে করেন ৬ দফা আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালী সি.এস.পি. অফিসার (রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান খান, আহমদ ফজলুর রহমান প্রমুখ) দ্বারা প্রণীত। এই

Dhaka University Institutional Repository

মতের একটি অংশ মনে করেন, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের যৌথ সৃষ্টি। ভিন্ন একটি সূত্রের ধারনা ৬ দফা ভারতের একদল বামপন্থীর রচনা যা তাঁরা তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা খোকা রায়ের কাছে তুলে দেন। খোকা রায় দেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমানের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে এটা যায় জনাব খায়রুল কবীরের (কৃষি ব্যাংকের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক) হাতে। জনাব কবীর এটা শেখ মুজিবের কাছে পৌঁছে দেন।

একদল এখনও মনে করেন যে ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের মূলনীতি নির্ধারক কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যগণ যে সুপারিশ করেছিলেন তাই ছিল ৬ দফার ভিত্তি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের পর আইয়ুব খান কর্তৃক ঢাকায় আহূত সর্বদলীয় সভায় পেশ করার জন্য প্রায় ৫০ জন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবির যৌথ উদ্যোগে রচিত ৭ দফার অবিকল হচ্ছে ৬ দফা। এটা জনাব খায়রুল কবীরই রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে একটি মত দাবী করেন।

একটি অংশ অবশ্য এ প্রচারনাও চালাতেন যে, আইয়ুব খান তাঁর বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠ আলতাফ গওহরকে দিয়ে তা রচনা করান এবং খায়রুল কবীরের হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য ছিল, এ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটা।[১৪] অন্যদিকে, ছাত্রলীগ, মুজিব বাহিনী, আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাবেক নেতা আবদুর রাজ্জাকের মতে ৬ দফা মূলতঃ ৯ দফার মূল কপি যা তিনি শেখ মনিকে দিয়েছিলেন। শেখ মনি সেটি হারিয়ে ফেলেন। শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন ও আবদুস সালাম খান প্রমুখ সমন্বয়ে গঠিত আওয়ামী লীগের একটি টীম আইয়ুব খানের সাথে আলাপ করার জন্য 'টকিং পয়েন্ট' - হিসেবে এটিকে ব্যবহার করেন।[১৫] আবার সাবেক সি.এস.পি. রুহুল কুদ্দুস নিজেকেই ৬ দফার প্রনেতা হিসেবে দাবী করেন।[১৬]

৬ দফার উপর ভিত্তি করে যুবশক্তি আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতারের পর ৬৬ সালের জুনেই এই আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। সে কারণে সেই সময় সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন অর্জনে কর্মসূচী ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ভূমিহীনদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বৃত্ত জমি বিতরন করার মত ২১ দফায় ঘোষিত কোন কর্মসূচী ৬ দফায় ছিল না। ফলে কৃষক, শ্রমিক মেহনতী জনতাকে যেমন আকৃষ্ট করা যায়নি, তেমনি শিক্ষা বিষয়ক কোন কর্মসূচীর অনুপস্থিতির কারণে ছাত্র সমাজকেও টেনে আনা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ৫৪ সালে থেকে স্বায়ত্বশাসনের প্রমানিত প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। উদ্দেশ্যের এই সীমাবদ্ধতা ও আন্দোলন নির্মানে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ৬ দফাই শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রধান দাবীতে রূপান্তরিত হয়। এর কারণ ৬৮-র ডিসেম্বরে সূচিত মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলনের পথ ধরে নির্মিত ১১ দফা ভিত্তিক ৬৯এর সফল ছাত্র-গণআন্দোলন। ১১ দফা মূলতঃ ছাত্র সমাজের কাছ থেকে আসলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে ১১ দফা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট মন্ডিত। নিম্নে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফার বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

"স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষনে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র জনতা আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছে। আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবীতে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি ঃ"

১। (ক) সুচ্ছল কলেজ সমূহকে প্রাদেশিকীকরনের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজ সহ প্রাদেশিকীকরনকৃত কলেজ সমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ সমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইন্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজ সমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই.এ., আই.এস.সি., আই.কম. ও বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম. এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম.এ. ও এম.কম. ক্লাশ চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক সাবসিডি হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাংগ কলেজে পরিনত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থা সহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের কনডেন্সড্ কোর্সের সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই,ই,আর, ছাত্রদের দশ দফা, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম,বি,এ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা "ফ্যাকাল্টি" করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কনডেন্সড্ কোর্সের দাবী সহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই কন্সেসন দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেসন দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধা সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেসন' দিতে হইবে।

(গ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ঘ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ন বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে।

(ঙ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামান্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ন বাতিল করিতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্বপাকিস্তানের পূর্ন স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে ঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অংগ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরংকুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে, ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অংগ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অংগ রাষ্ট্রগুলি সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অংগ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী রপ্তানী চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রপ্তানী করিবার অধিকার অংগ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যাস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মান ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু সহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে। এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মন প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে। এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।[১৭] ছাত্র সমাজের এই ১১ দফা আন্দোলনের প্রাক্কালে বিভিন্ন পেশা সংগঠন দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে ঘেরাও আন্দোলনকে চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। যেমন :

(ক) ঢাকা পৌরসভার ঝাড়ুদারগণ ১৮ই মার্চ থেকে তাদের ১৮ দফা দাবীতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন।[১৮]

(খ) ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ২০ শে মার্চ থেকে প্রদেশের ৪০ হাজার লক্ষ শ্রমিক অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট করেন, ফলে প্রত্যন্ত এলাকাগুলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[১৯]

(গ) ২০ শে মার্চ মধ্য রাত্রির পর থেকে প্রদেশের ডাকপিওন ও ডাক বিভাগের নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীগ তাদের ১১ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়।[২০]

ধর্মঘটের উপরোক্ত ঘটনাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে আন্দোলন ক্রমাগত চরম পর্যায়ে পৌঁছে এবং জনগণই অনেক স্থানে ক্রমশ ঘটনাবলীর নেতৃত্ব গ্রহন করে। তাদের আক্রমনের মুখি গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়ে।

৬ দফা কর্মসূচীসহ ছাত্রদের ১১ দফা দাবী ও কর্মসূচীর মধ্যে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের দাবী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ফলে ১১ দফা আন্দোলন তীব্র গণআন্দোলনে পরিনত হয় এবং আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

১১ দফার প্রথম দফা ছিল শিক্ষা সমস্যার আশু সমাধানের দাবী, ২য় দফা ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী এবং ৩য় দফা ছিল স্বায়ত্বশাসনের দাবী।

১১ দফা ভিত্তিক গণআন্দোলনের তীব্রতা আইয়ুব খানকে ভীত বিহ্বল করে তোলে। তিনি সংবিধান সম্পর্কে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করেন এবং ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করেন তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এই সময় মৌলানা ভাসানী দেশব্যাপী গণআন্দোলনের ডাক দেন এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। অবশেষে গণআন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং অভিযুক্ত সকলকে বিনা শর্তে মুক্তি দান করা হয়। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার পরও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলতে থাকে। এই সময় আইয়ুব খান সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের এক গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। শেখ মুজিব গোল টেবিলে যোগ দিতে যাবার আগে বলেন, "গোলটেবিলে বসে ৬ দফা, ১১ দফা আদায় করে আনবো, অন্যথায় গোলটেবিল বর্জন করব। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী গোলটেবিলের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং আন্দোলনের পথ বেছে নেন। গোলটেবিল বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে।

২। যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

৩। মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হবে।

এই তিনটি বিষয়ে বিরোধী দলসমূহ একমত হইলেও ৬ দফার দাবীতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী না মানায় শেখ মুজিব বৈঠক বর্জন করেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান তদানিন্তন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে সামরিক শাসন জারী করেন এবং জাতীর উদ্দেশ্যে দেয়া বেতার ভাষনে বলেন যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন এবং ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ঘোষণা দেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যার ফলে পূর্ব ঘোষিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারেনি। ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা সম্বল করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারনায় অবতীর্ণ হয়। এর প্রধান আবেদন ও আকর্ষন ছিল স্বায়ত্বশাসন। এছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে আরো কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। সেগুলো হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১। ২০ টাকা মন দরে চাল ও ১০ টাকা মন দরে গমের দাম নির্ধারন করে পল্লী এলাকায় রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

২। বন্যা নিয়ন্ত্রনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

৩। সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসিত করা হবে।

৪। যমুনার উপর সেতু নির্মান করা হবে।

এই প্রতিশ্রুতি প্রচারনার ফলে ৬ দফার ভিত্তিতে ৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রদেশের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতেই আওয়ামী লীগ নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। নির্বাচনের পর ৬ দফার গুরুত্ব বহুগুনে বেড়ে যায়। আওয়ামী লীগের নিকট স্বাভাবিক ভাবেই ৬ দফা হয়ে দাঁড়ালো জনসাধারণের নির্বাচনী নির্দেশ। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা এত দিন ৬ দফাকে বড় একটা আমল দেননি। মুজিবের অপূর্ব সাফল্যে তাদের চমক ভাঙলো। তাঁরা ৬ দফার বিরোধীতায় তৎপর হয়ে উঠেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সূচনা ঘটে। গণতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই মন্ত্রীসভা গঠনের ও দেশ শাসনের দাবীদার। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা জনগনের রায়কে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শেখ মুজিব ৬ দফার প্রতি অবিচল থাকেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসনে বিজয়ী ভুট্টো এবং তার দল পিপলস পার্টি ৬ দফার ঘোর বিরোধীতা শুরু করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেয়ার ঘোষণা দেন। আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করেই ১লা মার্চ ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় জংগী মিছিল, হরতাল, অসহযোগ আন্দোলন। নতুন শ্লোগান উঠে 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রলীগ নেতা আ.স.ম. আবদুর রব পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এমনি করে শেষে স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে পরিনত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিব এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ৭ই মার্চের জনসভায় তিনি দশটি নির্দেশ জারী করেন যা ৮ই মার্চ হতেই পালিত হতে থাকে।[২১]

এভাবে অসহযোগ আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ঢাকা আসেন এবং ১৬ই মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সংগে রাজনৈতিক সংকট নিরসন কল্পে আলোচনা শুরু করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোও এই আলোচনায় যোগ দেন। বৈঠকে সকলেই নীতিগত ভাবে নিম্নোক্ত বিষয়ে একমত হন ঃ

১। সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২। বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

৩। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রের শাসনভার ইয়াহিয়া খানের হাতে থাকবে।

৪। জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়ে আঞ্চলিক সংবিধানের কাঠামো রচনা করবেন এবং পরে উভয় অঞ্চলের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) সদস্যগণ জাতীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাকিস্তানের জন্য চূড়ান্ত সংবিধান রচনা করবেন।[২২]

এভাবে আলাপ আলোচনা হলেও রাজনৈতিক সংকট নিরসনের চূড়ান্ত ফলাফল সংক্রান্ত কোন ঘোষণা না দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে নিরীহ বাঙ্গালীর উপর লেলিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে ঢাকা ত্যাগ করেন। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ২৫শে মার্চ মধ্য রাত্রিতে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৬শে মার্চ ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং এদেশের আপামর জনতা সুসস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের পর দেশ স্বাধীন হয়।

৬ দফার বিশ্লেষনে দেখা যায় নির্বাচনোত্তর সাংবিধানিক সংকট এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনার পেছনেও প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে ৬ দফা। ৬ দফা ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোগত প্রস্তাব যাতে কেন্দ্রের হাতে কেবল মাত্র দুটি বিষয় - দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি রাখার প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। অন্য দফাগুলো এই মূলনীতিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কিন্তু এই শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে বিরোধ যখন একেবারে তুংগে, তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানকে রক্ষার চেষ্টা হিসেবে ১লা মার্চ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের দেয়া এক সম্বর্ধনার জবাবে ঘোষণা করেন '৬ দফা কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না।' বক্তব্যটি করাচীর ডন পত্রিকায় ছাপা হয়। পূর্ব পাকিস্তানী পত্রিকায় এটা ছাপতে দেয়া হয়নি।[২৩]

৬ দফার সমগ্র কর্মসূচীই পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রেক্ষিতে রচিত। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতার পর এর বাস্তব কার্যকরীতা এবং প্রয়োগ যোগ্যতা কোনটি ছিল না। তবে ছাত্র সমাজের ১১ দফা সহ তার নির্বাচনী ওয়াদা তথা বাঙ্গালীর সার্বিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি পালন মুজিব সরকারের নৈতিক কর্তব্যে পরিনত হয়। তাই ৬ দফার প্রথম দফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পার্লামেন্টারী ধরণের সরকার শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী তা পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠিত করেন একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা।

১১ দফার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এই দফা ছাত্র সমাজের কাছ থেকে আসলেও এর ১০টি দফাই রাজনৈতিক এবং শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ এই ১১ দফার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সংগত কারণেই আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ১১ দফা বাস্তবায়নের নৈতিক দায়িত্ব ছিল তাদের উপর। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই ১১ দফার ১ নম্বর দফায় (ক থেকে থ পর্যন্ত ১৭ টি উপ-দফায়) বর্ণিত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলীর কয়েকটির আংশিক বাস্তবায়ন আওয়ামী লীগ করেন। যেমন ১(৩) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বায়ত্বশাসন প্রদান এবং ১(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করণ। বাকী দফাগুলো উপেক্ষিত থেকে যায়।

৬৯এ সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন রকম দাবী দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন বিরোধী দল একক বা যৌথভাবে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য দফাগুলো নিম্নরূপ :

এন. ডি. এফ. ১৯৬৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ৭ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে।

১। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণবিন্যাস সাধন করিতে হইবে এবং দেশে ফেডারেল পদ্ধতির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রবর্তন নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্টের নিকট সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা পূর্বক পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার চালু করিতে হইবে। দুই অঞ্চলেরই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থাকিতে হইবে এবং দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি (রাজনৈতিক) এবং মুদ্রা (মুদ্রন) কেন্দ্রের হাতে থাকিবে।

২। সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব এই সাবেক প্রদেশগুলির সমবায়ে গঠিত একটি সাব ফেডারেশন ফেডারেল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হইবে। আঞ্চলিক পুর্ণবিন্যাসের মাধ্যমে উল্লিখিত সাব ফেডারেশন এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান চারটি সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অঞ্চলে পুনর্গঠিত হইতে পারে।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্বের দরুন দুই অঞ্চলের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের বিনিময় একেবারেই অনুপস্থিত, ফলে এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম অন্য অঞ্চলে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং পাকিস্তান বস্তুতঃপক্ষে দুই অর্থনৈতিক দেশ যদিও অর্থনীতির প্যাটা একই প্রকার। এই কারণেই দেশের অর্থনীতি ঢালিয়া সাজাইতে হইবে।

৪। দশ বৎসরের মধ্যে দুই অঞ্চলের বৈষম্য দুর করিতে হইবে।

৫। সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের নিদারুন দুর্দশার বিনিময়ে গুটিকতকের হাতে বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ায় বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুলভতম অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার জনগণের থাকিবে।

৬। ভারতের সহিত ১৭ দিনের সশস্ত্র যুদ্ধকালীন সময়ে সমস্ত যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া যাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমাঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীলতার তত্ত্ব কার্যকর নয়। সুতরাং প্রতিটি অঞ্চলের দেশ রক্ষা সহায়ক সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া সেই অঞ্চলেই সম্পূর্নভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৭। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি স্বাধীন হইতে হইবে। কোন বৃহৎ শক্তি শিবিরের প্রতি এই নীতির কোন পক্ষপাত থাকিবে না। 'কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব' এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া অধিকতর বিচক্ষনতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হইতে হইবে। বিদেশী রাষ্ট্র এবং আমাদের মধ্যে সকল ভুল বুঝাবুঝি দুর করিতে হইবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের দৃঢ় সহযোগিতা নিশ্চিত করিতে হইবে।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

এন. ডি. এফ. এর ৭ দফার পর আসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ১৪ দফা দাবী। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এই ১৪ দফা দাবী নিয়ে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ১৪ দফা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। বর্তমান আইন পরিষদগুলি ভাংগিয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন আইন পরিষদ নির্বাচন করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবেন ঃ

(ক) ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের নিশ্চিয়তা বিধান। পাকিস্তানের উভয় অংশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান। কেবল মাত্র দেশ রক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অন্যান্য সকল বিষয়ের দায়িত্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের উপর ন্যাস্ত থাকিবে।

(খ) সংস্কৃতি ও ভাষার সমতা এবং ভৌগলিক সংলগ্নতার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসাবে পুনর্গঠন। পশ্চিম পাকিস্তানের পুনর্গঠিত প্রদেশ সমূহের গণতান্ত্রিক গঠন কাঠামো একইরূপ হইবে এবং তাহারা (প্রদেশসমূহ) একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ হইবে। এই ফেডারেশনের আইন পরিষদে কোন প্রদেশই নিজের সংখ্যাধিক্যের বলে একত্রে অবশিষ্ট প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বেশী সংখ্যক আসনের অধিকারী হইতে পারিবে না এবং প্রদেশ সমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যে সকল বিষয়ে একমত হইবেন, পরিষদ সেই সকল সাধারণ বিষয় কার্যকর করিবে। একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনের দ্বারা বর্তমান এবং ইউনিট ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার উপরোক্ত লক্ষ্য শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করা হইবে। বর্তমান উপজাতীয় এলাকা, দেশীয় রাজ্য, ইজারাধীন এলাকা, এজেন্সী সমূহ ও অনুরূপ ভাবে শাসিত এলাকাগুলিসহ সমস্ত বিশেষ ও সাধারণ আওতা বহির্ভূত এলাকাসমূহকে সন্নিহিত প্রদেশগুলির সহিত অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত করিতে হইবে। যাযাবর, আধা-যাযাবর ও উপজাতীয় জনসাধারণকে বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্পৃক্ত করিতে হইবে। যাহাতে তাহারা উন্নত নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করিতে পারে।

সকল পাকিস্তানীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করিতে হইবে। সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং উভয়াঞ্চলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুলভব্যয়সাধ্য করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) পরিষদগুলিকে আইন ও বাজেট পাশের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরগণের আইন প্রনয়ন ক্ষমতা রহিত করিতে হইবে।

(ঘ) জনগণকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে গৃহীত মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করিতে দিতে হইবে।

২। পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ঘোষিত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে। সকল দমন মূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। প্রিন্স করিম, আবদুস সামাদ খান, আচাকযাই আতাউল্লাহ খান মোংগল, মনিকৃষ্ণ সেন, আবদুল হালিম সহ রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল বন্দীকে আশু মুক্তি দিতে হইবে। রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল বিচারাধীন মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানা প্রত্যার্পণ করিতে হইবে।

৪। পাকিস্তানকে সিয়াটো ও সেন্টো হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহার করিতে হইবে। পাকিস্তানের সকল মার্কিন ঘাঁটির বিলোপ সাধন করিতে হইবে এবং এই ধরনের আর কোন চুক্তিতে জড়িত হওয়া চলিবে না।

৫। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা কাঠামোকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

৬। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত নীতির প্রধান লক্ষ্য হইবে এখানকার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে পুঁজি পাচার বন্ধ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই হউক না কেন জনসাধারণকে শোষনের এবং মুষ্টি কয়েক পরিবার কর্তৃক দেশের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করার চেষ্টাকে বন্ধ করিতে হইবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শিল্পগুলি সরকারী খাতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৭। দেশ রক্ষা শিল্প সরকারী খাতে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং উহা দেশের উভয়াংশে স্থাপন করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৯। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির পরিমান পূর্ব পাকিস্তানে ৩৩ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। সরকারের খাস জমির মজুরী অথবা হস্তান্তর শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে ৫ একর পর্যন্ত এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১২ একর পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিতে হইবে। সামরিক শাসনামলে বর্ধিত খাজনা, ট্যাক্স প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। শ্রমিক সংগঠনের উপর হইতে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং আই.এল.ও কনভেনশনে যে সকল অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। জীবন ধারনের নুন্যতম মজুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

১১। সকল স্তরে সকলের নিকট মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করিয়া একটি নূতন গণতান্ত্রিক কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে।

১২। বেলুচিস্তানে নির্যাতনের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং সর্দারী প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

১৩। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

১৪। সাধারণ মানুষের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা হ্রাসের জন্য কর ধার্য করার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।[২৫]

এরপর দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের কথা ঘোষণা করে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা পি.ডি.এম.। ৫ টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত পি.ডি.এম. ১৯৬৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল ৮ দফা কর্মসূচী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হন এবং গণতন্ত্র, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে গণ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। নিম্নে ৮ দফা কর্মসূচীর বিবরন দেওয়া হলো:

Dhaka University Institutional Repository

১। শাসনতন্ত্রে নিম্ন বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকিবে ঃ

(ক) পার্লামেন্টারী পদ্ধতির ফেডারেল সরকার,

(খ) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য,

(গ) পূর্ণাংগ মৌলিক অধিকার,

(ঘ) সংবাদপত্রের অবাধ আযাদী, ও

(ঙ) বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

২। ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ঃ

(ক) প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স),

(খ) বৈদেশিক বিষয়,

(গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যবস্থা,

(ঘ) আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐক্যমতে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

৩। পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত উভয় আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যাস্ত থাকিবে।

৪। উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দশ বৎসরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে ঃ

(ক) এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনার পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা নিরংকুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে।

(খ) দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন যাহাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথা সময়ে উপযুক্ত আইন প্রনয়ন করা হইবে।

৫। (ক) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং,

(খ) আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য,

(গ) আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ,

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবেন।

৬। সুপ্রীম কোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগ সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্যায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই সংখ্যা সাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

৭। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকর সামরিক শক্তি ও সমর সজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যে:

(ক) পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মান কারখানা, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

(গ) নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানের স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম সংখ্যক সদস্য সম্বলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। এই ঘোষণায় 'শাসনতন্ত্র' শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায় যাহা অবিলম্বে জারী করা হইবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ছয়মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচীর দুই হইতে সাত নম্বর দফা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে।

উপরোক্ত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।[২৬]

এরপর ১৯৬৮ সালের ১লা ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ১১ দফার কথা বলা যায়। যদিও এখানে শ্রমিক আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তবুও এর সবগুলো দফাই রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত, প্রথমে এই দলিলটি সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির গড়ে উঠার ভিত্তি প্রস্তররূপে কাজ করে। ১১ দফা ছিল নিম্নরূপ:

১। সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এমন স্থানে অর্থাৎ জংগলাকীর্ণ পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে।

২। গ্রাম্য মজুর, গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীকে উজ্জীবিত করতে হবে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধে।

৩। কৃষি বিপ্লব: উপনিবেশবাদ সমর্থক জমিদার ধনী চাষীদের জমি দখল করে তা ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে বিতরন করতে হবে। সরকারী কর্মচারী (পুলিশ, সার্কেল অফিসার) এবং বিভিদের মাঝে উপনিবেশবাদ সমর্থকদের ধ্বংস করতে হবে।

৪। গেরিলা বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী সৃষ্টি ও ঘাঁটি এলাকা তৈরী করতে হবে।

৫। ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা হবে।

৬। গ্রাম্য এলাকা দখল করে তা দিয়ে শহর ঘেরাও ও শেষ পর্যন্ত শহর দখল করতে হবে।

৭। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ ও তার দালাল পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, অন্য যে সকল বৈদেশিক শক্তি উপনিবেশিক শাসক শ্রেণীকে সমর্থন করে (যদি তাদের সম্পত্তি এ দেশে থাকে) এবং বৈদেশিক

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি সমূহের দালালদের (যখন তারা জাতীয় বিপ্লবের বিরোধীতা করে) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৮। দখলকৃত এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকার গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মাধ্যমে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশ প্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সহযোগিতায় শত্রুর উপর একনায়কত্ব ও জনগণের মাঝে গণতন্ত্র কায়েম করবে।

৯। বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্বশাসন ও বিভিন্ন উপ জাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দেয়া হবে।

১০। সকল বাঙ্গালী দেশ প্রেমিক জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

১১। জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হবে।[২৭]

এরপর পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবীর দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি বা ড্যাক। এই ড্যাক ৮ টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত এবং ১৯৬৯ সালে ৮ই জানুয়ারী ৮ দফা ভিত্তিক দাবীর কথা ঘোষণা করে। ৮ দফা ছিল নিম্নরূপ:

১। ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

৩। অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার।

৪। পূর্ব নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সমস্ত কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল।

৫। খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার।

৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার।

Dhaka University Institutional Repository

৭। শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

৮। নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর আরোপিত বিধি নিষেধসহ সংবাদপত্রের উপর জারীকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইত্তেফাক, চাতন, প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সকল বাজেয়াপ্তকৃত কিংবা ডিক্লারেশন বাতিলকৃত প্রেস, পত্রিকা এবং সাময়িকী তাদের আদি মালিকদের কাছে প্রত্যাবর্তনের দাবী করেছেন।[২৮]

উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি দলের দফার মধ্যে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবীটি মূল দাবী হিসেবে এসেছে। এর ফলেই ৫৯ এর সংগ্রামী ছাত্র সমাজের সকল গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে আসে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে এরপর গণরায় কার্যকর করার জন্য কতগুলি দফাভিত্তিক কর্মসূচী এসেছে এমনকি স্বাধীনতা চলাকালীন সময়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল যেমন ন্যাপ (ভাসানী) বা জেট দফা ভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন। নিম্নে এগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া হলো :

এ প্রসংগে প্রথমে ন্যাপ (মোজাফফর) এর ১৭ দফা দাবীর কথা বলা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এই দাবীর কথা ঘোষণা করা হয়। এর মূল কথা ছিল :

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করুন : বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার চাই। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) মনে করে যে, পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ভিতর দিয়া জনগণের যে রায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে মানিয়া নিয়া পাকিস্তানের ভবিষৎ শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত :

১। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ৫টি ভাষাভাষি জাতি -- বাংগালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী ও বেলুচ বাস করে। পাকিস্তান দুইটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই বাস্তব সত্য মানিয়া নিয়া শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকার ও প্রত্যেকটি জাতির বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইতে হইবে। শাসনতন্ত্রে এই নীতি স্বীকৃত হইলে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জাতির জাতীয় অধিকারগুলি নিশ্চিত হইবে। বিভিন্ন জাতির ভিতর বিদ্বেষ, সংশয়, ভয়, ভীতি ও ভুল বুঝাবুঝি দুর হইবে, তাহাদের ভিতর প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। শাসনতন্ত্রে এই নীতি স্বীকার করিয়া নিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে (১১ দফা কর্মসূচীর ২ ও ৩ নং ধারা বা ন্যাপের কর্মসূচী মোতাবেক) দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত হইবে। বাদ বাকী সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসহ) পাঁচটি অঞ্চলের পাঁচটি জাতির নির্বাচিত সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে।

৩। কেন্দ্রীয় আইন সভা হইবে এক কক্ষ বিশিষ্ট। আইন সভার সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের সুযোগে বিশেষ একটি প্রদেশের উপর ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহাতে কোন কিছু চাপাইয়া না দেওয়া হয় তাহার জন্য শাসনতন্ত্রে একটি বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৪। রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার হাতে ন্যস্ত রাখিতে হইবে। রাষ্ট্র প্রধানকে সব সময় মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মতে কাজ করিতে হইবে।

৫। যুক্ত নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও এক লোক এক ভোট নীতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু থাকিবে।

৬। নগর, শহর ও গ্রামের স্থানীয় বিষয় ও কাজ সমূহ পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

৭। শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা সমিতি, শোভাযাত্রা পরিচালনা ও ধর্মঘট পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে। শ্রমিক কৃষক, ছাত্র জনতা যাহাতে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। বিদেশে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের পাসপোর্ট পাইবার অধিকার থাকিবে।

৮। সকল প্রকার দমন মূলক আইন রহিত করিতে হইবে, বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা চলিবে না।

৯। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

১০। রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু ছাড়া নিম্নলিখিত ভাষা সমূহকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে যেমন- সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচ ও পশতু।

Dhaka University Institutional Repository

১১। প্রদেশগুলির নাম হইবে বাংলা, পাঞ্জাব, পাখতুনিস্তান, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান।

১২। আইন পরিষদের কোন দলের পক্ষ হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য দল পরিবর্তন করিলে তাহাকে পরিষদের আসন হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হইবে।

১৩। কোন সদস্য তাহার নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নির্বাচক মন্ডলীর আদেশ (ম্যান্ডেট) ভংগ করিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল করিবার অধিকার উক্ত নির্বাচক মন্ডলীর থাকিবে।

১৪। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক রাষ্ট্রের চোখে সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধর্ম বিশ্বাস ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিক যাহাতে অবাধে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়ম কানুন পালন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য কোন নাগরিকের প্রতি কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরন করা চলিবে না। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহন করিতে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে।

১৫। পাকিস্তানকে ধর্ম নিরপেক্ষ (সেকুলার) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

১৬। শিল্প, ব্যাংক, বীমা বা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি জাতীয়করনের পথে বাধা হইতে পারে এমন কোন বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে না।

১৭। পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিনত করিতে হইবে।[২৯]

এরপর মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচীর কথা বলা যায়। ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে মওলানা ভাসানী নিম্নোক্ত ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন :

১। বিগত ৯ই জানুয়ারী সম্মেলনে এবং ১০ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষিত মুক্ত পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন,

২। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বন্টন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম এবং ধর্ম বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা,

Dhaka University Institutional Repository

৩। পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের বিকল্প সকল বিদেশী পণ্য বর্জন।

৪। পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন।

৫। শেখ মুজিবর রহমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তজ্জন্য সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে লবন শুল্ক, নগর শুল্ক, হাট বাজারের তোলা, খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, কৃষি ট্যাক্স সহ সমুদয় ট্যাক্স প্রদান সুসংগঠিতভাবে বন্ধ রাখা।

৬। নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণকে গুলী করে হত্যা করার অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সামরিক সৈন্য, কর্মচারী ও সরকারী কর্মচারীদের নিকট নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিচ্ছিন্ন বন্ধ রাখা।

৭। পূর্ব বাংলার বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে যাতে কোন দ্রব্য সামগ্রী সীমান্তের অপর পারে চোরাচালান না হতে পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

৮। ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পতিত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরন করা।

৯। পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকসমূহে কোন টাকা জমা না রাখা।

১০। দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্যে কালোবাজারী ও আড়তদাররা যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুত করতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া।

১১। বাংগালী অবাংগালী, হিন্দু মুসলমানের দাংগা বাঁধিয়ে গণ সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করা।

১২। বাংগালী জাতির মুক্তির আন্দোলনের নামে টাউট ও প্রবঞ্চকরা যাতে চাঁদা তুলতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

১৩। বিদেশী সৈন্য যাতে পূর্ব বাংলার মাটিতে অবতরন করতে না পারে তজ্জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনা সামুদ্রিক বন্দরগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

১৪। গণ বিরোধী শাসকচক্রের তঘমা, খেতাবসহ বিভিন্ন উপঢৌকন বর্জন করা।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

এই ১৪ দফা ছিল মূলতঃ শেখ মুজিবের ৭ ই মার্চ রেসকোর্সে ভাষনের সুপক্ষে একযোগে আন্দোলনে সারা দেয়া। এবং পাকিস্তানের জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা।

উপরোল্লিখিত ১৪ দফার পর ১৯৭১ সালের ১৬ ই মার্চ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনায় ৪ দফা সমঝোতায় সম্মত হন। নিম্নে এই ৪ দফার বিবরন দেয়া হলো ঃ

১। সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণাবলে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তন্তর।

৩। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন এবং কেন্দ্রিয় সরকার নিয়ন্ত্রন করবেন।

৪। প্রদেশে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যরা পৃথক পৃথক অধিবেশনে মিলিত হবেন এবং তারপর দু'প্রদেশের সদস্যদের যৌথ অধিবেশন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র চুড়ান্ত করা হবে।[৩১]

কিন্তু এই ৪ দফা সমঝোতা কোন কাজে আসেনি। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান এবং ঐ দিন রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিরীহ জনসাধারণের উপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অগনিত লোক হত্যার সাথে বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়। এই প্রেক্ষিতে শুরু হয় মুক্তি যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী দেখতে পাই। ১৯৭১ সালে ১ লা জুন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি ১৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই সমন্বয় কমিটি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। নিম্নে ১৫ দফার বিবরন দেয়া হলে ঃ

১। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে সর্বদলীয় গণ মুক্তি পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই গণ মুক্তি পরিষদ গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সর্ববিধ কর্তৃত্ব গ্রহন করিবে, গ্রাম রক্ষী বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করিবে এবং গণ আদালত গঠন করিয়া বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। পাক জংগীশাহী সরকারকে দেয় খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদ পরিশোধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইবে।

৩। যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখিবে গ্রাম গণমুক্তি পরিষদ তাহাদের সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিবে।

৪। গ্রাম গণমুক্তি পরিষদ গ্রামে গরীব জনসাধারণের উপর নিপীড়নমূলক মহাজনী ব্যবস্থা বন্ধ করিবে।

৫। (ক) যাহারা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করিবে অথবা চর হিসাবে কাজ করিবে, গ্রাম গণমুক্তি পরিষদ তাহাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করিবে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরন করিবে।

(খ) যে সকল জোতদার জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে থাকিবে তাহাদের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে, যাহাতে গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের উপর জোতদারের পূর্বতন শোষণ লাঘব হয়।

৬। বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক বাস্তুহারা হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন গ্রাম গণমুক্তি পরিষদ তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবে।

৭। যথোপযুক্ত বিলি বন্টন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কেনা বেচা, কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় আত্মনির্ভরশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা।

৮। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারা সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষা ও কলুষিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।

৯। (ক) গ্রামে গ্রামে কৃষক শ্রমিক ছাত্র ও অন্যান্য জংগী তরুনদের সমবায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল গঠন করিতে হইবে। এই গেরিলা দল সুযোগ ও সুবিধা মত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত শত্রুকে খতম ও ক্ষতিসাধন করিবে এবং শত্রুর অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে যাহাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা, অস্ত্র শস্ত্র, রসদপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে না পারে এবং নির্বিবাদে শাসন ও শোষণ চালাইতে না পারে, তাহার জন্য সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ লাইন ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করিতে হইবে।

(গ) গেরিলা দলকে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনের জন্য

- জনগণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।
- জনগণকে সাহায্য করিতে হইবে।
- জনগণকে রক্ষা করিতে হইবে।

(ঘ) গেরিলা দল সামরিক দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে জনগণের মধ্যে জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনও চালাইবে।

(ঙ) যে সকল ব্যক্তি হানাদার পা-সরকার ও পাকবাহিনী অথবা তাহাদের এজেন্টদের সহিত স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা যে কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে তাহারা জাতীয় শত্রু বলিয়া পরিগনিত হইবে। পূর্ণ তদন্ত করিয়া সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাহাদের যতম অথবা যে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

১০। যাহারা জনগণের মনোবল নষ্ট করিবার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার প্রচার কার্য চালাইবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

১১। যাহারা জনগণের দুরাবস্থার সুযোগে ডাকাতি গুন্ডামী ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত, গণমুক্তি পরিষদের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

১২। যাহারা মুক্তি সংগ্রামকে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত করিবার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভ্রিয়াকলাপ উস্কানি অথবা প্রচারনা করিবে তাহাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হইবে।

১৩। শহরাঞ্চলে শত্রুকে বিপর্যস্ত ও ব্যস্ত রাখিবার জন্য "আঘাত করো ও সরিয়া পড়ো" নীতির ভিত্তিতে গেরিলা তৎপরতা চালাইতে হইবে।

১৪। সর্বস্তরের জনগণকে জংগীশাহীর প্রশাসনিক ও সকল প্রকার ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাহাদের পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরন করিয়া শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অচলাবস্থা অব্যাহত রাখিবার উদাত্ত আহ্বান সমন্বয় কমিটি জানাইতেছে।

এই সমন্বয় কমিটি ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সংগঠনের কর্মীদের প্রতি এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব জনগণের সাথে থাকিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতেছে। এই সমন্বয় কমিটির বহির্ভূত যাহারা অনুরূপভাবে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে কাজ করিয়া যাইতেছে বা ভবিষতে করিবে তাহাদের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে হইবে।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১। দফা তিনটি : (১) পূর্ণ গণতন্ত্র, (২) পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, (৩) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি।

২। যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী দলগুলো ছিল : (১) আওয়ামী লীগ (ভাসানী), (২) কৃষক শ্রমিক পার্টি (হক), (৩) গণতন্ত্রী দল, (৪) নেজামে ইসলাম, এবং (৫) কমিউনিস্ট পার্টি।

৩। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা: বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭।

৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (প্রথম খন্ড), ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃষ্ঠা, ৪০৪-৪০৫।(নিউইয়র্ক টাইমস, ২৩ শে মে, ১৯৪৪)।

৫। মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খন্ড), ঢাকা: ওয়াসী প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৪২।

৬। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১।

৭। অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫ থেকে ৭৫), ঢাকা: প্রকাশক সাইদ হাসান, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭।

৮। M. Rafique Afzal, Political Parties in Pakistan (1947-1958), Dhaka : pp.249-250.

৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (প্রথম খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৮-৪২০।

১০। এস. এস. বারানভ, পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট (১৯৪৭-৭১), ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১১১।

১১। ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

১২। শেখ মুজিবর রহমান, আমাদের বাঁচার দাবি, ৬ দফা কর্মসূচী, পুরানা পল্টন, ঢাকা : প্রকাশক আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৬৯।

১৩। কাজী আকরাম হোসেন, বায়ান্ন থেকে বাষট্টি; একটি পর্যায়ের উত্তরন, গৌরবের সমাচার, পৃষ্ঠা ৯৯।

১৪। মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২০।

১৫। দেখুন সাপ্তাহিক মেঘনা, ১২ই মার্চ, ১৯৮৬।

১৬। সাপ্তাহিক মেঘনা, ১২ই মার্চ, ১৯৮৬।

১৭। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র, ২য় খন্ড), ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রনালয়, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৮।

১৮। Morning News, ১৬ই মার্চ, ১৯৬৯।

১৯। Morning News, ১লা মার্চ, ১৯৬৯।

২০। Morning News, মার্চ ২-৬, ১৯৬৯।

২১। যে দশটি নির্দেশ জারী করেন তা ছিল : (1) No Tax campaign to continue. (2) The Secretariat, Government and semi-government office, High Courts and other Courts throughout Bangladesh should observe hartals. Appropriate exemption shall be announced from time to time. (3) Railway and ports may function, but railway workers and port workers should not cooperate if railways or ports are used for mobilisation of forces for the purpose of carrying out repression against the people. (4) Radio, Television and newspapers shall give complete versions of our statements and shall not surpress news about the people's movement. Otherwise Bangalees working in these establishments shall not cooperate. (5) Only local and inter-district trunk telephone communication shall function. (6) All educational institutions shall remain closed.

Dhaka University Institutional Repository

(7) Banks shall not effect remittances to the western wing either through the state Bank or otherwise. (8) Black Flags shall be hoisted on all buildings everyday. (9) Hartal is withdrawn in all other spheres but complete or partial hartal may be declared at any moment depending upon the situation. (10) A sangram parishad (Council of Action) should be organised in each union, mahallah, thana, subdivision and district under the leadership of the local Awami League Units.

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (২য় খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০৩।

২২। অধ্যাপক ইউনুস আলী দেওয়ান, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা : পূর্বদেশ পাবলিকেশন, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১০৫।

২৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (২য় খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫৫-৬৫৮।

২৪। অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৪-৬৫।

২৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (২য় খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮-২৫৮।

২৬। ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৪।
পি.ডি.এন.-এর অংগ দল সমূহ : (১) পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, (২) পাকিস্তান মুসলিম লীগ, (৩) জামায়াতে ইসলামী (পাকিস্তান), (৪) পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, এবং (৫) পাকিস্তান গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

২৭। ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৯২।

২৮। ইত্তেফাক, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৯।

২৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (২য় খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮-২৫৮।

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা ৭২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র (৩য় খন্ড), ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রনালয়, পৃষ্ঠা ২৫-৩২।

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা ৫০১-৫১৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তরকালীন দফার রাজনীতি : মুজিব আমল

৬ দফা, ১১ দফা ও স্বাধীকার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও স্বাধীনতা উত্তরকালীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী খুব কমই আসে। বিশেষ করে মুজিব আমলে ক্ষমতাসীন সরকার দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। তবে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর রাষ্ট্রপতি মুজিব একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন এবং 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে যে রাজনৈতিক দল গঠন করেন তার লক্ষ্য হিসেবে তিনি চারটি দফার কথা ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে শেখ মুজিবের শাসনামলে বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষ থেকে মওলানা ভাসানী সর্ব প্রথম দফা ভিত্তিক দাবী পেশ করেন। এই পর্যায়ে প্রথম তিনি ১৯৭২ সালের ১০ই ডিসেম্বর ১১ দফা দাবী পেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ এই ডিসেম্বর মাসেই ১৬ দফার কথা ঘোষণা করেন এবং তৃতীয়তঃ ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে ৩ দফা দাবী পেশ করেন এবং এই দফার সাথে আমরন অনশন শুরু করেন। সবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৪ই এপ্রিল সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট ৪ দফা দাবীর প্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের দমননীতির কারণে বিরোধী আন্দোলন তখন দানা বাধতে পারেনি। নিম্নে আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে তিনবৎসরের কার্যকলাপের পর্যালোচনা করা হলো।

আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির অন্যতম নীতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম জাতীয়করন শুরু করেন। জাতীয়করনকৃত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় ৮৫ ভাগই ছিল পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি। এগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অবশ্যই আনতে হয়। কিন্তু মুজিব এই পদক্ষেপের সাথে সাথে বাঙালী মালিকদের শিল্প কারখানাও জাতীয়করন করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় পুঁজির বিকাশ ব্যতীত যে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না এ ধারনাটুকুর অভাব তখন আওয়ামী লীগ সরকারের ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে একদিকে শিল্প মাত্রকেই জাতীয়করনের পদক্ষেপ আবার অন্যদিকে ৩ লাখ পর্যন্ত পুজি বিনিয়োগ এর সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারন করেন। অবশ্য ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসের সরকারের শিল্প বিনিয়োগ নীতির আওতায় বেসরকারী খাতে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়। তাছাড়া মুনাফা পুনর্বিনিয়োগ করা হলে সর্বাধিক ৩৫ লাখ টাকার বিনিয়োগ বেসরকারী খাতের জন্য অনুমোদন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে জুলাই মাসে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগর সর্বোচ্চ মাত্রা ৩ কোটি টাকা করা হয়। * শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন মূলতঃ আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও মুখ চেনা আমলারা। তাদের অবাধ লুন্ঠন, দুর্নীতি এবং অবহেলার কারণে প্রতিটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান লোকসানের মুখোমুখি হতে থাকে। তাই বলা যায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সুনিয়ন্ত্রনের অভাবেই আওয়ামীলীগ সরকারের জাতীয়করন পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়।

এই সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ভূমি সংস্কার। এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিব ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু এ পদক্ষেপ বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা কিংবা কৃষকদের অবস্থার ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কেননা তখন ভূমিহীন এবং গরীব কৃষকের সংখ্যা ছিল কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। এদের শেষ সম্বল ছিল একটুখানি ভিটে মাটি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এই ভিটে মাটির খাজনা মওকুফ করেননি। তাছাড়া সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির সর্বোচ্চ পরিমান নির্ধারন করেছিলেন ১০০ বিঘা। এর উপরের জমির রাষ্ট্রায়ত্ত করে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরন করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে পরিবারের সংজ্ঞা এমন ভাবে দেওয়া হয়েছিল যে আইনের ফাঁক গলিয়ে যে কেউই ইচ্ছা করলে হাজার বিঘা মালিকানাকে বহাল রাখতে পারত এবং বাস্তবে হয়েছিলও তাই। বিশেষ করে জমির সিলিং নির্ধারন করলেও বেনামী সম্পত্তির আইন ছিল বহাল। তাই আওয়ামী লীগের শাসনকালে কোন জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই স্বাধীনতা উত্তর পাঁচটি অর্থ বছরে ভূমিহীন ও গরীব কৃষক তথা ক্ষেত মজুরদের অবস্থা যে কত শোচনীয় হয়েছিল তার চিত্র মিলে নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে। এখানে ছ'টি অর্থ বছরে খাদ্য মূল্য

---

* এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কে নিয়ে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

এবং কৃষি শ্রমিকের বেতনের তুলনামূলক সূচক উদ্ধৃত হয়েছে। উভয় সূচকের ক্ষেত্রেই ১৯৬৯-৭০ সালকে ভিত্তি অর্থাৎ ১০০ ধরা হয়েছে।[১]

বছর	১৯৬৯-৭০	৭০-৭১	৭১-৭২	৭২-৭৩	৭৩-৭৪	৭৪-৭৫
খাদ্য	১০০	১০৪·৮৩	১২২·০৩	১৮৪·৭৩	২৬৩·৪৮	৪৬৯·৫৫
কৃষিবেতন	১০০	১০৫·১০	১১·০০	১২৮·৭৮	১৮৫·৬১	২৬১·৪০

উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় আওয়ামী লীগের শাসনকালে কোন সময়েই খাদ্য শস্যের মূল্য বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নাগালের কাছাকাছিও থাকেনি। আয় যখন হয়েছে ১১ টাকা মূল্য তখন থেকেছে ১২২ টাকা। এই ব্যবধান চরম পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৭৪-৭৫ সালে। এ সময় একজনের আয় ছিল মাত্র ২৬১·৪০ টাকা, আর খাদ্যমূল্য ছিল ৪৬৯·৫৫ টাকা। খাদ্য ছাড়া অন্য জিনিসের দামও তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। সে সম্পর্কে ধারনার জন্য নিচের ছকটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।[২]

দ্রব্যাদি	পরিমান	জানুয়ারী '৭৩	জানুয়ারী '৭৪	এপ্রিল '৭৪	আগষ্ট '৭৪	সেপ্টেম্বর '৭৪
চাউল	সের	২·১২	২·৮৭	৩·৮৭	৪·৭৪	৬·৫০
আটা	"	১·০০	১·১২	২·২৫	৩·০০	৪·৫০
মশুর ডাল	"	৩·০০	৬·০০	৫·০০	৫·৫০	৫·৫০
আলু	"	০·৮৭	২·০০	১·৭৫	৩·০০	৩·০০
মাংস	"	৯·০০	১২·০০	১১·০০	১৪·০০	১৪·০০
সরিষার তৈল	"	১৩·০০	১৬·০০	২০·০০	৩০·০০	৩৬·০০
জ্বালানী কাঠ	মন	১৪·০০	১৬·০০	১৭·০০	২০·০০	২০·০০
কেরোসিন	গ্যালন	৬·০০	৭·০০	৭·০০	৮·৭৫	৮·৫০
লংক্লথ	গজ	১২·০০	১৪·০০	১৪·০০	১৪·০০	১৪·০০
সাবান	সের	৪·৫০	৬·৫০	১২·০০	১২·০০	১৬·০০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালে নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" শীর্ষক প্রচারপত্রটিতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ১০ টাকা মন দরে গম এবং ২০ টাকা মন দরে চাউল খাওয়ানোর অংগীকার করেছিল। এতে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের খাদ্যশস্যের মূল্যের কথাও বলা হয়েছিল। চাল ও আটা প্রতি মন পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫ ও ১৫ টাকা এবং পূর্ব বাংলায় ৫০ ও ৩০ টাকা। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের শাসন কালে প্রতিটি জিনিসের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে এই সরকারের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী ও ছিল হতাশা ব্যঞ্জক। প্রথম থেকেই সরকারের সমালোচনা ও বিরোধী রাজনীতিকে সহিংস পন্থায় দমন এবং সরকার বিরোধীতা মানেই আওয়ামী লীগ ও রাষ্ট্র এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারন হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালায়। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, জাতীয় রক্ষী বাহিনী সহ বিভিন্ন সরকারী ও প্রাইভেট সশস্ত্র বাহিনীকে সরকার বিরোধীদের দমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের উপরও এই সময় বিভিন্ন রকম বাধা নিষেধ নেমে আসে। ফলে ৭২ সালেই মাওলানা ভাসানীর হক কথা, সাপ্তাহিক গণশক্তি, লাল পতাকা, নয়াযুগ, মুখপত্র, স্পোকস ম্যান, এবং চট্টগ্রামের দৈনিক দেশবাংলা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদেরও গ্রেফতার করা হয়।[৩]

আওয়ামী লীগ সরকারের এই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী অংগন থেকে মওলানা ভাসানী সর্বপ্রথম দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসেন। এই পর্যায়ে প্রথমে তিনি ১৯৭২ সালের ১০ই ডিসেম্বর ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দফাগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১। অবিলম্বে রাজনৈতিক হত্যা, অপহরণ, গুন্ডামী, হামলা বন্ধকরন।

২। মিথ্যা মামলায় আটক সকল রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তিদান ও এই সকল মামলা প্রত্যাহার।

৩। দালালী আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ করার জন্য দালালের সংজ্ঞা নির্ধারন। অবিলম্বে দালালীর দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রদান, উক্ত তালিকার সময় সীমা নির্ধারন ও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফৌজদারী আইনের আওতায় প্রকৃত দালালদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে দালাল আইন প্রত্যাহার।

Dhaka University Institutional Repository

৪। প্রেসিডেন্ট অর্ডার ৫০ বাতিল ঘোষণাকরন।

৫। আইনুবী প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করিয়া 'হক কথা', মুখপত্র, গণশক্তি, স্লোগান্স ম্যান ও লাল পতাকা সহ নিষিদ্ধকৃত সংবাদপত্র সমূহের পুনঃপ্রকাশের ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অবিলম্বে অনুমতি দান।

৬। লাল বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসহ বিভিন্ন বেসরকারী বাহিনী নিষিদ্ধকরন এবং হত্যা, অপহরণ ও হয়রানীর ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তিদান।

৭। প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গসহ সরকারী দলের কর্মকর্তাদের সরকারী খরচে সরকারী যান বাহনের সুযোগ গ্রহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরন।

৮। সরকারী প্রচার মাধ্যমে যথা রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদপত্র সমূহে টেলিভিশনে বিরোধী দলীয় বক্তব্য প্রচারের সুযোগ প্রদান।

৯। রিলিফ দ্রব্য বন্টনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারনা ও বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক রিলিফ বন্টনের নামে বিরোধী দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচারনা বন্ধকরন।

১০। নির্বাচনের পূর্বে মন্ত্রী সভার পদত্যাগ এবং

১১। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য পুনরায় সময় ও সুযোগ প্রদান।[৪]

কিন্তু মওলানা ভাসানী এই ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কোন কার্যকর আন্দোলন কর্মসূচী গড়ে তুলতে পারেন নি। এর পর এই ডিসেম্বর মাসেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১৬ দফা ছিল নিম্নরূপ:[৫]

১। রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় জনগণই হবে সার্বভৌম। রাষ্ট্র ক্ষমতার সকল সংস্থা থাকবে জনগণের নিকট দায়ী। প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং শ্রেণী সমূহের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং অপসারন সাপেক্ষে জনগণের প্রতিনিধিরা হবে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

২। দেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ এবং নিম্নতর বা স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ বয়সের সকল নাগরিকের সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের নির্বাচন কার্যকর করা হবে। ভোট দাতাদের গোপন ভোট ও যে কোন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় একুশ বৎসর বয়স্ক প্রতিটি নাগরিকের নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় গণপরিষদ হবে বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পরিষদ। ইউনিয়ন গণপরিষদ হবে সর্বনিম্ন সংস্থা। এই গণপরিষদগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করবে।

৩। নারী, পুরুষ, জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ করা হবে। সর্বপ্রকার বর্ণ, সম্প্রদায় ও জাতিভেদ দূর করা হবে।

৪। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের দৈহিক নিরাপত্তা অলঙ্ঘনীয় বিবেচিত হবে।

(খ) রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জীবনধারণের জন্য নূন্যতম পক্ষে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থার নিশ্চিয়তা দেবে।

(গ) বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মঘট ও সংঘ সমিতি গঠনের স্বাধীনতা যাতায়াত ও জীবিকার স্বাধীনতা, সভা সমিতি অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা পরিচালনার অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

(ঘ) আইনের দৃষ্টিতে প্রতিটি নাগরিককে সমানভাবে দেখা হবে।

(ঙ) রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র নিশ্চিত করা হবে।

(চ) বিবেক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রার্থনা আরাধনার স্বাধীনতা সহ সকল ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে।

(ছ) সকল নাগরিকের সমান অধিকার, ধর্ম বর্ণ, নর নারী, জাতি নির্বিশেষে সমপরিমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকবে।

(জ) প্রতিটি সক্ষমদেহী নর নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫। (ক) এক বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের উপর অন্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক নিপীড়নের অবসান এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ করা হবে।

(খ) তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতীয় জনগণসহ অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়গুলির জন্য চাকুরী ও অন্যান্য বিষয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সামাজিক বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক রীতিনীতিগুলি দূর করে মহিলাদের ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের আইনগুলি সংস্কার এবং শিল্প সংক্রান্ত সুযোগের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) নারী শিক্ষার পথে অন্তরায়মূলক সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বাধা দূর করে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে।

(ঙ) মহিলা শ্রমিক ও কর্মচারীদের দুই মাসের সবেতন মাতৃত্ব ছুটি দেওয়া হবে। প্রসূতিদের বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া সরকারী খরচে মাতৃ ও শিশুমংগল প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হবে।

৬। বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন সংখ্যালঘু উপজাতির পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র উৎসাহ ও সাহায্য দান করবে এবং রাষ্ট্রের চোখে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দান করবে।

৭। উপজাতি সমূহের নিজ নিজ কথ্য ও লিখিত ভাষা ব্যবহারের অধিকার থাকবে। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলা বিকাশের এবং তাদের আচার ব্যবহার সংরক্ষন ও পরিবর্তনের অধিকার দেওয়া হবে। উপজাতীয় এলাকাসমূহের প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের আকাঙ্খার সাথে সংগতিপূর্ণ করে তুলতে হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। বহিরাগতরা যাতে উপজাতীয়দের জমি অন্যায় ভাবে হস্তগত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

৮। (ক) সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ সাধন করে "কৃষকদের হাতে জমি" এই নীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করা হবে।

(খ) বিনা ক্ষতিপূরণে জোতদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হবে এবং বিনা মূল্যে ক্ষেতমজুর ও গরীব ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করা হবে।

(গ) স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে জমির উৎপাদন উৎকর্ষতা সাপেক্ষে জমির মালিকদের প্রতি মাথাপিছু ৫ বিঘা বা পরিবার পিছু (পাঁচ জনের) ৫০ বিঘা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ধনী কৃষকের নিকট থেকে এলাকাবিশেষে বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উচ্চতম সীমার অতিরিক্ত জমি ক্রয় করবে।

(ঙ) কৃষি ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে সমবায় ভিত্তিতে যৌথ খামার গড়ে তোলা। সেজন্য রাষ্ট্র সমবায় খামারগুলিকে বীজ, সার, জলসেচ এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি সুলমূল্যে সরবরাহ করে ও ভাড়া দিয়ে কৃষকের যৌথ খামার গড়ে তুলতে উৎসাহ দান করবে।

(চ) কৃষকদের স্বেচ্ছামূলকভাবে সমবায় প্রথার প্রতি উৎসাহিত করবার জন্য খাস ও উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের ব্যাপারে যৌথ সমবায়ে অংশগ্রহনকারী কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যৌথ খামারগুলি অবশ্যই কৃষকদের নির্বাচিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে।

(ছ) খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ক্ষেত মজুরদের বাঁচার উপযোগী নিম্নতম মজুরী নির্ধারন করা হবে।

(জ) খাজনা প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা হবে। খাজনার পরিবর্তে উৎপাদনের উপর ক্রমবর্ধ (প্রগ্রেসিভ) কৃষি আয়কর প্রবর্তন করা হবে। ফসল না হলে বা উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলে আয় কর দিতে হবে না। ফসল উৎপাদনের পর কৃষকের খাওয়া পরার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তারই উপর আয়কর ধার্য করা হবে। কৃষকের আয়কর ফসলেও নেওয়া যেতে পারবে। এই আয়কর ধার্য করবে মূলতঃ কৃষক প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত ইউনিয়ন গণপরিষদ।

(ঝ) মহাজন ও কৃষক, কৃষি শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি ছোট কারিগরদের যে ঋণ আছে তা বাতিল করা হবে।

(ঞ) কৃষক ও কারিগরদের জন্য সুলভ সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ও সুলভ মেয়াদী এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য ন্যায্য দামের নিশ্চয়তা দান করা হবে। উন্নত ধরণের বীজ, আনুষংগিক সরঞ্জাম ও উন্নত কৌশল ব্যবহারের মারফত কৃষি কাজের উন্নতি বিধান করে কৃষককে সাহায্য করা হবে।

(ট) গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প উন্নয়নের কর্মসূচীর মাধ্যমে বেকার ক্ষেতমজুরদের কাজের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঠ) কৃষির উপর থেকে কৃষি শ্রমিকদের অধিক চাপ কমানোর জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটান হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) বন, পাহাড়, বিল, হাওর, নদী, সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। যারা নিজের শ্রমে কাজ করবেন রাষ্ট্র তাদের সামান্য করের বিনিময়ে বন, পাহাড়, বাঁশ, ছন, গাছ, কাঠ কাটবার এবং বিলে ও জলাশয়ে মাছ ধরবার অনুমতি প্রদান করবে।

(চ) জলমহাল সমবায় ভিত্তিতে প্রকৃত মৎসজীবিদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

(ণ) হাট বাজারে জনসাধারণের খুচরা বেচাকেনার উপর তোলা বা কর বিলুপ্ত করা হবে। রাষ্ট্র নিজেই এর সংরক্ষণ করবে। এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এর পরিচালনা করা হবে। তবে হাট-বাজার যথাযথ সংরক্ষণ ও তার উন্নয়নের জন্য পাইকারী ব্যবসার উপর কর ধার্য করা হবে।

(ত) নদী সিকস্তি জমির জন্য কোন আয়কর দিতে হবে না এবং এর উপর কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে। নদী ভাংগায় জমিজমা ও ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদপ্রাপ্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

(থ) বন্যা নিয়ন্ত্রনের প্রশ্নটিকে রাষ্ট্র প্রধান বিষয় বলে গণ্য করবে। বন্যা নিয়ন্ত্রন জলোচ্ছাস নিরোধ, লবনাক্ততা দূরীকরণ ও জলসেচের সুবিধা সৃষ্টির জন্য আমাদের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ঐ সমস্যাগুলির একটি স্থায়ী সমাধান করা হবে।

(দ) কৃষকরা যাতে তাদের অর্থকরী ফসল যেমন পাট, আখ, তামাক প্রভৃতির ন্যায্য মূল্য পায়, রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা বিধান করবে। রাষ্ট্র সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে পাট ক্রয় করে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে তা বিক্রি করবে। পাটের দাম নির্ধারিত হবে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের সাথে সংগতি রেখে।

৯। (ক) চা বাগিচা, তৈল শোধনাগার, কারখানা, জাহাজী পরিবহন ব্যবসা, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীতে যে বিদেশী মূলধন খাটছে তা বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্র কর্তৃক সুহস্তে গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক সমস্ত ব্যাংক, ঋণদান প্রতিষ্ঠান, চামড়া শিল্প জাতীয়করণসহ সকল বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ।

(খ) শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পই হবে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান নির্ধারক শক্তি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রে সুদক্ষ পেশাদার পরিচালক এবং যৌথ অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) জনগণের জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এমন ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রশিল্প (যার সর্বোচ্চ মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক নয়) স্থাপনে রাষ্ট্র বাধা প্রদান করবে না।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় মূল ভারী শিল্প গড়া হবে। বিদ্যুৎশক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কলকব্জা নির্মাণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(ঙ) (১) ক্ষুদ্র শিল্প যথা : তাঁত ও লবণ শিল্প সংরক্ষনের জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। (২) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক তাঁত ও বয়ন শিল্প যাতে রক্ষা পেতে পারে এবং উন্নত শিল্পে পরিনত হতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র তাঁতীদের নিয়ন্ত্রিত সুলভ মূল্যে সুতা এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে।

(চ) বনজ শিল্প সংরক্ষণ, সম্প্রসারন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

(ছ) দেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্ব দেবে। দেশের ভূগর্ভে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস প্রভৃতি খনিজ সম্পদ আবিস্কৃত হবার যে সম্ভাবনা রয়েছে রাষ্ট্র ব্যাপক অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও খনন কার্যের মাধ্যমে তা আহরণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেবে।

(জ) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়ন করা হবে। সমস্ত শহর ও গ্রামাঞ্চলকে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে।

(ঝ) নদী নালা, খাল বিল, হাওর, সমুদ্র উপকূলে বাংলাদেশের মৎস্য শিল্প গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র বিশেষ যত্ন নেবে। মাছ ধরার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মাছ ধরার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে উৎপাদন ও প্রকৃত মৎসজীবিদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। গভীর সমুদ্রে রাষ্ট্র নিজেই সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা মাছ ধরার ব্যবস্থা করবে।

(ঞ) মৎস্য রপ্তানী ব্যবসা উন্নয়ন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

(ট) কৃষি উৎপাদনের সহায়ক সার, কীটনাশক ঔষধ ও কৃষি যন্ত্রপাতি দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে।

(ঠ) অনুন্নত এলাকাসমূহে শিল্প উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেবে।

(ড) ঋণ দান পদ্ধতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা হবে, যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পের মালিকরা সুযোগ সুবিধা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০। (ক) জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যের সাথে সংগতি রেখে শ্রমিকদের মজুরী বেঁধে দিয়ে অল্পসময়ে কাজের ঘন্টা কমিয়ে এনে, সকল প্রকার কর্মক্ষমতাহীন বেকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও মালিকদের খরচে সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের সংস্থান করে শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ও জীবনের আমূল উন্নতি সাধন করা হবে।

(খ) শিল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাজে শ্রমিক ও কৃত কৌশলীদের সৃজনশীল অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করে রাষ্ট্রায়ত্ত এলাকার ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিকীকরণ করা হবে।

(গ) শ্রমিকদের মধ্যে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যাতে গড়ে উঠে তার জন্য উৎসাহ দান করা হবে।

১১। (ক) সকল বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।

(খ) পারস্পরিক স্বার্থ ও সমতার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষা করে সকল দেশের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) কৃষিজাত পণ্যের মূল্য কৃষকের শ্রম ও উৎপাদনের খরচের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা হবে। মূল খাদ্যশস্যের ব্যাপারে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

(ঘ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

(ঙ) সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করবে।

১২। (ক) সাম্রাজ্যবাদীর অধীন মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল করে স্বাধীন মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

(খ) অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে জনগণের উপর চাপানো বোঝা বাতিল করা হবে।

(গ) সরকারের কর নির্ধারণের নীতি হবে, 'যার আয় যত বেশী তার কর তত বেশী'।

১৩। (ক) বাংলাদেশের মূল যোগাযোগ ব্যবস্থা জলপথ সমূহকে নৌ চলাচল ব্যবস্থার উপযোগী করার জন্য নদী ও খালসমূহের সংস্কার সাধন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) নৌযান সমূহ বিশেষ করে দেশী নৌকাকে আধুনিকীকরণ করা হবে।

(গ) রেল ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করা হবে।

(ঘ) গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে।

(ঙ) প্রধান যানবাহন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে এবং "লাভেও নয় লোকসানেও নয়" এই নীতির ভিত্তিতে উক্ত শিল্প পরিচালনা করা হবে।

(চ) যানবাহনের ভাড়ার হার জনগণের আর্থিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।

১৪। (ক) রাষ্ট্র সর্বস্তরের শিক্ষার ভার গ্রহণ করবে এবং তার ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র সুনিশ্চিত করবে।

(খ) শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও আদর্শ প্রবর্তন করবে।

(গ) মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

(ঘ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শ্রমভিত্তিক বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

(ঙ) কারিগরী শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(চ) জনগণের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহনের পূর্ণ সুযোগ থাকবে।

(ছ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিধি ব্যবস্থানুসারে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

(জ) বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

(ঝ) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি যথা কিন্ডারগার্টেন, পাবলিক স্কুল ইত্যাদি বাতিল করে একই ধরণের গনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে।

১৫। (ক) বাংলাদেশী জাতির জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহন করা হবে। জাতীয় সংস্কৃতি যাতে গণমুখী হয় তার ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

করা হবে। এই জাতীয় সংস্কৃতি বাংলার গোটা জনগণ বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষের সংঘাতময় জীবন ও নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রামের একটি সার্বিক প্রতিফলন হবে।

(খ) সামন্তবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক চরিত্রের নতুন গণসংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তারের জন্য আমাদের জনগণের সৃজনশীল প্রতিভাকে মুক্ত করবার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের কাজ রাষ্ট্র ও সরকার হাতে নেবে।

(গ) জনগণের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির উন্মেষ সাধনে উৎসাহ দান ও বিকাশের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহন করবে যা (১) জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে, (২) বর্ণগত ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও অন্ধ কুসংস্কার হতে মুক্ত হতে জনগণকে সাহায্য করবে, (৩) সমগ্র দেশের জনসাধারণের সাধারণ আশা আকাঙ্খার সাথে সম্মিলিতভাবে অনুন্নত জনসমাজ সমেত প্রত্যেকটি জনসমষ্টিকে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে।

১৬। (ক) আমাদের মূল লক্ষ্য হবে পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন, আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পরস্পরকে আক্রমণ না করা, সমান অধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। এই পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার চেষ্টা করা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতির সর্বাত্মকভাবে বিরোধিতা করা।

(খ) সর্বতোপায়ে আফ্রো-এশীয় সংহতিকে জোরদার করে তুলবে। শান্তি ও স্বাধীনতার স্বার্থে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও সমস্ত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রসমূহের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিকাশ সাধন করবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশের জনগণের সমস্ত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

(গ) জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং জাতীয় সংগ্রামের সংগে সামঞ্জস্যহীন কোন প্রকাশ্য বা গোপন চুক্তিতে বাংলাদেশ আবদ্ধ হবে না। ঐরূপ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলে সেগুলি নাকচ করা হবে।

(ঘ) পারমাণবিক অস্ত্র যুদ্ধ থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত শান্তিপ্রিয় শক্তিসমূহের সংগে একযোগে চেষ্টা করবে। সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের ও অন্যান্য ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা কার্য, উৎপাদন ও

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারের আশু নিষিদ্ধকরণের দাবি তুলবে এবং যাবতীয় আণবিক ও পারমাণবিক মওজুদের বিনাশ সাধনের জন্য কাজ করবে, পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত মন্ডল গঠনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করবে।

(ঙ) যুদ্ধ নিবারণ, শান্তি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য চেষ্টা করবে, সামগ্রিক ও নিয়ন্ত্রিত নিরস্ত্রীকরণের চুক্তি সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করবে, যাবতীয় সামরিক চুক্তি ও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটির অবসান এবং সেই সংগে বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ দাবি করবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে এবং তাদের চক্রশত্রু ও কায়সাজির বিরুদ্ধে চরম সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং জনগণকে সে সতর্কতার মনোভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে (নির্বাচনের মাধ্যমে) ক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাসের ধারায় ইহাই প্রমানিত হয়েছে যে বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। শাসকশ্রেণী কখনই সেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ত্যাগ করে না। তারা হিংস্র দমননীতির আশ্রয় নিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার লংঘন করে, ফলে জনগণই বাধ্য হয় শাসকশ্রেণীর অনিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমের মোকাবেলা করবে। যেহেতু বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর, তাই এই পার্টি দেশে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে শাসকশ্রেণীর নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক উভয় পদ্ধতির মোকাবেলা করবে।

এরপর ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি একটি প্রচারপত্র বিলি করে। এতে স্বাধীনতার আগে ও পরে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের পার্থক্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। নিম্নে প্রচার পত্রটি তুলে ধরা হলো:[৬]

এই প্রচারপত্র নির্বাচনে তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। তবে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় দ্রব্য	পরিমাণ	গদিতে বসার সময়	এক বৎসর পর
ধান	মন	২৫ টাকা	৫০ টাকা
চাউল	মন	৪০ টাকা	৯০ টাকা
মশুর ডাল	সের	১ টাকা	৩ টাকা
খেসারী ডাল	সের	৫০ পয়সা	২·৫০ টাকা
সরিষার তৈল	সের	৫ টাকা	১৫ টাকা
নারিকেল তৈল	সের	৭ টাকা	১৭ টাকা
কেরোসিন	সের	৫০ পয়সা	২ টাকা
শাড়ী কাপড়	১ টি	৬ টাকা	৩৫ টাকা
লুংগি	১ টি	৩ টাকা	১৫ টাকা
জামার কাপড়	গজ	২ টাকা	১০ টাকা
গেঞ্জী	১ টি	১·৫০ টাকা	৫ টাকা
গামছা	১ টি	১ টাকা	৫ টাকা
কাফনের কাপড়	১ জনের	১৫ টাকা	৬০ টাকা
লাংগল	১ টি	৭ টাকা	৩০ টাকা
কাস্তে	প্রতিটি	১ টাকা	৫ টাকা
স্বর্ণ	ভরি	১৩৬ টাকা	৫০০ টাকা
জ্বালানী কাঠ	মন	৪ টাকা	১৪ টাকা
সার (ইউরিয়া)	মন	১০ টাকা	৩০ টাকা

উপরোল্লেখিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে তৃতীয় বার দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসেন। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে তিনি ৩ দফা দাবী উত্থাপন করেন। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

১। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করতে হবে।

২। দমননীতি বন্ধ করতে হবে।

৩। শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে অরাজকতার অবসান এবং জান মালের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।[৭]

এই ৩ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনকে ব্যাপকতা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ১৫ ই মে থেকে মওলানা ভাসানী আমরন অনশন করেছিলেন। বর্ষীয়ান এই নেতার অনশন এবং স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি আন্দোলনকে অত্যন্ত দ্রুত প্রচন্ডতা দিয়েছিল। ৩ দফা বাস্তবায়নের জন্য সারা দেশে হরতাল পালিত হয় ২২ শে মে। যদিও পল্টন ময়দানে আয়োজিত ভাসানী ন্যাপের ঐ দিনের জনসভা সরকারী সন্ত্রাসের মুখে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। ও দিকে মওলানা ভাসানীকে অনশনরত অবস্থায় শেখ মুজিবর রহমান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অফিসে দেখতে যান, তবে দাবী দাওয়া ভিত্তিক অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন এবং সরকারী পর্যায়ে অনশন ভংগের কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হয় নি। তথাপি সন্ত্রাস ও লুটপাটের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি ছিল ৩ দফা কর্মসূচীর এক অসাধারণ সাফল্য। এ উপলক্ষ্যে মওলানা ভাসানীর জীবন রক্ষা ও ৩ দফা আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সাতটি বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই সাতটি দল কয়েকটি শর্তের মাধ্যমে মওলানা ভাসানীকে অনশন ভংগ করতে রাজী করান। শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১। ২২ শে মে অপরাহ্নে ন্যাপ কর্তৃক আহূত জনসভাকে সর্বদলীয় জনসভায় পরিনত করতে হবে এবং সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় ভাষন দিবেন।

২। ২৯ শে মে (১৯৭৩) হতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে হবে।

৩। ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ন হতে হবে।

এই শর্তগুলির মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি এক যোগে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার অংগীকার করেছিলেন। এ উপলক্ষ্যে একটি যুক্ত বিবৃতি দেয়া হয়। যুক্ত বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ আজ দুপুর ২-১৫ মিঃ এর সময় অনশনরত মৃত্যু পথযাত্রী মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংগে দেখা করেছি। মওলানা সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সর্বশেষ স্বাস্থ্য বুলেটিনে এই কথা বলা হয়েছে যে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক এবং যে কোন মুহূর্তে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। মেডিকেল বোর্ড আরও বলেছে যে, আজ সকাল ৯ টায় তিনি কোলাপস করে গিয়েছিলেন, তার শরীরের তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল। তাঁর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়েছিল। এমতাবস্থায় আমরা মওলানা ভাসানীর মতো জাতীয় অমূল্য সম্পদ একজন সংগ্রামী নেতার জীবনাশংকায় বিচলিত হয়ে পড়ি। আমরা মওলানা সাহেবকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে অনশন ধর্মঘট ভংগ করার জন্য অনুরোধ জানাই এবং এই প্রতিশ্রুতি তাঁকে প্রদান করি, যে দাবীর ভিত্তিতে এবং যে লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে তিনি অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন সে দাবী ও লক্ষ্যকে আদায় করার জন্য আপোসহীন সংগ্রাম করে যাবো। বর্তমানে গণবিরোধী ফ্যাসীবাদী শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য মেহনতী জনতাকে সংগে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবো। এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে মওলানা সাহেবের দাবী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকে এক আপোসহীন লড়াই এর মাধ্যমে উৎখাত করার অংগীকার ঘোষণা করছি। আমরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেবকে উক্ত আন্দোলনের স্বার্থেই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জাতি তাঁর সেবা ও নেতৃত্ব চায়।"

স্বাক্ষরকারীগণ :

১। মেজর এম. এ. জলিল
২। অলি আহাদ
৩। আমেনা বেগম
৪। দেবেন শিকদার
৫। আবুল বাসার
৬। মিসির আহমেদ ভুঞা
৭। মোখলেসুর রহমান
৮। অমল সেন
৯। হায়দর আকবর খান রানা
১০। আবদুস সোবহান
১১। আ. স. ম. আবদুর রব
১২। আতাউর রহমান খান
১৩। সৈয়দ রিয়াজুল হোসেন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

এই যুক্ত বিবৃতি এবং সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ২২শে মে সন্ধ্যায় মওলানা ভাসানী অনশন ভংগ করেন। কিন্তু পরপরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বিস্ময়কর পিছুটান বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল এবং তার ফলে ৩ দফার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ কোন জাতীয় আন্দোলন নির্মান করা সম্ভব হয়নি।

দফার রাজনীতিতে এর পরের উল্লেখযোগ্য দফাটিও ঘোষিত হয়েছিল মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে। তাঁকে সভাপতি করে ১৯৭৪ সালে এপ্রিল মাসে একটি সর্বদলীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠন করা হয় এবং ঐ ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে ১৪ই এপ্রিল ৪ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। দফা চারটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। (ক) সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক কারণে হুলিয়া, গ্রেফতার, পরোয়ানা ও মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

(খ) বিশেষ ক্ষমতা আইন, রক্ষী বাহিনী আইন রাষ্ট্রপতির ৮ ও ৯ নং আদেশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দমন আইন বাতিল।

২। (ক) রক্ষী বাহিনী বাতিল করে উপযুক্ত ভাবে তাদের পুনর্বাসন করুণ।

(খ) দেশের বর্তমান আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন ও সকল নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান।

৩। গ্রাম ও শহরের সর্বত্র খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন।

(খ) সকল প্রকার দুর্নীতি, চোরাচালান, মুনাফাখোরী, লাইসেন্স পারমিটবাজি দমন, অসদুপায়ে অর্জিত বা বেআইনীভাবে দখলকৃত ধন সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান। এবং

৪। বাংলাদেশ শিল্প ব্যবসা সহ সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিদেশী আগ্রাসন ও আধিপত্য থেকে মুক্তকরণ এবং জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী সকল বৈদেশিক চুক্তি বিশেষ করে ভারতের সাথে সকল গোপন ও অসম চুক্তি বাতিলকরণ।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

এই চার দফা ভিত্তিক আন্দোলন সরকারী দমন নীতির কারণে দানা বাধতে পারেনি। আন্দোলনের বিকাশ পর্বেই মওলানা ভাসানীকে অন্তরীন করা হয় এবং অন্য নেতারাও গ্রেফতার হয়ে যান। এর ফলে স্বল্পকালের ভেতরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। লাখ লাখ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে অসহায় ভাবে মৃত্যু বরণ করে। অনাহারে মানুষের মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণালাভের জন্য একটি তথ্যের উল্লেখ করা যে পারে। "আন্জুমানে মফিদুল ইসলাম" নামক একটি সংস্থা শুধু রাজধানী শহরেই ২,৮৬০ টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছিল। অবস্থা এত বেশী খারাপ হয়ে উঠেছিল যে, আওয়ামী লীগ সরকারকেও বাধ্য হয়ে মৃত্যুর হিসেব প্রকাশ করতে হয়েছে ১৯৭৪ এর নভেম্বর মাসে। খাদ্য মন্ত্রী আবদুল মোমিন জানিয়েছিলেন "অনাহার ও ব্যাধির ফলে ২৭ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।"[১০]

যদিও আওয়ামী লীগ সরকার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন যেমন : যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থা, মার্কিন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কিন্তু যুক্তিগুলো তেমন জোড়ালো নয়। কেন না, "জাতি সংঘ এবং বাংলাদেশ সরকারের হিসেব অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ছিল ১২০০ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৭২ সালের আগষ্টেই আওয়ামী লীগ সরকার ৯০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য হিসেবে পেয়েছিলেন। বাকী ৩০০ মিলিয়ন ডলারও এসে গিয়েছিল বছর শেষ না হতেই। এর বাইরেও প্রতি বছরই বিপুল অর্থ ও পণ্যের সাহায্য পাওয়া গেছে এবং এদিক থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমান সাহায্য এসেছিল দুর্ভিক্ষের বছর তথা ১৯৭৪-৭৫ সালে। এ সময় প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমান ছিল ৯১৯·২ মিলিয়ন ডলার।[১১] অন্য দিকে মার্কিন ষড়যন্ত্রের কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। "১৯৭৩-৭৪ এবং ৭৪-৭৫ অর্থ বছরে শুধু খাদ্য দ্রব্যের জন্য যে ১০৯ এবং ১৭১ মিলিয়ন ডলার ঋণ (অনুদান) পেয়েছিল তার সিংহ ভাগই দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর পরিমান যথাক্রমে ছিল ৪৯ এবং ১৫০ মিলিয়ন ডলার।"[১২] এছাড়াও ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকার প্রকৃতির উপর দোষ চাপিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির দায় থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ওয়ারেন হেস্টিংসও প্রকৃতির উপর দোষ চাপিয়েছিলেন। এডমন্ড বার্ক তাঁর এ ধরনের অছিলার মূলোচ্ছেদ করে বলেন, "এই সময় সমগ্র বাংলা এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। কথা প্রসংগে বলতেই হয় যে এই সমস্ত দেশ

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ প্রবন। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে এরা এতো সমৃদ্ধ যে দেশের সরকার যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, তবে অতি অল্প সময়ে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যে প্রকৃতি দুঃখের আঘাত হানে, সেই প্রকৃতি কতও আরোগ্য করে।"[১৩]

এ সম্পর্কে জুরিখের Tages Auzeiger পত্রিকার ১৯৭৪ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখের প্রতিবেদন অত্যন্ত স্পষ্ট ও বেদনাদায়ক। সেখানে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে স্বাবলম্বনের জন্য সাহায্য অর্থহীন। কারণ সাহায্য বাবদ যতো অর্থই দেয়া হয়েছে, তা সবই আওয়ামী লীগের নেতাদের পকেটে গিয়ে উঠেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যে সরকার রাজহাঁস পালনের দায়িত্ব দিয়েছে শেয়ালের উপর তার পক্ষে সবই সম্ভব।"[১৪]

এমনি ভাবে বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, যথেচ্ছ লুন্ঠন, নীতিগত প্রতারণার কারণে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশকে সকল দিক থেকে ধ্বংস ও সর্বনাশ কবলিত হতে হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ হয়েছিল 'তলাহীন ঝুড়ি' (bottomless basket) কিসিঞ্জারের ভাষায় "আন্তর্জাতিক দায়" কোটি কোটি টাকার আন্তর্জাতিক ঋণ ও সাহায্য ছাড়াও শুধু দান হিসেবেই যে দেশ গত আড়াই বছরে নগদে, খাদ্যশস্যে ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী হিসেবে প্রায় ৯০০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকারও বেশী পেয়েছে, সে দেশে দুর্ভিক্ষ হবার কথা নয়। আসলে সহানুভূতিশীল বিশ্ববাসীর অজস্র দান খয়রাত এক পথে আসছে, আর দুর্যোধন ও দুঃশাসকদের দ্বারা লুন্ঠিত হয়ে অন্য পথে অবিরাম বেরিয়ে যাচ্ছে। এক নল দিয়ে মুমূর্ষু বাংলাদেশের ধমনীতে চলেছে অকাতরে রক্ত দান, অন্য নল দিয়ে পৈচাশিক রক্ত করণ ও অপহরণ। ফলে অক্সিজেন প্রচার সফল হচ্ছে বটে, কিন্তু রোগী টিকছে না।"[১৫]

১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর শেখ মুজিব সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং ৩রা জানুয়ারী জরুরী ক্ষমতা বিধি জারী করে স্বহস্তে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ করা হয়। এতে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং শেখ মুজিব প্রধান মন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হন। সংসদ ভবনে বিদায়ী প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রী রূপে শেখ মুজিব যে ভাষন দেন, তাতে তিনি ৭৫-এর এই পরিবর্তনকে তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে ঘোষণা করেন। এরপর ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিরাট জনসমাবেশে শেখ মুজিব তাঁর এই দ্বিতীয় বিপ্লবের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বলেন, "কেন সিস্টেম পরিবর্তন করিলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করিয়াছি শৃংখলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরিয়া ভাত খাইতে না পারে, কাপড় পরিতে না পারে, বেকার সমস্যা দুর না হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে না।"[১৬]

শেখ মুজিব চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমেই দেশের সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলটির নামকরন হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে 'বাকশাল'। মুজিবের শাসন আমলে ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম দফা ভিত্তিক কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য হিসেবে চার দফার কথা বলা হয়। যা বাকশালের ৪ দফা নামে পরিচিত। দফা চারটি হলো:

১। জাতীয় ঐক্য,
২। দুর্নীতি দমন,
৩। উৎপাদন বৃদ্ধি,
৪। জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ।[১৭]

কিন্তু তাঁর এই দ্বিতীয় বিপ্লবের দফা ভিত্তিক কর্মসূচীকে তিনি বাস্তবে রূপদান করার সময় পান নি। তাঁর এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ সমূহ অনেকে সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি। বিভিন্ন মহলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া বিশেষ মহলে ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

অবশেষে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হয়। ফলে এই সরকারের সকল বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বাতিল হয়ে যায়। দেশে জারী করা হয় সামরিক শাসন। ক্ষমতায় আসেন মোশতাক সরকার। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালেই ৩রা নভেম্বর আর এক সামরিক অভ্যুত্থানে খালেদ মোশারফ ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা রাখতে পারলেন না। ৭ই নভেম্বর আর এক অভ্যুত্থানে খালেদ মোশারফ নিহত হলেন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর পদ ফেরে পান। এই সময় বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহন করেন। কিছুদিন পর বিচারপতি সায়েম পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল জিয়া হন রাষ্ট্রপতি।

উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশের জনক রূপে শেখ মুজিব গৌরবান্বিত ছিলেন। কিন্তু জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে দায়িত্বভার গ্রহনের পর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি হোঁচট খেতে থাকেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে গোটা দেশ জুরে যে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির সুচনা হয়েছিল তার কারণে শেখ মুজিব দালাল ও সশস্ত্র গেরিলাদের দায়ী করেছিলেন। কিন্তু এই অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তাঁর নিজের দল এবং নিজের মানুষের লালসা। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি কিছু মৌলিক সংস্কারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ফল দেখার সময় পান নি। তাছাড়া এই মৌলিক সংস্কারের ফলে যে শ্রেণীটির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় শেখ মুজিবের নিজস্ব দলের একটি প্রভাবশালী অংশ ছিল সেই শ্রেণীভুক্ত, ফলতঃ তারা মনে মনে এই সংস্কারের বিরোধিতাই করেছে। অন্যদিকে এই শ্রেণীগুলোকে প্রতিরোধ করতে এবং ব্যাপকভাবে জনগণকে সামিল করতে প্রতিটি পর্যায়ে যে আদর্শিক শিক্ষা ও দৃঢ় নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল তার অভাব শেখ মুজিবকে সফল হয়ে দেয় নি।

সর্বশেষে বলা যায়, শেখ মুজিবের শাসনামলে দফা ভিত্তিক কোন কর্মসূচী নিয়ে তিনি দেশ শাসন করেন নি বা করার সুযোগ পান নি। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে কয়েক বার দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে আন্দোলন হয়েছে তার সবটাই মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে।

শেখ মুজিব ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন করে ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে এসেছিলেন এবং এ যুদ্ধে তিনিই ছিলেন প্রেরণার উৎস। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব বহন করে সেটা হল অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন। কিন্তু সেদিক থেকে তিনি শাসক হিসেবে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। এটা যতটা না তাঁর নিজের জন্যে তার চেয়ে বেশী তাঁর দলীয় লোকদের লালসা, অযোগ্যতা ও শ্রেণী চরিত্র এবং ৯ মাসের যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং পরিদপ্তর প্রকাশিত তথ্য, ১৯৭৭।

২। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত সিলেকটেড ইকনোমিক ইন্ডিকেটরস : মুনির উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত বাংলাদেশ ৭২ থেকে ৭৫ ১৯৮৮, পৃঃ ১৭২।

৩। বদরুদ্দিন উমর, "যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ", ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৫, পৃঃ ৮৪।

৪। সৈয়দ আবুল মকসুদ, ভাসানী (প্রথম খন্ড), ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৪৬৮-৬৯।

৫। ঐ , পৃষ্ঠা ৪১৪-২২।

৬। ঐ , পৃষ্ঠা ৪৬৩-৬৪।

৭। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই মে, ১৯৭৩।

৮। অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫ থেকে ৭৫), ঢাকা : সাইদ হাসান, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩।

৯। ঐ , পৃষ্ঠা ৫৫৫-৫৭।

১০। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭৪।

১১। হায়দার আকবর খান রানা, এ মোহ পরিত্যাগ করুন : সিপিবির বন্ধুদের প্রতি, ঢাকা : পৃঃ ১০-১২।

১২। ঐ , পৃষ্ঠা ১২।

১৩। Edmund Burke's Speeches and Correspondence on the Impeachment of Warren Hastings, Vol.II, p.130.

১৪। Quoted from the Holiday, 16th October, 1974.

১৫। হুদরুদ্দীন, বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ঢাকা : কাকলি, ১৯৮০, পৃঃ ১৭৫-১৭৭।

১৬। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে মার্চ, ১৯৭৫।

১৭। আলী রিয়াজ, শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসংগ, ঢাকা : আনন্দধারা, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৪-৬৫।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382775

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তরকালীন দফার রাজনীতি : জিয়ার আমল

১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব ১৯৭১ সালে। তখন তিনি মেজর হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চট্টগ্রাম ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টাল সেক্টারে চাকুরীরত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যখন বাংগালী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন চট্টগ্রামে ই.পি.আর-এর লোকেরা প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে একজন সামরিক অফিসারকে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য খোঁজা হচ্ছিল। মেজর জিয়া কাছেই ছিলেন। তিনি ২৭শে মার্চ বেতারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করলেন। সেই সাথে দিলেন প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাক। "স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৫ সালে জিয়া যখন ক্ষমতায় এলেন তখন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলা (যা শেখ মুজিব করেছিলেন) ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা (যা মেজর জিয়া দিয়েছিলেন) অনেক ক্ষেত্রে সম মূল্যেরতো বটেই, কোথাও ঘোষণাই অধিক মূল্যবান হয়ে পড়লো গঠনের তুলনায়।"[১]

জিয়ার শাসন ব্যবস্থা শুরু হয় দফা ভিত্তিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট সায়েম পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর সকল ক্ষমতা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। ফলে জিয়া একই সাথে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। রাষ্ট্রপতি হবার পর জিয়া ৩০শে মে গণভোটের কথা ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসেই তাঁর প্রথম দফা ভিত্তিক কর্মসূচী ১৯ দফার কথা ঘোষণা করেন। এই ১৯ দফা তিনি গণভোটের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার বলেও ঘোষণা দেন। ১৯ দফা কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ :[২]

১। সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২। শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।

সংবিধানের মূল নীতির পরিবর্তন অনেকের মতে অসাংবিধানিক এবং তাই অবৈধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

৪। প্রশাসনের সর্ব স্তরে, উন্নয়ন কার্যক্রমে ও আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।

৫। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ ভুখা না থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৭। দেশে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য অন্ততঃ মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮। কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে, তার যথা সম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্ত করা।

১০। সকল নাগরিকের জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১। সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান করা।

১৩। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪। সরকারী চাকুরীজীবিগণের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১৫। জনসংখ্যা বিস্ফোরন রোধ করা।

১৬। সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলির সংগে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।

১৭। প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

১৮। দুর্নীতি মুক্ত, ন্যায়নীতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

১৯। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

Dhaka University Institutional Repository

এই ১৯ দফার ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ে ৩০ শে মে গণভোট হয়। এই গণভোটে প্রেসিডেন্ট জিয়া ৯৮·৮৮% ভোট পেয়ে নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি রচনা করেন। গণভোটে তাঁর এই বিরাট বিজয় আংশিকভাবে ১৯ দফার বদৌলতে আর আংশিক ভাবে রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে।

১৯ দফা ঘোষণার ঠিক এক বছর পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘোষণা করা হয় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের ১৩ দফা কর্মসূচী। ১৯৭৮ সালের ১লা মে গঠন করা হয় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টে ৬ টি রাজনৈতিক দল যোগদান করে। দলগুলো হলো :

১। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল,

২। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মশিউর),

৩। ইউনাইটেড পিপলস পার্টি,

৪। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (শাহ আজিজ),

৫। লেবার পার্টি, ও

৬। বাংলাদেশ তফসিল জাতি ফেডারেশন।

জেনারেল জিয়াকে এই ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি হন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী। ১৯৭৮ সালের ২৫শে মে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচী প্রকাশ করা হয়। এতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফা সম্পর্কে একটি বাক্যের সামান্য উল্লেখ ব্যতিত আর কোন দফার উল্লেখ ছিল না। এখানে নতুন করে ১৩ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এই ১৩ দফা ছিল নিম্নরূপ :[৩]

১। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ

লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সকল দুশমনকে প্রতিহত করা জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের অন্যতম মূল লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট মনে করে যে, যারা একদিন আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বহিঃশক্তির সন্তুসারণবাদী লিপ্সার যুপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিল, যারা আমাদের দেশের মহান জনগণের পবিত্র রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এক দলীয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, যাহাদের হত্যা, লুণ্ঠন ও দুর্নীতি দেশকে দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি এনে ফেলেছিল, যারা শান্তিপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

পন্থায় সামরিক শাসন থেকে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরনের প্রক্রিয়ার পথে অযৌক্তিক ও অবান্তর শর্ত আরোপ করে বিভ্রান্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, সেই সমস্ত চিহ্নিত শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু সতর্ক থাকলেই চলবে না, এদের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্জয় শক্তি ও সংগঠন।

২। গণতান্ত্রিক অধিকার

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ ও অংশগ্রহনের মূল শর্ত হচ্ছে তার গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ ও তাকে প্রয়োগ করার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌল দিক। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট তাই নিম্নোক্ত রূপরেখার ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনির্দিষ্ট করার অংগীকার ঘোষণা করেছে :

(ক) নারী পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকবে।

(খ) বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশ করার, সভা সমাবেশ করার অধিকার সহ জনগণের সকল মৌলিক অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হবে।

(গ) আইনের চোখে সবাইকে সমান বলে বিবেচনা করা হবে এবং সকলের আইনের আশ্রয় গ্রহন করার সমান অধিকার থাকবে এবং তাকে নিশ্চিত করা হবে। জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহকে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা হবে।

(ঘ) সকল জনস্বার্থ বিরোধী আইন ও অগণতান্ত্রিক বিধি সমূহ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। রাজনৈতিক দল বিধি আইনের অবশিষ্ট ধারা সমূহ পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। বর্তমানে শ্রম আইনকে পুনর্বিন্যাস করে শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও সকল প্রকার মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

(ঙ) সকল দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রদান করা হবে এবং দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের আমলে দায়েরকৃত মামলা সমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা

আমাদের শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নীতির ভিত্তি হবে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা। ফ্রন্ট সকল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। অনগ্রসর উপজাতীয় ও তফসিলী জনগণের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ ও বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তাদের অধিকার সুবিধা ও অংশ গ্রহনের সুযোগের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে এবং তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৪। রাষ্ট্রীয় ও শাসনতান্ত্রিক নীতি

(ক) জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করে প্রেসিডেন্টকে সরকারের মূল ও প্রধান কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রি পরিষদের কার্য পরিধি সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন করা হবে। সাথে সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম। পার্লামেন্ট আইন প্রনয়ণ, বাজেট অনুমোদন, অপারগতাজনিত কারণে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ এবং ইমপিচ করা সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন এবং প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবে। উপরন্তু ভবিষ্যৎ সরকার পদ্ধতি নির্ধারন ও পরবর্তী মেয়াদ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতিও এই পার্লামেন্ট নির্ধারন করার ক্ষমতা রাখবে।

(খ) ১৯৭৯-এর মে মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটের মাধ্যমে লব্ধ জনগণের ম্যান্ডেট অনুযায়ী এ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের যে সমস্ত সংশোধন করা হয়েছে তা রক্ষা করা হবে।

(গ) প্রশাসনের সর্বস্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা হবে।

৫। পররাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রীয় নীতি সমূহের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফ্রন্ট পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রূপরেখা ঘোষণা করছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, পরস্পরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সংগে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সর্ব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সংগ্রামরত জনগণের সমর্থন করা এবং স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

(খ) আমাদের দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কোন বৈদেশিক শক্তির কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। তবে পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকেই রাজনৈতিক শর্তহীন অর্থনৈতিক কারিগরী সাহায্য সহযোগীতা গ্রহন করা হবে।

(গ) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, বিশেষ করে আরব বিশ্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, আধিপত্যবাদ সম্প্রসারনবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, প্যালেস্টাইনী জনগণের সংগ্রাম, রোডেশিয়া ও দক্ষিন আফ্রিকার কৃষ্ণাংগ জনগণের বর্ণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামসহ সকল জাতি ও জনগণের ন্যায়সংগত জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সমর্থন দান করা হবে।

৬। সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গত বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি জনগণ যে সমর্থন জানিয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতির উন্নয়ন সাধন করতে বদ্ধ পরিকর।

৭। কৃষিনীতি

প্রগতিশীল ভূমিনীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হবে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভাগ্য উন্নয়ন। ভূমিহীন, গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কৃষকের জীবন ধারণের মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামগ্রিক স্বার্থে আধুনিক যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ সমবায় প্রথা প্রচলনের জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করবে।

কৃষক তার অর্থকরী ফসল পাট, ইক্ষু, তামাক, হলুদ, আলু প্রভৃতির ন্যায্য মূল্য যাতে পেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কৃষকদের সুলভে সার, বীজ, ঋণ প্রভৃতি প্রদান করা হবে। মোদ্দাকথা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ যাতে স্বল্প সময়ে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয় তার ব্যবস্থা করা হবে এবং গ্রামীন উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে জোরদার করা হবে।

৮। শিল্পনীতি

দেশের নিজস্ব সম্পদ ও জনশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর উপর ভিত্তি করে শিল্পনীতি নির্ধারন করা হবে। জনগণের জীবন জীবিকা নিয়ন্ত্রন করে এই ধরণের বৃহদায়তনের মূল ও ভারী শিল্প রাষ্ট্রমালিকানায় রাখা হবে। শিল্প ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প নিয়ামক হবে। সাথে সাথে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা থাকবে। এবং এ ব্যাপারে অর্থ যোগান ও যুক্তিসংগত মূল্যে কাঁচামাল প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং তা বাজারজাত করার সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগীতা প্রদান করা হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শক্তির দ্রুত বিকাশ সাধন করা হবে, যাতে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলকে বিদ্যুতায়িত করা সম্ভব হয়। কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প যথা তাঁত, রেশম, লবন ও বিড়ি শিল্পের সংরক্ষন ও বিকাশ সাধন করা হবে।

৯। শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্যা

জাতীয় পে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পে স্কেল কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে অসংগতি ও অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য এগুলোর পুনর্বিন্যাস সাধন করা হবে। শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরী কমিশনের রিপোর্ট সিগগিরই প্রকাশ ও কার্যকর করা হবে। শ্রমিক কর্মচারীরা যাতে স্বচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান পূর্বক তাদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারন করা হবে।

১০। শিক্ষানীতি

বর্তমান ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করে তোলা হবে এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ শিক্ষক ও ছাত্রদের সমস্যাবলীর ন্যায়সংগত প্রতিবিধান করা হবে।

১১। নারীর অধিকার

নারী সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহন করা হবে। নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহনে উৎসাহ দান করা।

Dhaka University Institutional Repository

১২। মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা যথা দেশের কৃষক, যুবক, সশস্ত্র বাহিনী, বি.ডি.আর., পুলিশ, আনসার ও তাদের সহযোদ্ধাদের জাতীয় মর্যাদা প্রদান করতেহবে। সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে নিয়োজিত করার কাজ জোরদার করা হবে।

১৩। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সমস্ত বাহিনী যাতে আধুনিক সমর উপকরনে সুসজ্জিত হয়ে এবং প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য করে তুলতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

এই ১৩ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ফ্রন্টের প্রার্থী জেনারেল জিয়া বিপুল ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলো মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট গঠন করেন এবং ৬ দফা কর্মসূচী দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের দলগুলি ছিল ঃ

১। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ,

২। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি,

৩। ন্যাপ (মোজাফ্ফর),

৪। জাতীয় জনতা পার্টি, ও

৫। বাংলাদেশ পিপলস লীগ (রাজী)।

জোটের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধার সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে এই ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এই ৬ দফা ছিল নিম্নরূপঃ

১। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

(ক) বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরা এবং ইতিহাসে বংগ বন্ধুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও জাতীয় সংস্কৃতির উপর সকল আঘাত প্রতিহত করা।

Dhaka University Institutional Repository

২। গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট মনে করে যে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে অনুরূপভাবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এমন একটি সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যাহার নিকট সরকার সরাসরিভাবে দায়ী থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি দেশের কার্যনির্বাহী প্রধান না হইয়া শুধু মাত্র সাংবিধানিক প্রধান হইবেন।

(ক) প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দল গঠন ও মতাদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা, জনগণের বিভিন্ন অংশের সংগঠন গড়ার অধিকার এবং সভা সমিতি ও মিছিল করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

(খ) সামরিক শাসন প্রত্যাহার, রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল। বেআইনী রাজনৈতিক দলসমূহের এবং সংবাদপত্র সমূহের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

(গ) বিনা শর্তে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দান। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের আটক রাখার আইন রহিত করা। সকল আদালত কর্তৃক বিশেষতঃ সামরিক আইনে সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেশের উর্দ্ধতম আদালত পর্যন্ত আপীলের অধিকার প্রদান।

(ঘ) প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করিতে না দেওয়া ও সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ করা।

(ঙ) অনুন্নত সম্প্রদায় এবং অনুন্নত এলাকার অধিবাসীদের বিশেষতঃ উপজাতীয় সম্প্রদায় ও উপজাতীয় জনগণের দ্রুত উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন।

(চ) সর্বস্তরের প্রশাসন হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

৩। আইনের শাসন

হত্যার রাজনীতি বন্ধ করা এবং আইনের শাসন প্রবর্তন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪। প্রশাসন

(ক) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের অংশ গ্রহনের ব্যবস্থা করা।

(খ) সকল স্তরের কর্মচারীদের উপযুক্ত মর্যাদা ও বেতন ভাতা নির্দিষ্ট করা।

(গ) সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থান নির্বিশেষে দুর্নীতি দমন ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

৫। অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা

(ক) কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির জন্য জমির সিলিং ক্রমান্বয়ে কমানো। উদ্বৃত্ত ঋণ জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিতরন করা এবং ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকসহ সকল স্তরের কৃষকদের লইয়া স্বেচ্ছামূলক সমবায় গঠন।

(খ) কৃষকদের সুলভে সার, বীজ, ঋণ প্রভৃতি সরকারী সাহায্য প্রদান।

(গ) কৃষকরা যাহাতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় তাহার নিশ্চিত ব্যবস্থা করা।

(ঘ) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রর উর্দ্ধগতি রোধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা। কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্রের ভেজাল প্রদানকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।

(ঙ) আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়িয়া তোলার জন্য দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শিল্পায়িত করা। শিল্প ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় খাতকে মূল ও গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করার সাথে সাথে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতকেও সুবিধা প্রদান।

(চ) গ্রামে কুটির শিল্পের যথাযথ গুরুত্ব, সাহায্য সহায়তা প্রদান।

(ছ) শ্রমিক ও কর্মচারীদের বাঁচার মত ন্যায্য মজুরী প্রদান ও ধর্মঘটের অধিকারসহ সকল ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের স্বীকৃতি। শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশ গ্রহনের ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের জন্য একটি স্থায়ী মজুরী কমিশন নিয়োগ করা।

(জ) শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌল পরিবর্তন সাধন ও বর্তমানের অব্যবস্থা, নৈরাজ্য ও চরম বিশৃংখলা দূর করিয়া ক্রমান্বয়ে গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান। সমস্ত শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঝ) মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং শহীদ ও পংগু মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ভাতা প্রদান।

(ঞ) মহিলাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিত করা।

৬। বৈদেশিক নীতি

স্বাধীন সক্রিয় জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরন করা এবং সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল নিপীড়িত জাতির প্রতি সমর্থন দেওয়া। সমতা ও সমবেদনার ভিত্তিতে সকল দেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ও উহা বজায় রাখা। বিশ্ব শান্তির সহায়ক বৈদেশিক কার্যক্রম গ্রহন করা।[৪]

এই ৬ দফার প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী আতাউল গনি ওসমানী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। কিন্তু ফ্রন্টের প্রার্থী জিয়াউর রহমান ৭৬·৬৩% ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। অন্যদিকে ঐক্যজোটের প্রার্থী পান ২১·৬৯%। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট ভেংগে যায় এবং ৬ দফারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে জিয়াউর রহমান নির্বাচনী ওয়াদা অর্থাৎ ফ্রন্টের ১৩ দফাকে বাতিল করে দেন। ১৩ দফার ৪ নং দফায় ছিল (ক অনুচ্ছেদ) জনগণ কর্তৃক ধিকৃত শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করে প্রেসিডেন্টকে সরকারের মূল ও প্রধান কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে সেই সাথে প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের কার্যপরিধি সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন করার বিষয়। সাথে সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টকে সার্বভৌম করার কথাও বলা হয়। সে পার্লামেন্টকে আইন প্রনয়ন, বাজেট অনুমোদন, অপারগতাজনিত কারণে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ এবং ইমপিচ করা, সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন এবং প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা দানের অংগীকারও ব্যক্ত করা হয়। উপরন্তু ভবিষ্যতে সরকার পদ্ধতি নির্ধারন ও পরবর্তী মেয়াদ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারন করার ক্ষমতাও পার্লামেন্টের হাতে দেয়ার কথা বলা হয়। তবে প্রেসিডেন্ট জিয়াও নির্বাচনের পর পরই জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ভেংগে দেন এবং সাথে সাথে ১৩ দফার বিলুপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্রমে তিনটি দল (জাগদল, ন্যাপ, মুসলিম লীগ) এবং বিভিন্ন দলত্যাগী ডান এবং বামপন্থীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.) নামে একটি দল গঠন করেন এবং তিনি দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহন করেন। এরপর তিনি ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার, জনগণের মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও শাসনতন্ত্রের সংশোধনী বাতিলের দাবীতে বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের দাবী তুললেও পরবর্তীতে নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। নিম্নে সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দেওয়া হলো।[৫]

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	শতকরা হিসাব
বি.এন.পি.	২৯৮	২০৭	৪৪%
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৩	৩৯	২৫%
মুসলিম লীগ (আই.ডি.এল)	২৬৫	২০	৮%
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৩	২	২%
জাসদ	২৪০	৮	৬%
অন্যান্য দল	৪১৯	৮	৬%
স্বতন্ত্র	৪২৫	১৬	৯%
মোট	২১২৫	৩০০	১০০%

দেখা যায় এই নির্বাচনে বি.এন.পি. ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২০৭ টি আসন লাভ করে। বিরোধী দলগুলোর পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বি.এন.পি-এর সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে সহায়ক ছিল। মূলতঃ এই নির্বাচনটির পিছনে তেমন কোন গুরুত্ব পূর্ণ ইস্যু ছিল না। যা জনমনে সাড়া জাগাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সফলতাকে জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেয়াই জিয়ার লক্ষ্য ছিল, এবং পাশা পাশি এ নির্বাচন ছিল তাঁর সামরিক শাসনকে অসামরিক রূপ দেয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রে পৌছানোর পথে একটা পদক্ষেপ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে জিয়ার শাসন আমলে অনেক দফা এসেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়া নিজে ৭৭ সালে ১৯ দফা দিয়েছেন। ৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১৯ দফাকে বাদ দিয়ে ক্রুকের ১৩ দফাকে গ্রহন করেছেন। নির্বাচিত হয়ে ক্রুক বিলুপ্ত করে ১৩ দফাকে বাদ দিয়ে বি.এন.পি.-র ৩১ দফা গ্রহন করেছেন এবং সাথে সাথেই শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্যে ঘোষণা করেছেন ৪৩ দফা ১৯৭৮ সালের আগষ্ট। তবে শেষে আবার ১৯ দফাকেই ভিত্তি করে তাঁর শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত করেছেন। তবে জিয়ার ৪৩ দফার প্রস্তাবগুলি ছিল বেশী রকম সুনির্দিষ্ট রূপে। নিম্নে ৪৩ দফার বর্ণনা দেয়া হলো :[৬]

১। সর্বপ্রথমে যে দুইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক তা হল জয়দেবপুরে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী এবং চট্টগ্রামে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং (জি.ই.এম.) প্লান্ট। দুটোতেই বাড়তি কিছু কিছু যন্ত্রপাতি বসানোর প্রয়োজন রয়েছে। এই মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী ক্ষুদ্রকায় অন্যান্য কিছু কারখানার সহযোগিতায় বস্ত্র শিল্পের ও চিনি কলের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম যন্ত্রপাতি, পাম্প ইন্জিন ও অন্যান্য সব ধরনের ইন্জিন এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

২। অপরদিকে জি.ই.এম. প্লান্টে পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং কয়েকটি জরুরী ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী তৈরী করতে পারা যাবে।

৩। খুলনা শিপইয়ার্ডের ক্ষুদ্রকায় সামুদ্রিক জাহাজ এবং উপকূলীয় ও আভ্যন্তরীন নৌপথে চলাচলের উপযোগী সব রকম নৌযান তৈরী করার ক্ষমতা রয়েছে। এগুলির নির্মান ছাড়া এখানে রেলের ওয়াগন ও বগী, লিফট এবং অন্যান্য কিছু অত্যাবশ্যক মেশিন ও তৈরী করা সম্ভব।

৪। সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপটির সমতা বিধান আধুনিকায়নের পর এতে প্রয়োজনীয় মেরামতি কাজ ছাড়া রেলের ওয়াগন ও বগী এবং রেলের অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরী করাও সম্ভব হবে।

৫। দেশে যে অস্ত্র নির্মান কারখানাটি বিদ্যমান অন্যান্য মৌল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতায় সেটির পক্ষে হালকা অস্ত্র ও কামান আর্মড পার্সোনাল ক্যারিয়ার ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম তৈরী করা সম্ভব হবে। তার দ্বারা আভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণের সংগে সংগে আমরা বিদেশেও কিছু রপ্তানী করতে পারবো।

Dhaka University Institutional Repository

৬। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ (সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের পর) এবং ডিজেল প্লান্টকে যৌথ ভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা বাস, ট্রাক ও মোটরকারের ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স ট্রান্সমিশন সিস্টেম তৈরী করতে সক্ষম হবো।

৭। সব ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি আমরা যাতে দেশের ভেতরেই তৈরী করতে পারি সেজন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। আমাদের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী এবং ডিজেল প্লান্টের মিলিত প্রচেষ্টায় সেচের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম পাম্প ও নলকূপ তৈরী করা সম্ভব। একই ভাবে অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় কারখানার সহযোগিতায় এই মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী হালকা ধরনের ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার ও নির্মান করতে পারবে।

৮। চিনি সংকট এড়ানোর জন্য দেশের ভিতরে আরও দেশী চিনি কল স্থাপন করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজনীয় যে কন্ট্রোল সিস্টেম এবং অন্যান্য যে সব অপরিহার্য যন্ত্রসরঞ্জাম তৈরী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় শুধু সেগুলোর আমদানী ছাড়া বাদ বাকী সব কিছু আমাদের দেশেই উৎপাদন করতে হবে।

৯। ডিজেল বাসের তুলনায় ট্রলি বাস চালানোর খরচ যেহেতু অনেক কম, সে জন্য আমাদের ট্রলি বাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সংগে আরো বেশী সংখ্যায় মোটর সাইকেল ও স্কুটার তৈরী কাজও আমাদের হাতে নিতে হবে।

১০। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এবং শহরেও লোকজনকে তাদের যাতায়াতের জন্য আরো বেশী করে বাইসাইকেল ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম যেহেতু হু হু করে বাড়ছে তার প্রেক্ষিতে এটা বিপুল সংখ্যায় তৈরী করা দরকার।

১১। চামড়া শিল্পে আমাদের অগ্রগতি আশা ব্যঞ্জক নয়। কাঁচা চামড়ার বদলে আমরা যাতে পাকা চামড়া রপ্তানী করতে সক্ষম হই সেজন্য দেশের চামড়া কারখানাগুলোর সংস্কার সাধন ও আধুনিকায়ন দরকার। সেই সংগে আরও বেশ কিছু নতুন চামড়া কারখানা স্থাপনেরও আমাদের দরকার হবে।

১২। বিদেশে উন্নত মানের জুতোর ভাল বাজার রয়েছে। আমরা যাতে মজবুত ও উন্নত মানের জুতো রপ্তানী করতে পারি সেজন্য দেশের জুতো শিল্পকে রপ্তানীমুখী করে তুলতে হবে।

১৩। আন্তর্জাতিক বাজারে সিমেন্ট ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে অথচ নির্মানমূলক কাজের জন্য আমাদের সিমেন্টের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। কাজেই দেশের ভিতরে জয়পুর হাট ও সিলেটে চুনা পাথরের যে বিপুল সম্ভার রয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের আরও বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। আভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের আর একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে হবে।

১৫। আমাদের ভূগর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাসের যে বিপুল সঞ্চয় রয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমাদের অবশ্যই করতে হবে। আমাদের তাই গ্যাস ভিত্তিক পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প ও কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা পাবো নানা ধরনের সামগ্রী যেমন, কৃত্রিম তন্তু, সিএনজি, এল, জি, এল, পিজি, মিথেন, পেট্রোল ইত্যাদি।

আমাদেরকে মৌল রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন করতে হবে, যাতে করে দেশের বিভিন্ন শিল্পের রাসায়নিক চাহিদা আমরা নিজেরাই মেটাতে পারি এবং শুধুমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী সীমিত রাখতে পারি।

১৬। কীটনাশক ঔষধ আমাদের দেশেই উৎপাদন করতে হবে। আমাদের দ্বিগুন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা অত্যাবশ্যক।

১৭। দেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব ধরনের সরকারী ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম উৎপাদনের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

১৮। আমাদের অত্যন্ত দ্রুত ইলেকট্রনিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা অতি প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ট্রানজিস্টার রেডিও, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি উৎপাদন করতে সক্ষম হবো।

১৯। আমাদের এক মাত্র নিউজপ্রিন্ট কারখানার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের সংগে সংগে এ রকম আরও কয়েকটি মিল স্থাপন করা দরকার। জুট কাটিংয়ের সাহায্য আমাদের মন্ড তৈরীর কারখানা স্থাপনেরও উদ্যোগ নিতে হবে।

২০। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই আমাদের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশেষ করে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার আশু ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

২১। অদূর ভবিষ্যতে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী করতে সক্ষম হব। এই রপ্তানীর জন্য অসংখ্য চটের ব্যাগ তৈরীর দরকার হবে, সে কারণে পাট শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করার দরকার হবে।

২২। দেশের বনাঞ্চলে কাঠের আসবাবপত্র তৈরীর কারখানা স্থাপনের চমৎকার সুযোগ রয়েছে। এদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

২৩। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'নজোটেক্স' ও জুটন উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এই শিল্পের বিকাশ তুলা আমদানীর পরিমান কমাবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

কম দামী বস্ত্র উৎপাদন করতে সাহায্য করবে। বেসরকারী খাতে বিশেষ ধরণের পাটজাত সামগ্রীর কারখানা স্হাপনকে আরও উৎসাহ প্রদান করতে হবে। আমাদের বাসস্হান নির্মান সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদেরকে পর্যাপ্ত গৃহ নির্মান সামগ্রী উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ জাতীয় শিল্প সারা দেশে সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২৪। পাট ও পাটখড়ির সাহায্যে নির্মান কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী আমাদের উৎপাদন করতে হবে। তা আমাদের আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানোর সংগে সংগে রপ্তানী বাজারও খুলে দেবে।

২৫। দেশের বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের সহায়ক হিসেবে প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশ ঘটানো অত্যাবশ্যক এবং তা আমাদের করতে হবে।

২৬। আমাদের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, ডিজেল প্লান্ট এবং শিপইয়ার্ডে উৎপাদনের যে সুযোগ রয়েছে তাকে কাজে লাগালে আমরা সব ধরনের মেরিন ইন্জিন এবং নৌ সরন্জাম তৈরী করতে পারবো।

২৭। দেশে বীক্ষন শিল্পের কোন অস্তিত্ব নাই বললেই চলে, মোটামোটিভাবে চশমার যাবতীয় সরন্জাম যাতে দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হয় সে দিকে নজর দিতে হবে।

২৮। আভ্যন্তরীন চাহিদা পুরণ ও রপ্তানীর স্বার্থে কাঁচা ও ফাইবার গ্লাস শিল্প সম্প্রসারনেরও প্রয়োজন আমাদের রয়েছে।

২৯। দেশে রেশম শিল্প সম্প্রসারনের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি গ্রামের বাড়িতে কুটির শিল্পের আকারে তা করা যেতে পারে।

৩০। বৃহদাকার দেশী নৌকা তৈরীর শিল্প যথেষ্ট সংগঠিত নয়। মৎস্য চাষ ও আহরণ ব্যবস্হার উন্নয়নের স্বার্থে দেশী নৌযান নির্মান শিল্পকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে।

৩১। আমাদের আরও অনেক বস্ত্র ও সুতা কারখানা দরকার। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী খাতে বস্ত্র কারখানার যন্ত্রপাতি স্বদেশেই নির্মানের ব্যবস্হা করতে হবে।

৩২। অনুরূপভাবে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতিও দেশে তৈরীর ব্যবস্হা করা দরকার।

৩৩। দেশে পরীক্ষামূলক রবার চাষ সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। অতঃপর নিজস্ব উৎপাদনের সাহায্যেই আমরা আমাদের রবারের চাহিদা মেটাতে পারব। কাজেই এখন রবার

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের সময় আমাদের এসেছে।

৩৪। চা শিল্পের সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন আবশ্যক।

৩৫। বিটুমিন উৎপাদনের একটি কারখানা আমরা ইতিমধ্যেই চালু করেছি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা মোটেও যথেষ্ট নয়। আমাদের নতুন নতুন রাস্তা সড়ক নির্মান করতে হবে এবং এ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আরও কয়েকটি বিটুমিন প্লান্ট স্থাপন করা দরকার।

৩৬। আমাদের ঔষধ প্রস্তুত শিল্পকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এর সাথে অত্যাবশ্যক ধরনের সকল ঔষধ আমরা স্বদেশেই তৈরী করতে পারব এবং আমাদের চাহিদা মিটিয়ে কিছুটা বিদেশেও রপ্তানী করতে পারা যাবে।

৩৭। অত্যন্তরীন চাহিদা পূরণ ও রপ্তানীর স্বার্থে আমাদের টেলিফোন শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যাপকতর টেলিফোন সার্ভিস প্রদানের জন্য টেলিফোনের তার ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং ক্ষুদ্রকায় এক্সচেঞ্জ দেশের ভেতরেই উৎপাদন করতে হবে।

৩৮। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং ঢাকায় নতুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পাশে অবাধ বাণিজ্য এলাকা (ফ্রি ট্রেড জোন) গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। তা বিদেশী ও দেশী পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

৩৯। অফিস ও বাসগৃহের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু উপকরন যেমন - সিলিং ফ্যান, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি দেশের ভেতরেই উৎপাদন করতে হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে এসব উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন আমাদের লক্ষ্য এবং তারপর থেকে এসবের আমদানী বন্ধ করে দিতে হবে।

৪০। বর্তমানে আমরা যতটুকু কারিগরি উৎকর্ষতা অর্জন করেছি তার দ্বারা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রজেক্টর ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরীর কাজে আমাদের হাত দেওয়া উচিৎ।

৪১। আলপিন থেকে শুরু করে ডুপ্লিকেটিং মেশিন এবং সুঁচ থেকে শুরু করে সেলাই মেশিন পর্যন্ত সব রকম নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের দেশেই তৈরী করতে হবে।

৪২। ছোট ছোট ছাপাখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এখন আমাদের দেশেই তৈরী করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। উপরোক্ত লক্ষ্য ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে আগামী কয়েক বছরে আমাদের কি কি যন্ত্রাংশ আমদানী করা অপরিহার্য সে সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে। তৈরী সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি আমদানীর উপরও পরিকল্পিত ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দরকার হবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প সমূহ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তৈরী জিনিষের গুনগত মানের উন্নয়নে উৎসাহিত বোধ করবে।

উপরেউল্লেখিত ৪৩ দফায় আমরা দেখতে পাই এখানে প্রত্যেকটা দফায় এক একটি শিল্পের উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সে সবের বাস্তব কার্যকারিতা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এছাড়া কোন কোন দফাতে অধিক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল। যেমন ২১ নং দফায় বলা হয়েছে, "অদুর ভবিষ্যতে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শষ্য বিদেশে রপ্তানী করতে সক্ষম হব। এই রপ্তানীর জন্য অসংখ্য চটের ব্যাগ তৈরীর দরকার হবে। যে কারণে পাট শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করার দরকার হবে।" এই দফাটির বাস্তব কার্যকারিতার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৮ এর আগষ্ট মাসে বি.এন.পি. গঠন করার পর ৪৩ দফার কথা ঘোষণা করা হলেও ১৯৭৯ সালের নির্বাচনী কর্মসূচী হিসেবে ১৯ দফাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ১৯ দফাকে ভিত্তি করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। সেখানে ৩১ দফা বা ৪৩ দফার তেমন কোন উল্লেখ ছিল না।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফার দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় এখানে দেশের মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব রাখা হয়েছে তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়নি কবে, কখন, কিভাবে ইহা বাস্তবায়ন করা হবে। এর প্রতিটি দফাই রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগত রূপরেখা ফলে এর সাফল্য ব্যর্থতা মূল্যায়ন করার মত কোন সময়সীমা নেই। তবে তাঁর শাসনামলে তিনি কিছু কিছু দফার বাস্তবায়ন করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরন স্বরূপ ২ নং দফার কথা বলা যায়, এই দফায় বলা হয়েছে শাসনতন্ত্রের চারটি মূল নীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা। এছাড়া ১১ নং দফার কথা বলা যায় এই দফায় বলা হয়েছে সমাজে নারীর যথাযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা। যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গঠন করা হয়েছিল যুব কমপ্লেক্স। তবে যুব কমপ্লেক্স গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় বা সাফল্য লাভ করে নি। কারণ যুব কমপ্লেক্সের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল গ্রামের হাট বাজার। হাট বাজারের তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে গ্রামেও শুরু হয়েছিল গুন্ডামি ও সন্ত্রাস।

অন্যদিকে গ্রামীন উন্নয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া যে গ্রাম সরকার কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন সে কর্মসূচীও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৭ নং দফায় বলা হয়েছে, "প্রশাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা"। কিন্তু সেই গ্রাম সরকারও তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে নি। অন্য দিকে ১২ নং দফায় বলা হয়েছে, 'দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।' এই লক্ষ্যে তিনি কিছু কিছু ব্যাংক, বীমা ব্যক্তি মালিকানায় দিয়েছিলেন। ১ নং দফায় ছিল 'দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা'। এই উপলক্ষ্যে তিনি স্বাক্ষরতা অভিযান স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই অভিযান সফলতা লাভ করতে পারে নি। ১১ দফার ১৬ নং দফা ছিল 'সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশ গুলোর সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।' এই লক্ষ্যে দেখা যায় মুসলিম বিশ্বের সাথে স্বাধীনতার পর তাঁর সময়েই প্রথম বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক বেশী সুনির্দিষ্টতর হয়ে উঠে। এই ভাবে ১১ নং দফার বিশ্লেষণে দেখা যায় জিয়া তাঁর শাসন ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম ১১ দফাকে ভিত্তি করে পরিচালনা করেছেন। তবে কোন দফাকেই সফল ভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেননি।

জিয়ার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে অন্য বিরোধী দলগুলিও দফার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। এই দলগুলির মধ্যে প্রথমেই বলা যায় গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের ৬ দফার কথা। ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে এই জোট ৬ দফাকে নির্বাচনী ওয়াদা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে ৬ দফার মৃত্যু ঘটে এবং ঐক্য জোট ভেংগে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ১৯৮০ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) রাজনৈতিক মঞ্চে ১৮ দফার কথা ঘোষণা করে এবং এই ১৮ দফাকে সামনে রেখে জাসদ তার রাজনীতি চালিয়ে যায়। নিম্নে দফার বর্ণনা দেয়া হলো :[৭]

১। জনগণের পূর্ণ মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২। ৫০০ (পাঁচ শত) আসন বিশিষ্ট সার্বভৌম পার্লামেন্ট গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে ৩০০ (তিন শত) এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং ২০০ (দুই শত) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ও চাকুরীরত সরকারী আধা সরকারী ও বেসরকারী শ্রমজীবি, কর্মজীবি ও পেশাজীবি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে।

৩। ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, শিল্প এলাকা ও সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে পেশার প্রতিনিধি সহ নির্বাচিত পরিষদ গড়ে তুলে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪। সর্বস্তরের বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে 'কেন্দ্রীয় সংস্থা' গড়ে তুলতে হবে।

৫। রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে।

৬। জনপ্রতিনিধি প্রত্যাহারের প্রশ্নে 'রি-কল' (প্রত্যাহারের সুযোগ) ও 'ইনিসিয়েটিভ' (উদ্যোগ গ্রহণ) এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। গ্রামীন ক্ষেত মজুরদেরকে নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সহ 'লেবার ওয়ার্ক ব্রীগেড' গঠন করতে হবে।

৮। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সকল সক্ষম ব্যক্তির বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎপাদনমুখী গণভিত্তিক আধুনিক শক্তিশালী ও সুশৃংখল প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

৯। স্বাধীন, যুদ্ধ জোট বহির্ভূত, জোট নিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিরোধী স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি চালু করতে হবে।

১০। শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ে মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা চালু করতে হবে। আই.এল.ও. কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার ও ধর্মঘটের অধিকার দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১। কৃষিতে ছোট, মাঝারী ও ধনী কৃষকদের ভিন্ন ভিন্ন সমবায়, বহুমুখী সমবায় যুক্তি সংগত ভূমি সিলিং বর্গা চাষীদের সুত্বাধিকার দান ও খাস জমিতে রাষ্ট্রীয় চাষাবাদ ও ক্ষেত মজুরদের সারা বছরের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীসহ সকল শ্রমিকের মর্যাদা ও বাজার দরের সংগে সংগতি রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারন করতে হবে।

১৩। শিক্ষাকে সামাজিক করণের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক, উৎপাদনমুখী, কর্মভিত্তিক ও গণমুখী করতে হবে।

১৪। সকল প্রকার মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারনা ও বিদেশী বিকৃত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্বাধীন ও আত্মবিশ্বাসী জাতির উপযোগী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

১৫। সামাজিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে বর্তমানে বিরাজমান পার্থক্য দুর করে সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৬। ছাত্র, যুব সমাজ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ সম্প্রদায়ের স্বাধীন চিন্তা বিকাশের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন অথচ সমন্বিত জাতীয় কর্মসূচী প্রনয়ন করতে হবে।

১৭। মুক্তি যুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। মুক্তি যোদ্ধাদেরকে জাতীয় বীর ঘোষণা সহ সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

১৮। উপজাতীয় এলাকায় ও উপজাতি জনগণের স্বায়ত্বশাসিত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তাদের অর্থনীতি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এর পর ১৯৮১ সালের ৩০ শে জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামী ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে ৭ দফা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা বিরোধী পার্টি জামায়াত ইসলামী জিয়ার আমলেই রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়। নিম্নে ৭ দফার বিবরন দেয়া হলো :[৮]

১। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে

(ক) আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে,

(খ) কোরআন ও সুন্নাহর আইন জারী করতে হবে,

(গ) প্রচলিত আইনকে কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে,

(ঘ) মুসলিম, অমুসলিম সকলের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ইমানদার যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে

(ক) খোদা বিমুখ ও অসৎ লোকদের নেতৃত্ব খতম করতে হবে ,

(খ) সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে শাসন ক্ষমতা দিতে হবে ,

(গ) পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে ।

৩। বাংলাদেশের আযাদীর হেফাজত করতে হবে

(ক) জনমনে জাতীয়তার ইসলামী চেতনা জাগাতে হবে ,

(খ) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র সম্মত বানাতে হবে ,

(গ) মৌলিক মানবাধিকার বহাল করতে হবে ,

(ঘ) যাবতীয় অসম চুক্তি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে ,

(ঙ) মুসলিম জাহানের ঐক্য প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে ।

৪। আইন ও শৃংখলা পূর্ণরূপে বহাল করতে হবে

(ক) জানমাল ও ইজ্জত আবরুর হেফাজত করতে হবে ,

(খ) সমাজ বিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে ,

(গ) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে ।

৫। ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে

(ক) সরকারকে ভাত কাপড় বাসস্থান সহ মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে ,

(খ) জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে ।

(গ) মেহনতী মানুষের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে ,

(ঘ) পরিবার পরিকল্পনার নামে ঈমান ও চরিত্র ধ্বংসী জন্মনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে ,

(ঙ) সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, শোষণ ও দুর্নীতিসহ যাবতীয় জুলুম খতম করতে হবে ।

৬। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবে

(ক) সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে ,

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপন করতে হবে,

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষার যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে,

(ঘ) শুক্রবারকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে,

(ঙ) অপ-সংস্কৃতি বন্ধ করে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৭। কোরআন হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবে

(ক) মহিলাদেরকে ইসলামী সম্মত মর্যাদা দিতে হবে,

(খ) মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে,

(গ) মহিলাদের পৃথক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে,

(ঘ) মহিলাদের নৈতিক অধঃপতনের ষড়যন্ত্র রোধ করতে হবে।

এই ৭ দফা দাবীর প্রথম দফা বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেননি, তবে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দান। যা বর্তমানে এরশাদ সরকার/করেছেন। এ ছাড়াও ৬ নং দফার উপদফা (গ) মাদ্রাসা শিক্ষার যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে এবং (ঘ) শুক্রবারকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে, যা ইতি মধ্যেই করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য দফাগুলো নিয়ে এই দল আন্দোলন করছে।

জিয়ার মৃত্যুর পর বি.এন.পি.-র শাসনামলে ১৯৮১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দল এবং জোট দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডক্টর কামাল হোসেন ১৭ দফা নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করেন। বি.এন.পি. প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার জিয়াউর রহমানের ১৯ দফাকেই নির্বাচনী কর্মসূচী হিসেবে ঘোষণা করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী মৌলানা মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) ১৮ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। নাগরিক কমিটির পক্ষ হতে আওয়ামী লীগ (মিজান), মজদুর পার্টি ও বাসদ সমর্থিত প্রার্থী জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী ৩৬ দফা নির্বাচনী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ব্যর্থতার কথা প্রকাশ করে মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দেশের ৩০ জন বুদ্ধিজীবির স্বাক্ষর সম্বলিত এই ৩৬ দফা ভিত্তিক প্রচার পত্রটি প্রকাশ করা হয়। ৩৬ দফা ছিল নিম্নরূপঃ[১]

---

* এটিকে অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ বলে প্রগতিশীল জনগণ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্তীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রসংগে ঃ

১। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী হামলা প্রতিহত করা।

২। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিতে বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি পুনর্মুল্যায়ন করা। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী সকল অসম চুক্তি বাতিল করা এবং এই নীতির ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করা।

৩। জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা, ইসলামী বিশ্বসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের সংগে সম্পর্ক জোরদার করা এবং বিশ্বের সকল শোষিত নিপীড়িত জাতি ও জনগণের সংগ্রামে সমর্থন দেয়া।

৪। দক্ষিন তালপট্টি ও ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বি-পাক্ষিকভাবে ও আন্তর্জাতিক ভাবে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গণতন্ত্র প্রসংগে ঃ

৫। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী এই নীতিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জাতীয় পরিষদ গঠন করা। এই জাতীয় পরিষদে শ্রমজীবি ও মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে সকল নাগরিকের মানবিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৬। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, সকল নাগরিকের নিজ ধর্ম প্রচার ও পালনের অধিকার, সংখ্যা লঘু জাতি সত্তার ও সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ সুবিধাসহ গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করা।

৭। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইন ৫৪ ধারা সহ সকল নিবর্তনমূলক কালাকানুন বাতিল করা।

৮। কেন্দ্র থেকে বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা সহ নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত প্রশাসনিক অবস্থাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিয়ন্ত্রনে আনা, প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা।

৯। বিনা পরোয়ানায় কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। কাউকে গ্রেফতার করার ১ মাসের মধ্যে তার বিচার শুরু করা।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি প্রসংগে ঃ

১০। আত্ম নির্ভরশীলতার লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পের বিকাশ এবং পশ্চাদপদ ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও শিল্প কারখানা বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত, যৌথ ও সমবায় উদ্যোগকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় সহায়তা দান।

১১। নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য দেশে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা দেয়া এবং আমদানী হ্রাস, শ্রম শিল্প স্থাপনে উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধা দেয়া। শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা। বাজার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২। চোরাচালান ও পুঁজি পাচার বন্ধ করা।

১৩। কুটির শিল্পের প্রসারের সুযোগ দেয়া প্রত্যেক উৎপাদকের কাছে উৎপাদনের সরঞ্জাম পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

১৪। প্রবাসী বাংলা দেশীদের অর্জিত পুঁজি বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫। দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধগতি রোধ করা। জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির হার অনুসারে শহর ও গ্রামের শ্রমিক কর্মচারী ও কৃষি মজুরদের মজুরীর হার নির্ধারন করা।

১৬। বেকারদের চাকুরীর সংস্থান করা।

১৭। শহর ও গ্রাম এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।

১৮। প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য জাতীয় বীমা প্রচলন করা।

১৯। জাতীয় পর্যায়ে মিতব্যয়িতার প্রচেষ্টা চালানো।

কৃষিনীতি প্রসংগে ঃ

২০। ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের রেজিষ্ট্রেশন করা। কৃষিকে সমবায়ীকরণের মাধ্যমে একটা শ্রম শিল্প রূপে গড়ে তুলে তাদেরকে কাজের নিশ্চয়তা দেয়া।

২১। বর্গাসূত্রের রেজিষ্ট্রিকরণ, উৎপাদকের নিরাপত্তার জন্য সময় ভিত্তিক বর্গা চুক্তি করা।

Dhaka University Institutional Repository

২২। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক থেকে বর্গাচাষী ও গরীব চাষীদের সুদ মুক্ত ও সুলভ সুদে ঋণ দেয়া, ভূমিহীন কৃষকদের সুলভ সুদে এককালীন ঋণ দেয়া এবং বিশেষ সুবিধায় এদের সমবায়গুলিকে সময় মতো সার, বীজ কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।

২৩। পাট, আখ ইত্যাদি অর্থকরী ফসলে চাষীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে বন্যা, খরা নিয়ন্ত্রনের জন্য জাতীয় বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৪। কৃষকদের দ্বারা নির্বাচিত কৃষক পরিষদ জাতীয় আঞ্চলিক ও স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণ করা।

শ্রমনীতি প্রসংগে ঃ

২৫। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদের ভিত্তিতে শ্রমনীতি প্রনয়ন করা।

২৬। শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত শ্রমিক পরিষদের শ্রমনীতি বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে শিল্প আদালত গঠন করা।

শিক্ষানীতি প্রসংগে ঃ

২৭। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করা। গরীব ছাত্রদের বিদ্যালয়ে বই, খাতা ও পেন্সিল দেয়ার ব্যবস্থা করা। একই সংগে নিরক্ষরতা দুরীকরণের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া।

২৮। শিক্ষার মাধ্যমে প্রশাসন ও জীবনের সকল স্তরে বাংলা ভাষা চালু করা।

২৯। শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের চাহিদার সংগে সংগতি রেখে বিজ্ঞান ভিত্তিক কারিগরী, বৃত্তিমুলক ও উৎপাদনমুখী করা।

৩০। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দুর করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা। শিক্ষকদের জন্য চাকুরীর নিরাপত্তা ও সম্মানজনক চাকুরীবিধি প্রনয়ন করা।

৩১। প্রগতিশীল জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের জন্য উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে সকল প্রকার অপ-সংস্কৃতির আক্রমন ও অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্যনীতি প্রসংগে ঃ

৩২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা, শিশু স্বাস্থ্য, মাতৃমংগল পুষ্টির উপর গুরুত্ব এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে চিকিৎসা ও ন্যায্য মূল্যে ঔষধ সরবরাহ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত প্রয়োজনীয় ঔষধ ন্যায্য মূল্যে মেহনতী মানুষকে পৌঁছে দেয়া।

৩৩। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির উপর গুরুত্ব দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জন্ম হার নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করা।

নারী মুক্তি প্রসংগে ঃ

৩৪। নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সকল নির্যাতনমূলক সামাজিক প্রথা ও আইন তুলে দেয়া।

৩৫। সকলের জন্য বাসস্থান এই লক্ষ্যে শহর ও গ্রামে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৩৬। নাগরিকদের কর্মসংস্থান ও যাতায়াত সমস্যা নিরসনের স্বার্থে বড় শহর ও বন্দরগুলির প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রিত আবাসিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত নাগরিক বাসস্থান নির্মান করা।

কিন্তু নির্বাচনে পরাজয়ের সাথে সাথেই এই ৩৬ দফা কর্মসূচীর অপমৃত্যু ঘটে। ১৯৭৯ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা। কিন্তু জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা কোনটিই প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রনমুক্ত ছিল না। প্রেসিডেন্ট এক ধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান বলে পরিগণিত হন। প্রধান মন্ত্রী প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী রূপে কাজ করেন। তাঁর কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। তাই বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং একটি সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার দাবী মুখর হয়ে উঠে। তারা প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসন ব্যবস্থাকে আইয়ুবী শাসনের অনুরূপ প্রেসিডেন্সিয়াল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আড়ালে এক প্রকার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচনী কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার কথা ঘোষণা করেন। এই প্রসংগে তিনি বিপ্লবের কথা বলেন এবং তাঁর এই ধারণা দলীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রথমে তিনি তাঁর ১৯ দফাকেই বিপ্লবের কর্মসূচী বলে গ্রহণ করতে বলেন। তিনি এই সময়ে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন যে তাঁর বিপ্লব হইবে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় এবং ইহা পরিচালনা করিবেন পার্টির নেতা এবং কর্মীরা অন্য কেহ নহে। তিনি জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেন, "বিপ্লব শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত না হইলে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সংগঠিত হইবে।"[১১]

উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসেবে গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করে তিনি গ্রামীন জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। সুনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার সংগে তিনি খাল কাটা বিপ্লবও শুরু করেন। প্রথম বছর ৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যয় যোগ্য ১৩০ টি প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালে ১৮০ লক্ষ একর জমিতে পানি সেচযোগ্য ২৫০ টি প্রকল্প চালু হয়। ১৯৮১ সালে এই কর্মসূচীর আরও অগ্রগতি সাধিত হয়। জেনারেল জিয়ার এই সাফল্যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।[১২] এদেশের রাজনীতিতে জিয়া এই সুনির্ভর গ্রাম সরকার খাল কাটা কর্মসূচী বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু রাজনীতির মৌলিক প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে কেবল জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে বেশী দিন টিকে থাকা যায় না। তিনি ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর আধিপত্যও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর সৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানই স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে উঠেনি যা তাঁর মৃত্যুর পর বি.এন.পি. সরকারের ক্ষেত্রে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট জিয়া যে জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করেছিলেন ১৯৮১ সালের ৩০ শে মে। তাঁর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর বংগ ভবন প্রাংগনে পুনরায় রচিত হয়েছিল সেই কাঙ্খিত ঐক্যের ভিত। মতাদর্শ নির্বিশেষে সেখানে একত্রিত হয়েছিল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। সাথে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিরাও ছিল। সেদিন সকলে মিলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার অংগীকার করেছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার সেদিন জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রকাশ্য অংগীকার ঘোষণা করেছিলেন যে, গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এই যে জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটেছে এর অমর্যাদা তাঁরা করবেন না। পরবর্তী সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পদক্ষেপ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে গ্রহণ করবেন। কিন্তু বি.এন.পি সরকার তাঁর অংগীকারে অটল থাকতে পারেননি। বিচারপতি সাত্তার একক ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে শুরু করেন। সরকারী দলের ভেতরে কোন্দল শুরু হয়। মাস্তানদের প্রাধান্যের ফলে গোটা পার্টিতেই দেখা দেয় অরাজকতা।

বি.এন.পি. সরকারের সর্বব্যাপী দুর্নীতি এবং ব্যর্থতার ফলে ১৯৮২ সালের প্রথম থেকেই সারা দেশে মারাত্মক খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্য শষ্যের দাম বাড়ে দ্রুত গতিতে। মাত্র এক সপ্তাহে রংপুরে সাধারণ চালের দাম মণ প্রতি ৬০/৭০ টাকা, নীলফামারীতে মণ প্রতি ৮০/৮৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ইরি চালের সর্বনিম্ন দাম হয় সের প্রতি ৭ টাকা, মাঝারী আমন বিক্রি হয় এমন কি ৩৬০ টাকা মণ দরে।[১৩] অথচ বি.এন.পি. সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ এম. এন. হুদা অর্থমন্ত্রী থাকা কালে ১৯৮০ সালে অত্যন্ত দম্ভ ভরে ঘোষণা করেছিলেন যে, পরবর্তী পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (৮০-৮৫) খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টনে উন্নীত করা হবে।[১৪] কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই ১৯৮০-৮১ সালের সরকারী হিসাবানুসারে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ হয় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন। ১৯৮১-৮২ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১ লক্ষ টনে। এ সময় পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় হয়ে উঠে যে, বি.এন.পি. সরকারের খাদ্য মন্ত্রী আবদুল মোমেন খানকে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত ভাষনেও ২১ লক্ষ টন ঘাটতির কথা স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ বি.এন.পি. সরকারের শাসনামলে প্রথম থেকেই দেশে খাদ্য ঘাটতির ধারাটি ছিল অব্যাহত। ১৯৭৭-৭৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে এর পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন।[১৫] এর ফলে ৮২-র প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শুধু খাদ্যের দিকই নয় অর্থনীতির অন্য সকল ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৮১ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগ। এ সময় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় শতকরা মাত্র ১·৬ ভাগ।

১৯৮০-৮১ অর্থ বছরে দেশের রপ্তানী আয় দেখানো হয় মাত্র সাড়ে ১১শ কোটি টাকা। আমদানী ব্যয় দেখানো হয় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮ শ কোটি টাকা।[১৬] তেমনি ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতেও ১৯৮১-৮২ অর্থ বছরে ৬ মাসে বি.টি.এম.সি.-র ৫৬ টি কারখানা লোকসান দেয় ১৫ কোটি টাকা। স্বাধীনতার পর থেকে লোকসানের যে প্রক্রিয়া চলছিল বি.এন.পি.-র শাসন কালে তা অব্যাহত থাকে এবং এর ফলে অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়ে যে ৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই সরকার ৪ টি মিল বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।[১৭] এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো টি.সি.বি.। এই সংস্থা ১৯৭৮ এবং ১৯৮০ সালে ১ কোটি ৯২ লক্ষ ১৪ হাজার ডলার মূল্যের ৭৮ হাজার ৪ শত মেট্রিক টন বাতিল এম.এস. বিলেট আমদানী করে টি.সি.বি. দেশের সর্বনাশের কারণ ঘটিয়েছে।[১৮]

১৯৮২ সালে থেকেই দেশের পরিস্থিতি কি ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৮২ সালের ১২ ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ইত্তেফাক-এর উপ-সম্পাদকীয় প্রিয়-অপ্রিয় কলামে সত্যদর্শী লিখেছেন :

> দেশ গোল্লায় গেলেও নিজেদের গদি রক্ষাই যে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য তা না বললেই চলে। ব্যাপক দুর্নীতি, অক্ষমতা ও অবক্ষয় সরকারী প্রশাসনকে বর্তমানে এ ভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, তা এখন আর কারো কাছেই তেমন অজানা নয়। এ দিকে দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় সর্ব নিম্ন পর্যায়ে। রপ্তানী বাণিজ্যের ঘাটতির বোঝা বিপুল। ব্যালেন্স অব পেমেন্টের দায় নিয়ে হিম সিম খাওয়ার অবস্থা।
>
> এদিকে দেশের সামনে ভয়াবহ খাদ্য সংকট। এই খাদ্য ঘাটতিকে প্রথমে আমল দেয়া না হলেও এবং পাঁচ ছয় লাখ টন ঘাটতি হবে বলে ধারণা করা হলেও এখন বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঘাটতির পরিমাণ ২৮ থেকে ৩০ লাখ টন। এখন খাদ্য ঘাটতি মেটাতে হলে নগদ টাকায় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চাল কিনতে হবে। অথচ নগদ টাকায় চাল কেনা দূরের কথা বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডার প্রায় শূণ্য থাকায় নির্ধারিত আমদানী বাণিজ্যই ঠিক রাখা যায়নি। এল.সি. খোলা প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। এ অবস্থায় নগদ টাকায় চাল কিনতে হলে কি অবস্থা দাঁড়াবে তা অনুমান করতেও শংকিত না হয়ে পারা যায় না।
>
> দেশে হু হু করে জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মূল্য বৃদ্ধির শিকার এখন চাল। এ দিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। যার আয় যাই হোক না

Dhaka University Institutional Repository

কেন তা দিয়ে আর তার চলছে না। দেশের বাজেটের মতই পারিবারিক বাজেটও একেবারে অস্থির ও বিপন্ন। ক্রয় ক্ষমতার অভাবকে যদি দারিদ্র বলা হয় তা হলে দেশে দারিদ্রের সীমানা যে ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। অবশ্য এই অভাব অনটন ও সংকটের বাইরে আছেন তাঁরাই যারা ক্ষমতাসীন এবং যাঁরা ক্ষমতার আশে পাশে আছেন। দেশনা চললেও তাঁদের সব কিছুই যে চলছে সে কথা জানি। আর সে জন্যই আমরা যতোই দেশের সমস্যার কথা বলি আর দেশ চলছে না বলে হা-হুতাশ করি তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। কারণ এই দরিদ্র দেশে এই দুর্দিনেও ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও তাঁদের সাংগ পাংগদের দিন কাল ভালই চলছে। আর সেই আনন্দেই আপাততঃ তাঁরা নেচে বেড়াচ্ছেন।

একই ধরনের মন্তব্য তৎকালীন বাংলাদেশ উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মনোয়ার হোসেনের। তিনি বলেছিলেন, "আমরা এখন চূড়ান্ত পরীক্ষার পর্যায়ে। বৈদেশিক মুদ্রা প্রায় শূন্য পর্যায়ে। এক মাসের বেশী দিনের চাহিদা পূরণের মত আমদানীর পয়সা নাই। পয়সা যাদের কাছে পাইয়া আসিতেছিলাম তাহারাও আর পয়সা দিতে রাজী নয়। আমাদের দেখিলে তাহারা মুখ ঘুরাইয়া লয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদাদি যাহারা সাহায্য সহযোগীতা দিয়া আসিতেছিল তাহারাও বিভিন্ন প্রকারে তাহাদের খবরদারি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে জোরদার করিতেছে। রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। আমদানী হ্রাসের জন্য উৎপাদন গুরুতর ভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। ফলে রপ্তানী পণ্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই অবস্থায় বিদেশী সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন কৌশল ও তত্ত্বের শেষ পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। এই অবস্থায় দেশ বিদেশের বিশেষ সহায়তায় উত্তরনের পথ খুঁজিয়া পাইলে সুখের কথা, কিন্তু না পাইলে সমূহ বিপদ।"[১১]

অর্থনীতির এই দুরবস্থার প্রতিফলন রাজনীতিতেও ঘটে। ১৯৮২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইত্তেফাকে বলা হয়ঃ

১। দলীয় সংকট প্রশ্নে বি.এন.পি. চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট সাত্তার গতকাল সোমবার দলের সম্পাদক মন্ডলীর সহিত এক বৈঠকে মিলিত হয়।

২। বি.এন.পি.-র ৮ জন জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য বলেন মন্ত্রীত্ব রক্ষা কিংবা মন্ত্রীত্ব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া যাহারা তৎপর তাহাদের সহিত পার্টি কর্মীদের কোন সম্পর্ক নাই।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ বলেন, দলের গণতন্ত্রায়ন তারসাম্যের রাজনীতি, পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ধান চাউল সহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য হ্রাস সংক্রান্ত তাহাদের তিন দফা দাবী না মানিলে আসন্ন সংসদ অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের ভাষন অনুষ্ঠান বর্জন করা ছাড়া কোন বিকল্প নাই।

৪। সাবেক মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) নুরুল ইসলাম বলেন, দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক শূণ্যতার কারণেই জনগণের জীবনে সংকট ও অনিশ্চয়তাবোধ প্রবল হইয়াছে। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদটি পুরণ করা সম্ভব হইলেও নেতৃত্বের শূণ্যতা পুরণ হয় নাই।

বি.এন.পি.-র এই কোন্দল কলহ ও দেশের অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থার কারণে দলে মাস্তান ও গুন্ডাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ ইমদুর কথা বলা যায়। যার বিরুদ্ধে হত্যা সহ বহু মামলা ছিল তাকে একজন মন্ত্রীর (যুব মন্ত্রী আবুল কাশেম) বাড়ী থেকে পুলিশ ৬ ঘন্টা ঘেরাও করে গ্রেফতার করে। এর ফলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার জাতীয় সংকট নিরসন ও প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে ১১ই ফেব্রুয়ারী মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করে দেন। জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষন দান প্রসংগে তিনি মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্যের নিষ্ঠা, সততা ও ন্যায়পরায়নতা সম্পর্কে জনমনে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার কথা স্বীকার করেন।[২০]

কিন্তু বিচারপতি প্রেসিডেন্ট সাত্তারের পক্ষে এ সিদ্ধান্তে অটল থাকা সম্ভব হয় নি। তিনি সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ফলে বিভিন্ন চাপের মুখে দেশে সামরিক শাসন আসে এবং বাতিল মন্ত্রী পরিষদই নতুন করে শপথ নিলেন। ২৪ শে মার্চ সাত্তার ক্ষমতা হতে অব্যাহতি নেন এবং জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন জারী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এ ভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং বি.এন.পি. সরকারের ক্ষমতার অবসান ঘটে।

---

* অবশ্য প্রেসিডেন্ট সাত্তার অস্ত্রের ভয়ে একথা নিজে বলেছিলেন যা পরে তিনি মৃত্যুর পূর্বে বি.এন.পি'র এক সভায় স্বীকার করেন যে, অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে ঐ কথা বলানো হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "আশির দশকে বাংলাদেশ", ঢাকা, ভাষা প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৫।

২। ইত্তেফাক, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৭।

৩। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণা পত্র ও কর্মসূচী শীর্ষক পুস্তিকা, মওদুদ আহমেদ কর্তৃক জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের পক্ষে, ৩২ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৭৮।

৪। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের ঘোষণা পত্র শীর্ষক পুস্তিকা, ১৯৭৮।

৫। Talukder Maniruzzaman, "The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, Dhaka: Bangladesh Books International Ltd., 1980, p.226.

৬। পার্টির আদর্শ শীর্ষক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পুস্তিকা, ১৯৭৮।

৭। আ. স. ম. আবদুর রব, প্রতিরোধের কৌশল ও পদ্ধতি। ১৯৮৪, (পুস্তিকা) পৃষ্ঠা ২১-২৩।

৮। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্তিকা ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী, ১৯৮০।

৯। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনোপলক্ষ্যে নাগরিক কমিটি প্রকাশিত প্রচার পত্র।

১০। Azizul Haque, "Bangladesh 1979: Cry for a Sovereign Parliament," Asian Survey, Vol.XX, No.2, February, 1980, p.221.

১১। দেখুন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯।

১২। The Times, June, 19, 1980. The Financial Times, December 14, 1979, The New York Times, November 24, 1981.

Dhaka University Institutional Repository

১৩। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ও ৭ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

১৪। 'চতুরঙ্গ', দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

১৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ও ৭ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

১৬। ঐ ৭ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

১৭। ঐ ৫ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

১৮। ঐ ৪ ও ৬ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

১৯। ঐ ১ লা জানুয়ারী, ১৯৮২।

২০। প্রেসিডেন্ট সাত্তারের ভাষন, দৈনিক বাংলা, ১২ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তরকালীন দফার রাজনীতি : এরশাদ আমল

১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ জেনারেল এরশাদ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে দুটো বড় দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়। এক, সদ্য নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে আসার অর্থ কেবল একটি দল নয় পরোক্ষে সব দলের বিরুদ্ধেই অনাস্থা ঘোষণা করা, যে কারণে দেখা গেছে প্রথমে কারো কারো কিছুটা সমর্থন থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রায় সব দলই সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। দুই, দায়িত্ব নিতে হয় ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতি, অদক্ষ প্রশাসন ও দুর্নীতির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার। অর্থাৎ একদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর বিকল্প হিসেবে দাঁড়াবার, অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আগের চেয়ে অধিকতর যোগ্য নেতৃত্ব দেবার। আবার, অরাজনৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করার তৃতীয় দায়িত্বটিও ছিল।[১]

রাজনীতি ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। ফলে রাজনৈতিক দল গঠনের কথা চিন্তা করতে হয়েছে। যদিও জেনারেল এরশাদ বিভিন্ন সময় বলেছেন সামরিক পোশাকে তিনি রাজনীতি করবেন না। যেমন, ১৯৮২ সালের ১লা এপ্রিল ঘোষণা করেছেন, "আমার রাজনৈতিক অভিলাষ কোনদিন ছিল না। সামরিক পোশাকে রাজনীতি করার ইচ্ছা আমার নাই।"[২] আবার ১৯৮৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বলেছেন, "আমার কোন রাজনৈতিক অভিলাষ নেই। কতিপয় লক্ষ্য অর্জনের পর নির্বাচিত সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করব।"[৩] কিন্তু তার পরেও বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বলতে দেখা গেছে, "দায়িত্ব ভার নেবার পর উপলব্ধি করছি এখানে পদে পদে রাজনীতি। রাজনীতি করব কিনা চিন্তা ভাবনার অবকাশ পাইনি। সৈনিক জীবন শেষে জাতীয় প্রয়োজনে রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছি।"[৪]

তবে জেনারেল জিয়ার মত সহজে রাজনৈতিক দল গঠন করা এরশাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জেনারেল এরশাদের শাসন আমলে দফা ভিত্তিক রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরশাদ নিজে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে রাজনীতি শুরু করেন। অন্য দিকে বিরোধী দলগুলিও যুগপৎ ভাবে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে আন্দোলন শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের শাসন আমলে তিনি নিজেই প্রথম (১৯৮৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী) ৩ দফা কর্মসূচী নিয়ে দফার রাজনীতি শুরু করেন। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেন। যেমন ঃ[৫]

১। সর্বস্তরে আইন প্রনয়ন ও আইন প্রয়োগকারীদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। সংবিধানে এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে। কারণ, শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া সুষ্ঠু গণতন্ত্র কিছুতেই সফল হতে পারে না।

৩। সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে ব্যাঙের ছাতার মত রাজনৈতিক দলের জন্ম না হয়। প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনে জনগণের প্রদত্ত নুন্যতম ভোট না পেলে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অবাস্তিত হবে।

এরপর ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে আসে ১০ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৮৩ সালের ১৬ই মার্চ গণ-মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১০ দফার ভিত্তিতে দুর্বার ছাত্র-গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। এই ১০ দফা কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ[৬]

১। (ক) একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায় সংগত আন্দোলনে ১৪ থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বর্বোরোচিত হত্যাকান্ড ও নিপীড়নের আশু তদন্তের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক ও আইনবিদদের সমন্বয়ে একটি নিরপেক্ষ আনু কমিশন গঠন করে নিহত, আহতদের পূর্ণ তালিকা ও প্রকৃত ঘটনা সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। এ নৃশংস হত্যাকান্ড ও নির্বিচারে গণনির্যাতনের জন্য দোষী ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দিতে হবে। শহীদদের পরিবারবর্গকে এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

(খ) ইতিপুর্বে সামরিক আইনে ৭ বছর সাজাপ্রাপ্ত ৩ জন ছাত্রসহ সারাদেশে এ আন্দোলনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতারকৃত সকল বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ সকল ছাত্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ, দমননীতি স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে। ৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসহ বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ চালু করতে হবে।

২। (ক) সামরিক সরকার ঘোষিত ডঃ মজিদ খানের গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে।

(খ) স্বাধীনতাত্তোর গঠিত সকল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, থিসিস, একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবকসহ সকল মহলের মতামত নিয়ে ও পর্যালোচনা করে সাধারণ মানুষের শোষণ মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক, অসম্প্রদায়িক, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি প্রনয়ন করতে হবে।

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী, গ্রাম শহর সহ সকল (কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেনসিয়াল স্কুল ইত্যাদি) বৈষম্য দুর করে সারা দেশে একই ধরণের শিক্ষানীতি চালু করতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(ঘ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এবং পর্যায়ক্রমে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে হবে।

(ঙ) নিরক্ষরতা দুরীকরণে ও বয়স্ক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে শিক্ষাদান ও সচেতন করতে হবে।

(চ) শিক্ষার্থীদের সৎ, আদর্শবান ও বঞ্চিত মানুষের আন্দোলনের সৈনিক এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও জাতীয় বিকাশের জন্য নিবেদিত প্রাণ, সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করতে হবে। পাঠ্যসূচীতে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, জাতীয় গৌরব গাঁথাসমূহ এবং গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের ইতিহাস ও চেতনাসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে।

(ছ) জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমান বাড়াতে হবে।

(জ) শিক্ষক সমাজের সামাজিক মর্যাদা, বুদ্ধি, তাঁদের মেধা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমকে সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে কাজে নিয়োগের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। (ক) রেল, বাস, লঞ্চ, স্টীমারসহ সকল যানবাহনে ছাত্র/ছাত্রীদের ৫০ পারসেন্ট কনসেশন দিতে হবে। হল, হোস্টেল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন সমূহে পর্যাপ্ত পরিমানে সাবসিডি দিতে হবে। সরকারী উদ্যোগে সাবসিডি দিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই, পুস্তক, খাতা, কলম, কালিসহ সকল শিক্ষা উপকরণ সুলভমূল্যে সরবরাহ করতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত শিক্ষা উপকরণ ট্যাক্স ফ্রি করতে হবে। বোর্ডের বই নিয়ে কেলেংকারী বন্ধ করে দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সন্তানদের হাতে বই পৌঁছানোর নিশ্চিয়তা বিধান করতে হবে।

(খ) বৃত্তির পরিমান ও সংখ্যা বাড়াতে হবে। আর্থিক কারণে যাতে কোন ছাত্রের শিক্ষাজীবন বিঘ্নিত হয়ে না যায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ছাত্র জীবনে স্বল্পকালীন চাকুরী দিতে হবে।

(গ) দেশের জনসংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে নিম্নতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। এবং এ লক্ষ্যে ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরী, হল, হোস্টেল নির্মানপূর্বক প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ধিত করতে হবে।

(ঘ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ্য ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং ছাত্র-শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে সংসদসমূহের নির্বাচন দিতে হবে।

(ঙ) শিক্ষা জীবন শেষে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর চাকুরীর নিশ্চয়তা দিতে হবে। চাকুরী প্রদান না করা পর্যন্ত প্রত্যেককে বেকার ভাতা দিতে হবে। সরকারী চাকুরীর বয়স সীমা ৩০ বছরে নির্ধারন করতে হবে।

(চ) মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমস্যামুক্ত ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৪। (ক) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ অবাধ রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৭২ সালের সংবিধানে (চতুর্থ সংশোধনীর পুর্ব পর্যন্ত) ভিত্তিতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(খ) সাজা প্রাপ্ত ও বিচারাধীন সকল ছাত্র, রাজবন্দীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইনে কাউকে আটক রাখা চলবে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র হত্যার বিচার চাই।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) নিবর্তনমূলক ঔপনিবেশিক কারা আইন ও ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করতে হবে। সকল সামরিক আদালত ও সামরিক আইনে দন্ডিত ব্যক্তিদের আপিল ও রিভিউর সুযোগ দিতে হবে।

(ঘ) অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট বাতিল করতে হবে।

(চ) রাষ্ট্র পরিচালনায় ও নীতি নির্ধারনে শ্রমিক কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের মতামত ও অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(ছ) ঘুষ, দুর্নীতি গ্রহণের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের পরিবর্তন করে জনগণের শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

৫। (ক) খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দাম, দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক মন্দা দুর করতে হবে। সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্য আমদানী বন্ধ করতে হবে।

(খ) চিকিৎসা, যানবাহন ও বাসস্থানের মত প্রয়োজনীয় খাতে সরকারী অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। (ক) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা গণচেতনা ও আকাঙ্খাকে সমুন্নত রাখতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে। এ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে মেহনতী মানুষের শোষণ মুক্তি ও সামজতন্ত্রের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে।

৭। (ক) বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি প্রত্যাহার করতে হবে এবং দুর্নীতি ও অযোগ্যতাকে দুর করে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতকে আরও লাভজনক করতে হবে। সব দেশের সাথে সম্পাদিত সকল সমমর্যাদাহীন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। লগ্নি, পুঁজি, বহুজাতিক করপোরেশনের অবাধ লুন্ঠন বন্ধ করতে হবে।

(খ) কারখানা থেকে শ্রমিক ছাঁটাই ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। দ্রব্য মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিক কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন নির্ধারন এবং শ্রমিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের ধর্মঘটসহ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ও শ্রেণী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর ন্যায়সংগত দাবিসমূহ মানতে হবে।

(গ) গরীব, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেত মজুরদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আমূল ভূমি সংস্কার করতে হবে। সার কীটনাশক ঔষধ, ডিজেল পাওয়ার পাম্প, বীজসহ সকল কৃষি উপকরনের দাম কমাতে হবে। গরীব ও প্রকৃত কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ক্ষেত মজুর ও কৃষি শ্রমিকদের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা, দ্রব্য মূল্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ও উপযুক্ত মজুরী, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও রেজিস্ট্রেশন, কাজের ঘন্টা নির্ধারন ও রেশনিং ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বিভিন্ন কৃষক ও ক্ষেত মজুর সংগঠনের ন্যায্য দাবিসমূহ মানতে হবে।

(ঘ) শিক্ষক, সাংবাদিক, চাকুরীজীবী, কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক, পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিসমূহ মানতে হবে। প্রত্যেক পেশার মানুষের জীবনে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৮। (ক) সরকারী ও বেসরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্খার সাথে সামঞ্জস্যহীন কুরুচিপূর্ণ অপসংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারনা বন্ধ করতে হবে। জাতীয় আশা আকাঙ্খার বিশেষতঃ শ্রমজীবী জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে এবং গণমুখী শিল্প সংস্কৃতি প্রসার ও সুস্থ্য ও গতিশীল চলচ্চিত্র নির্মান নাট্য আন্দোলন ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনুদান দিতে হবে এবং উন্মুক্ত জাতীয় মঞ্চ নির্মান করতে হবে।

৯। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয়, সংখ্যালঘু সমূহের স্বকীয়তার স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০। সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল বৈদেশিক নীতির বর্তমান ধারা বাতিল করে স্বাধীন ও সক্রিয় জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে। ফিলিস্তিনসহ সকল মুক্তি সংগ্রামে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এবং ইহুদীবাদ, বর্ণ বৈষম্যবাদ, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ বিরোধী কঠোর নীতি গ্রহণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে কারাক্কা, তালপট্টিসহ প্রতিবেশী দেশ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

ছাত্রদের এই ১০ দফা কর্মসূচী নিয়ে তারা বিভিন্ন সময় ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল এবং ঘেরাও এর মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

এরপর আসে এরশাদের ১৮ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী। এই ১৮ দফা কর্মসূচীকে তিনি জাতীয় সংকট উত্তরনের একটি ম্যাগনাকার্টা বলে অভিহিত করেন যা তাঁর সরকার চালনা ও সরকারের চরিত্রগত কাঠামো সম্পর্কিত একটা দর্শন। এতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কিত ব্যাখ্যা রয়েছে। বলা চলে এরশাদ তাঁর শাসন ব্যবস্থা এই ১৮ দফার উপর ভিত্তি করেই পরিচালনা করেন। অন্যদিকে বিরোধী মহল মন্তব্য করেন যে সরকার ১৮ দফার নামে এক তরফা রাজনীতি করছিলেন। এ প্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে সামরিক শাসনের বিরোদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এর মধ্যে প্রথমে দেখা যায় ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের ১১ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী। ১৫ দলীয় জোট ১৯৮৩ সালের ৯ই এপ্রিলকে দাবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে ৭ই এপ্রিল এই ১১ দফার কথা ঘোষণা করেন। এই ১১ দফা ছিল :[৭]

১। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়া বাক, ব্যক্তি, সংগঠন ও মত প্রকাশের অধিকারসহ জনগণের সকল গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা।

২। রাজনৈতিক তৎপরতার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৩। সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৪। চতুর্থ সংশোধনীর পূর্ববর্তী ৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তার ভিত্তিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৫। স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করা চলিবে না।

৬। শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, ক্ষেতমজুরসহ সকল শ্রমজীবী ও শোষিত বঞ্চিত সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে নিহত ও আহতদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান।

৮। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাতিল।

৯। সকল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ খুলিয়া দিয়া শিক্ষাঙ্গনের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনা ও ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান।

১০। ১৫ দলের কেন্দ্রীয় নেতা সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোয়াহা, আওয়ামী লীগের কর্নেল (অবঃ) শওকত, কমিউনিষ্ট পার্টির মনমথ দে, জাসদের গোলাম মোস্তফা ও আবদুল মতিনসহ আটক সকল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত তিন জন ছাত্র সহ আটক সকল ছাত্রের মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সামরিক বিধির মামলা প্রত্যাহার।

১৫ দলীয় ঐক্যজোট ১১ দফার প্রেক্ষিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ এবং আন্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনাকে সংগঠিত করার জন্য ১ই এপ্রিল ১৯৮৩ দেশব্যাপী দাবী দিবস পালন করেন। এই দফাগুলির অধিকাংশই তৎকালীন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে রচিত। এর পর আসে ঐতিহাসিক ৫ দফা ভিত্তিক গণ আন্দোলন। বিরোধী দলগুলি জোটবদ্ধ হয়ে ৫ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৮৩ সালের ৫ই সেপ্টম্বর বি.এন.পি.-র নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট ৫ দফা দাবী নামায় স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটও ৫ দফা দাবীর কথা ঘোষণা করেন এবং সেই থেকে ২২ দলের যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয় এবং বাংলাদেশে দফার রাজনীতিতে ৫ দফার আন্দোলন যুগান্তর ঘটায়। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী হুবহু ৫ দফা গ্রহণ না করলেও যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ফলে এই আন্দোলন জাতীয় ঐক্যের চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ৫ দফা দাবীনামা ছিল নিম্নরূপ :[৮]

১। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২। অবিলম্বে দেশে মৌলিক অধিকার সহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। দেশে অন্য যেকোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই আগামী শীত মৌসুমের মধ্যেই সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসাতে হবে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সকল জাতীয় ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল মাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্য কারো নয়।

৪। রাজনৈতিক কারণে আটক, বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫। মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার বিচার, দোষীদের শাস্তি, নিহত আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫ দফা আন্দোলনের প্রথম বিজয় আসে সরকার যখন ১৯৮৪ সালের ২৪শে মার্চ উপজেলা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। আন্দোলনকারীরা উপজেলা নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে বাধা দিলেন। যদিও এর আগে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনে বাধা দেন দি। আন্দোলনকারীদের অনেকে উপজেলা পদ্ধতিকে স্বীকার করেও নির্বাচনকে বিরোধীতা করেন। কেননা ৫ দফার আসল কথা সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন। তাই নির্বাচন বর্জনের আন্দোলন চলতে থাকে। সরকার সংলাপের প্রস্তাব দেয়। কিছু দল সংলাপে অংশ নেয়। কিন্তু আন্দোলন চলতে থাকে। এরপর সরকার একই সংগে সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ২৭শে মে ৮৪ তারিখ ধার্য করেন। এ ক্ষেত্রেও বর্জনের আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের মুখে ১৮ই মার্চ ১৯৮৪ উপজেলা নির্বাচন স্থগিতের কথা ঘোষণা করা হয় এবং সরকার পুনরায় সংলাপের প্রস্তাব দেয়। এবার রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ কিছু পূর্বশর্ত জুড়ে দিয়ে সংলাপে অংশ গ্রহণে সম্মত হয়। সরকারও পূর্বশর্তগুলো মেনে নেয়। বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সাথে সংলাপের জন্য ১৯৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখ ও সময় নির্ধারন করেন। কিন্তু ৭ দল বা বি.এন.পি.-র কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি ঢাকার বাইরে চলে যান। এর পর খবর পাঠালেন বি.এন.পি. নেতা মীর্জা গোলাম হাফিজের বাসায় সবাইকে অপেক্ষা করতে সেখানে থেকে এক সংগে রওয়ানা হবে বলে। কিন্তু রাত ১২ টার সময় শোনা গেল তিনি বি.এন.পি. অফিসে আছেন। ৭ দলীয় নেতারা গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেখলেন একদল তরুনদের দাবী তাদের নেতার মুক্তি ছাড়া সংলাপে যাওয়া হবে না। বেগম জিয়া জানালেন 'ছেলেদের এই মনোভাবের সামনে কি করে সংলাপে যাই।' বংগ ভবনে যোগাযোগ করা হলো। রাষ্ট্রপতি ঘটনা শুনে জানালেন সেই নেতাকে মুক্তি দেয়া হবে পরদিন সকালেই। কিন্তু বেগম জিয়া অনড় থাকলেন। অবশেষে ঐ রাত একটায় ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বংগ ভবনে গিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন। সংলাপের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলো। দ্বিতীয় সংলাপের সময় নির্ধারিত হলো ৯ই এপ্রিল। আগেই স্থির হয়েছিল বেগম জিয়া লিখিত বক্তব্য পেশ করবেন এবং আলোচনা চলবে আলোচনার কৌশলগত দিকও স্থির করা ছিল এবং কথা ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত এবং ২৭শে মে তারিখেই সংসদ নির্বাচনের জন্য চাপ দেয়া হবে। নির্দিষ্ট দিনে ৭ দল সংলাপে গেল। কিন্তু ঘটনা মোড় নিল অন্যভাবে। বেগম জিয়া বসতেই চাইলেন না কারণ আতাউর রহমান খান যেখানে আছেন সেখানে তিনি বসবেন না। ফলে সংলাপ হলো না। নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে গেল। তবে সংলাপ আনুষ্ঠানিক ভাবে না হলেও ঐ দিন ৭ দলীয় ঐক্য জোটের পক্ষ থেকে বি.এন.পি. চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া ৫ দফার ব্যাখ্যা হিসেবে ৩৩ টি উপ-দফা সম্বলিত ১২ দফা দাবী পেশ করেন। ১২ দফা ছিল নিম্নরূপ :[৯]

১। সামরিক আইন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে :

(ক) অনতিবিলম্বে সকল বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ সামরিক আইন আদালত ও সংক্ষিপ্ত সামরিক আইন আদালত বিলুপ্ত করতে হবে।

(খ) যে সব মামলা এখনও (ক) উপ-ধারায় বর্ণিত সামরিক আদালতসমূহে বিচারাধীন রয়েছে, তা অবিলম্বে সাধারণ বেসামরিক আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তর করতে হবে।

(গ) সমস্ত জিলা সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর এবং ক্ষমতা অবিলম্বে বিলোপ করতে হবে।

(ঘ) উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকদ্বয়ের পদবী, ক্ষমতা ও দফতর অনতিবিলম্বে বিলোপ করতে হবে এবং বেসামরিক প্রশাসনে তাদেরকে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের এবং উপ-আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকদের পদবী, ক্ষমতা ও দফতর বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে।

(চ) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থাপনা, কোন কাজ বা অন্য কোন রকম বিষয়ে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২। আগামী ২৭শে মে নির্ধারিত তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে হবে ঃ

(ক) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্থগিত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে জারীকৃত সামরিক আইন ঘোষণার (Proclamation) প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করতে হবে।

(খ) প্রার্থী, ভোটার ও সংশ্লিষ্ট সকলের মনে আস্থা সৃষ্টি এবং সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন এবং তাদের কাজে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে স্থগিত সংবিধানের ১১৮(৪), ৩১(১) অনুচ্ছেদ সহ সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও বিধানগুলো অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

(গ) ১৯৮৪ সালের ৭ই মার্চ তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সি.এম.এল.এ.-র ১৯৮৪ সালের ১ নং আদেশ, যা সংবিধান আংশিক পুনরুজ্জীবন আদেশ নামে অভিহিত, তার ২ নং অনুচ্ছেদের উপ-ধারা (এ) থেকে (আই) পর্যন্ত বাতিল করতে হবে। কারণ স্থগিত সংবিধানের ৭২ এবং ৭৪ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। কিন্তু আদেশে বর্ণিত সংশোধনীগুলোতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে জাতীয় সংসদ আহ্বান, এমন কি, জাতীয় সংসদের স্পীকার নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ সংশোধনী স্থগিত সংবিধানের উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদ দু'টির পরিপন্থী।

(ঘ) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে সামরিক বাহিনী প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেয়া উচিত।

(ঙ) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের কোন সদস্য মন্ত্রী থাকাকালে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) The Representation of the people (Amendment) Ordinance 1984 (Ord. No.II of 1984) এর ৩ নং ধারা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। কারণ, এ সংশোধনীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত ২,০০০·০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০,০০০·০০ টাকা করা হয়েছে।

(ছ) The Presidential Election (Amendment) Ordinance, 1984 (Ord. No.II of 1984) এর ৩ নং ধারা বাতিল করতে হবে। কারণ, এ সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীর জামানত ৫,০০০·০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০,০০০·০০ টাকা করা হয়েছে।

(জ) Proclamation Order 1 of 1984 এর (বি) ধারা বাতিল করতে হবে।

৩। (ক) সহগিত সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble) এবং সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ও মানবাধিকার (৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ) অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

(খ) মৌলিক অধিকার সমূহ (সংবিধানে বর্ণিত ২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ) পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং সংবিধানের ১০২ ধারায় বর্ণিত সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের রীট ক্ষমতা (Jurisdiction) পুনর্বহাল করতে হবে।

(গ) সহগিত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

৪। যে সকল প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যকে বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছে তাদের দন্ডাদেশ, রায় ও হুকুম বাতিল এবং সকল প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিচারাধীন মামলা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। প্রাক্তন মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় যে সকল সরকারী কর্মচারী বা নাগরিক সহ আসামী হিসেবে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারা ভোগ করছেন তাদের অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৫। (ক) নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সকল প্রার্থীকে সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

(খ) নির্বাচনে বিমান, সরকারী যানবাহন, ট্রেন ইত্যাদিতে সকল প্রার্থীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমান সুযোগ দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বিমান বন্দর, নদী বন্দর, ফেরী, রেলওয়ে স্টেশন ও অন্যান্য বিশ্রামাগারে সব প্রার্থীকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সমান সুযোগ দিতে হবে।

(ঘ) নির্বাচনে সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। সরকারী যানবাহন সরকার দলীয় প্রার্থীদের রাজনৈতিক প্রচারনায় ব্যবহার করা চলবে না।

(ঙ) সংবাদপত্রে খবর ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনকালে নিরাপত্তার বিধান করতে হবে।

(চ) রেডিও, টেলিভিশন ও সরকারী প্রচার মাধ্যমে সকল দল ও প্রার্থীর সংবাদ ও বক্তব্য প্রকাশ এবং প্রচারের সময়ে সুযোগের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

(ছ) নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সকল প্রার্থীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টেলিফোন সংযোগ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৬। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়নের অধিকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরই ন্যাস্ত থাকা অপরিহার্য। এমতাবস্থায়, সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতি বাতিল করতে হবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি পরিবর্তন বা সংস্কারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭। ১৯৮৩ সালের ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র আন্দোলন থেকে ৫ দফা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী দমননীতির ফলে দেশের যে সব ছাত্র শিক্ষক, রিকশা চালক, শ্রমিক, নাগরিক বীর সন্তান শহীদ হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন, তাদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ ও তাদের পরিবার পরিজনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং দায়ী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

৮। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, আইনজীবী, সাংবাদিক শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাজীবী জনগণের ন্যায় সংগত দাবী দাওয়া পূরণ করতে হবে এবং শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৯। সামরিক সরকার কর্তৃক আটককৃত রাজনৈতিক দলসমূহের তহবিল অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে।

১০। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত এবং বিচারকদের নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১। সংবাদপত্রে সকল খবর ও মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১২। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবনতি জনজীবন দুঃসহ করে তুলেছে। অবিলম্বে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সংগতি রেখে দ্রব্যমূল্যের হ্রাস এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ও জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

৭ দলীয় জোটের এই ১২ দফা বিশ্লেষনে দেখা যায় সামরিক শাসনের শাখা প্রশাখা গুটিয়ে সামরিক আইনের মধ্যে নির্বাচন করার ইচ্ছে তাদের আছে। এই জোটের শরীক কোন কোন দল যেমন ইউ.পি.পি., গণতান্ত্রিক পার্টি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামরিক আইন অবসানের চেষ্টাও করতে থাকে। কিন্তু বি.এন.পি.-র চেয়ারম্যান নির্বাচনে যেতে রাজী হলেন না।

অন্য দিকে ১৫ দল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১১ই এপ্রিল ১৯৮৪ সংলাপে গেলেন। আগে তারা নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না এবং সংলাপে গিয়েও তারা নির্বাচনের ব্যাপারে নীরব থাকলেন। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীসহ দলীয় নেতা ও কর্মীদের মুক্তি দাবী সহ নতুন করে ৫ দফা দাবী করলেন। দাবীগুলো ছিল :[১০]

১। সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র নেতার কারাদন্ড মওকুফ করতে হবে।

২। বিশ্বজিৎ নন্দীসহ সামরিক আইনে মৃত্যুদন্ড ও বিভিন্ন মেয়াদী দন্ডপ্রাপ্ত নেতা ও কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সামরিক আইনে দন্ডপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে হাইকোর্টে আপীলের সুযোগ দিতে হবে।

৩। ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার উপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করে জারীকৃত আই.আর.আর. ও (৮২) বাতিল করতে হবে।

৪। আদমজীর শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলাম হত্যার আসামীদের গ্রেফতার করতে হবে ও তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ে সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই ৫ দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৫ দলের স্বার্থেই দাবীগুলো করা হয়েছে। সরকার এই দাবী মেনে নেয় এবং ১৫ দলীয় নেত্রী সংলাপ ফলপ্রসু হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য রাখেন। কিন্তু ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় উভয় জোট সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের কথা তুলে এবারও নির্বাচন বর্জন করে। এই দাবীর আলোকে ১৯৮৪ সালের ৮ই ডিসেম্বর সরকার শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু এবারও প্রধান প্রধান বিরোধী দল ও জোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং যুক্তি উত্থাপন করে যে সামরিক আইনের উপস্থিতিতে কোন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। তারা দাবী করল নির্বাচনের আগে সামরিক আইন তুলতে হবে এবং তারপর নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। এ পর্যায়ে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবী সর্বাগ্রে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবীতে পরিনত হয়। অর্থাৎ ৫ দফার দাবী এক দফার দাবীতে পর্যবসিত হয়। ফলে রাজনৈতিক মেরুকরনের ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। তাদের এই দাবীর মধ্যে স্ববিরোধীতা দেখা যায়। যেমন তারা বলছেন আগে সামরিক আইন তুলতে হবে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে এবং সেই নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ক্ষমতা হস্তান্তর কিভাবে হবে সেই নিয়ে। কারণ প্রথমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায় কেননা সামরিক আইন প্রত্যাহারের সাথে সাথে তাৎক্ষনিকভাবে সংবিধান পুনরুজ্জীবিত ও বলবৎ হয়ে যায়। সে জন্য সামরিক আইন প্রত্যাহারের সাথে সাথে সংবিধান মোতাবেকই সরকার গঠিত হতে হবে। সংবিধানে আছে রাষ্ট্রপতি আর রাষ্ট্রপতি না থাকলে উপ-রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর উপরাষ্ট্রপতি না থাকলে স্পীকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে নতুন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় আসবেন। এখানে অর্থাৎ সংবিধানে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দুটি উপায় রয়েছে ঃ

১। সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সেই সাথে সংবিধান বাতিল করা।

২। সামরিক আইনের আর এক প্রোক্লেমেশনের মাধ্যমে একটি সরকার গঠন করা।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এর একটিও দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। কেননা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সংবিধান বাতিল করলে দেশের চরম বিশৃংখলা দেখা দিবে। আর দ্বিতীয়টি করলে সত্যিকার অর্থে সামরিক আইন প্রত্যাহার হয় না। তবে এখানে সামরিক আইন প্রত্যাহার সমস্যার একটি সমাধান ছিল। যদি আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাত্তারের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পন করার দাবী তোলা হতো তা হলে সব ধরণের জটিলতা পরিহার করা যেত। এবং এই গণতান্ত্রিক দাবীটি ৭ দল ও ১৫ দলের পক্ষে করা সংগত ছিল। কিন্তু এ দাবী কোন পক্ষ থেকেই করা হয়নি। বরং কোন একজন বি.এন.পি. নেতা বক্তৃতা প্রসংগে বিচারপতি সাত্তারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার কথা তুললে আওয়ামী লীগ এর বিরোধীতা করে। আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বললেন, 'ক্ষমতা হস্তান্তর করলে করতে হবে ৭৫ এর পূর্ববর্তী সরকারের কাছে।' অন্য দিকে যে বি.এন.পি. থেকে সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তারাও এর স্বপক্ষে কোন কথা বলেন নি। কারণ তাদের দলের ভেতরেও তখন দ্বন্দ্ব চলছিল। বিচারপতি সাত্তার বেগম জিয়ার চেয়ে বি.এন.পি. নেতা শাহ্ আজিজকে বেশী পছন্দ করতেন। তাই ৭ দলীয় নেত্রী বেগম জিয়া সাত্তারের হাতে ক্ষমতা দেবার পক্ষপাতি ছিলেন না। রাজনীতির এই চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে জাতীয় ফ্রন্ট নামে ঐক্যজোট ৪ দফা দাবী নিয়ে রাজনৈতিক অংগনে আবির্ভূত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ই আগষ্ট এই দফাগুলো ঘোষণা করা হয়। এই ফ্রন্টের ৪ নং দফায় বলা হয়েছে যে ফ্রন্ট তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নলিখিত আশু পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে ঃ

(ক) জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(খ) জাতীয় নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল ও শক্তির অংশ গ্রহণের পথ সুগম করার জন্য অবিলম্বে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালুর ব্যবস্থা করা।

(গ) জাতীয় নির্বাচন শেষে নির্বাচিত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন কালে সামরিক আইন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সামরিক আইনের প্রশাসনিক শাখাসমূহ সংকুচিত করিয়া ১৯৮৫ সালের ১লা মার্চের পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) স্থগিত সংবিধানের মৌলিক ও মানবিক অধিকার এবং হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার সংক্রান্ত ধারাসমূহ পুনরুজ্জীবন।

(ঙ) রাজনৈতিক কারণে আটক সকল দেশপ্রেমিক বন্দীর মুক্তি দান।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ নির্বিঘ্ন করা।

এই ফ্রন্ট প্রেসিডেন্ট এরশাদের নীতি ও কর্মসূচীর সাথে একমতা ঘোষণা করে। ফ্রন্ট মনে করে যে, বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, জাতীয়করণকৃত শিল্প খাত হইতে পুঁজি প্রত্যাহার, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, শিল্প শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারন, ফৌজদারী দন্ডবিধি ও শ্রম আইনের সংশোধন, ঔষধনীতি প্রনয়ন প্রভৃতি সংস্কারমূলক সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী পরিবর্তনের সুচনা করিয়াছে। তারা দৃঢ়তার সংগে এ আশ্বাও পোষণ করে যে, সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ গণতন্ত্রে যে উত্তরণ সম্ভব হয় নাই, জাতীয় ফ্রন্ট সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তায় ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই উত্তরণ সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। তাদের মতে উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও আদর্শ অর্জনের জন্য গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠাই হইবে এই মুহূর্তের প্রধান কাজ।

জাতীয়ফ্রন্টের এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (বি.এন.পি.), জাস্টিস বি.এ. সিদ্দিকী (মুসলীম লীগ), মিজানুর রহমান চৌধুরী (জনদল), ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ (নির্দলীয়), শামসুল হুদা চৌধুরী (জনদল), সিরাজুল হোসেন খান (গণতান্ত্রিক পার্টি), কাজী জাফর আহমেদ (ইউ.পি.পি.), ব্যারিষ্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী (বি.এন.পি.), এ.কে.এম. মাঈনুল ইসলাম (বি.এন.পি.), আনোয়ার জাহিদ (গণতান্ত্রিক পার্টি), মোস্তফা জামাল হায়দার (ইউ.পি.পি.), সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী (মুসলিম লীগ), এবং আনোয়ার হোসেন (নির্দলীয়)।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ক্রুক একটি মন্ত্রীসভা গঠন করে। এই মন্ত্রীসভা প্রথমেই শিক্ষাংগনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয় এবং তার ফলে দীর্ঘ ৫ মাস সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের ২০ দিন পর ১৯৮৫ সালের ২৩শে জুলাই খোলা হয়। ১লা অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী অবাধ রাজনীতি চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। অবাধ রাজনীতি প্রবর্তনের সাথে জাতীয় ক্রুকের বিলুপ্তি ঘটে এবং এই দিন থেকেই ক্রুক একক রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক অংগনে আবির্ভূত হয়। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এদিকে বিরোধী দলগুলো তখন একই সাথে নির্বাচনের দাবী করে আবার ক্ষমতা হস্তান্তরেরও দাবী তোলে। কিন্তু সরকার সে দাবীর প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে উপজেলা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। বিরোধী দল ও জোটগুলো এবারও দলীয় ভাবে নির্বাচন বর্জন করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বি.এন.পি. প্রার্থী ছিল ২৬৩ জন এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী ২২৩ জন। দল থেকে প্রথমে প্রার্থীদের বহিস্কারের হুমকি দেয়া হয় কিন্তু নির্বাচনের পর তা কার্যকর করা হয় না। উপজেলা নির্বাচনের এই অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার পুনরায় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা করেন। এবারও পূর্বের ন্যায় বর্জনের আয়োজন চলতে থাকে। এক পর্যায়ে দুই জোট নেত্রী ১৫০+১৫০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বলেন। কিন্তু আইন করে সে প্রচেষ্টা থেকে তাদের বিরত রাখা হয়। তারপর ২১শে মার্চ প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দান কালে ঘোষণা করেন যে, বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তিনি কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এর মধ্যে ছিল : (১) নির্বাচনের তারিখ পেছানো, (২) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মন্ত্রীদের পদত্যাগ, (৩) তাঁর নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি। এর সাথে তিনি হুশিয়ারীও দিলেন যে ২২শে মার্চ সকালের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই নির্বাচন বর্জনের জন্য ২২ শে মার্চ হরতাল ডাকা হয়। কিন্তু ১৫ দলের কয়েকটি মাত্র দল একত্রে বসে রাত ৩ টায় ঘোষণা দেন যে তারা নির্বাচনে যাবেন। এই প্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ ৬ই এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ই মে ধার্য করা হয়। নির্বাচনে ১৫ দলের ৮ টি দল, জামাত ও অন্যরা অংশ নেয়। বি.এন.পি.-র নেতৃত্বে ৭ দল ও ১৫ দলের বামপন্থী ৭ টি দল নির্বাচন বর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭ই মে স্বাভাবিক ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। এর ধারাবাহিকতায় সংসদ বসে, সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় সাংবিধানিক সরকার। এর ফলে ৫ দফা সফল হয় কিন্তু ৫ দফা নিয়ে যারা আন্দোলনে নেমেছিলেন তাঁরা অনেকেই পরবর্তীতে ৫ দফা থেকে দূরে চলে যান।

৫ দফা কর্মসূচীকে সামনে রেখে বিভিন্ন দল এবং জোট বিভিন্ন সমাবেশে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৮৩ সালের ৫ই এপ্রিল ইউনাইটেড পিপলস পার্টির পক্ষ হতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৫ দফা কর্মসূচীর কথা বলা হয়। এই ৫ দফা ছিল নিম্নরূপ:[১১]

১। গণতন্ত্র প্রসংগে

(ক) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে জনগণের বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(খ) ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মর্মান্তিক ঘটনাবলীর বিচার বিভাগীয় তদন্ত, নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিপূর্ণ তালিকা প্রকাশ, আহত ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আটককৃত সকল বন্দীর মুক্তি এবং স্বৈরতন্ত্রী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

(গ) রাজনৈতিক তৎপরতার অবাধ অধিকার দিতে হবে।

২। শাসনতন্ত্র প্রসংগে

(ক) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচনের তারিখ ও ভিত্তি জাতীয় ঐক্যমতের মাধ্যমে নির্ধারিত করতে হবে।

(খ) জটিল ও বিতর্কিত শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে জনগণের ম্যান্ডেট গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগামী সাধারণ নির্বাচন কনসেম্বলী গঠনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত করতে হবে। অর্থাৎ আগামী জাতীয় সংসদ একই সাথে গণ পরিষদ ও পার্লামেন্ট হিসাবে কাজ করবে। এই কনসেম্বলীকে দুই মাসের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ৭২ সালের শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে জটিল ও বিতর্কিত শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ সংশোধন করার ক্ষমতা দিতে হবে। উপরোক্ত দুই মাস মেয়াদ শেষে কনসেম্বলীকে যথারীতি পার্লামেন্ট হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৩। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রসংগে

(ক) তথাকথিত বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তিসহ বিদেশী শক্তির সাথে সম্পাদিত সকল অসম চুক্তি বাতিল করতে হবে।

(খ) গংগা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল খননের সকল অপচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

(গ) ভারতীয় নৌ বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সার্বভৌম অবিচ্ছেদ্য এলাকা দক্ষিন তালপট্টি পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) ফারাক্কা সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধানের জন্য যৌথ নদী কমিশনে নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) বাংলাদেশের জলপথ, স্থলপথ ও আকাশ পথকে ভারতীয় সম্প্রসারনবাদী করিডোর হিসাবে ব্যবহারের সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

(চ) বাংলাদেশ থেকে পাইপ লাইন যোগে ভারতে গ্যাস সরবরাহের সকল প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে।

৪। আশু দাবি দাওয়া প্রসংগে

(ক) পাট, আখ, তামাক, তুলা, আলু, হলুদ ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের অন্তঃ শতকরা ২০ ভাগ অধিক ধার্য এবং গ্রামের হাট বাজার সমূহে ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, কড়িয়া প্রথা বাতিল এবং ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃষকদের হয়রানি বন্ধের মাধ্যমে যে ধার্যকৃত মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(খ) কৃষকদের জন্য সুদে সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয়া ও সহজ কিস্তিতে হাল ও বকেয়া ঋণ পরিশোধের এবং সুলভ মূল্যে বীজ, সার কীটনাশক ঔষধ পাম্প মেশিন, যন্ত্রাংশ ও বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের স্বার্থে প্রগতিশীল ও বাস্তবানুগ ভূমি সংস্কার করতে হবে এবং অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলে কাজের সংস্থান এবং পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ক্ষেতমজুরদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসার করতে হবে।

(ঙ) আই.এস.ও. কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে।

(চ) অবিলম্বে ১৯৮১ সনে গঠিত শিল্প শ্রমিক মজুরী ও বেতন কমিশনের রিপোর্ট ঘোষণা করতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডের রোয়েদাদ সমূহ কার্যকর করতে হবে।

(ছ) শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মাসিক বেসিক বেতন ছয়শ টাকা ধার্য করতে হবে এবং সরকারী-বেসরকারী কল কারখানায় শ্রমিক কর্মচারী নির্বিশেষে ৩০% ভাগ মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে এবং এক মাসের বেতনের সমপরিমান গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের পূর্ণ ব্যবস্থা চালু রাখার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(জ) বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে শ্রমিক কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা ব্যাহত করার সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

(ঝ) জাতীয় শিল্প বিকাশের স্বার্থে সকল বিদেশী পণ্য আমদানী বন্ধ করতে হবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশে উৎসাহ দিতে হবে। ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(ঞ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য হ্রাস করতে হবে।

(ট) পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বরখাস্তকৃত ব্যাংক কর্মচারী, সুতাকল ও পাটকল শ্রমিকদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করতে হবে।

৫। শিক্ষা সমস্যা প্রসংগে

(ক) ছাত্র সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়া প্রস্তবিত শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করতে হবে।

(খ) ১৯৭৮ সালে কাজী জাফর আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ প্রণীত শিক্ষানীতির ভিত্তিতে ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধির অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন শিক্ষানীতি চালু করতে হবে।

(গ) বই, খাতা, কলমসহ সকল শিক্ষা উপকরণের দাম কমাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে শিক্ষাংগনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

(ঙ) ১৯৭৮ সালে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সকল বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের পূর্ণ বেতন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায়সংগত দাবি দাওয়া মেনে নিতে হবে।

উপরিল্লিখিত ৫ দফায় বিখ্যাত ৭ দলীয় ও ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের ৫ দফা সহ অন্যান্য সময়োপযোগী দাবী উত্থাপন করেছে।

এরপর জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ৬ দফা কর্মসূচীর কথা বলা যায়। খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ১৯৮৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী এরশাদের সাথে সংলাপে গিয়ে এই ৬ দফা দাবী পেশ করেন। দাবী সমূহ ছিল :[১২]

১। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট দৃঢ়তার সাথে মনে করে, সামরিক শাসনের অবসানে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও আধিপত্যবাদকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে অবিলম্বে স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান পূর্বক প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য। যারা নানা অজুহাতে সামরিক শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে চান তাদের সাথে আমরা একমত নই। এক দিনের জন্যও দেশে সামরিক শাসন অব্যাহত থাকুক তা আমরা চাই না।

জাতীয় নির্বাচন বলিতে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন দুইই বুঝায়। কোনটা আগে অনুষ্ঠিত হইবে এই বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে মৌল বিষয় হইতে দৃষ্টি অন্যত্র ফিরানো এবং অযথা ধুম্রজাল সৃষ্টি করা। আমরা চাই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, যার মধ্য দিয়া জনগণের আশা আকাংখা ও অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটিবে, যার মাধ্যমে জাতি গণতান্ত্রিক সিস্টেমে উপনীত হইতে সক্ষম হইবে।

২। নির্বাচনে যে কোন প্রার্থীর ব্যয় বহন করিবে প্রার্থী নিজেই, তার দল কিংবা জোট। জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় যে রাষ্ট্রীয় তহবিল, তাহা হইতে প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় বহন করা চলিবে না। নির্বাচনে প্রশাসন যন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় উপকরণ ব্যবহার করা চলিবে না। চলা উচিত নয়। জনগণের অনুমতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে ব্যয় করার অধিকার কাহারো নাই। অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন অবশ্যই সরকারী প্রভাবমুক্ত হইতে হইবে। কোন সামরিক বেসামরিক সরকারী কর্মচারী নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবে না কিংবা কোন প্রকার প্রচারাভিযানেও অংশ নিতে পারিবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট স্পষ্টভাবে মনে করে, জনগণের সামনে রাজনৈতিক কর্মসূচী ও বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট মনে করে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে আধিপত্যবাদী শক্তির আগ্রাসী ডিজাইনকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সংগত কারণেই মনে করে, গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাসে, ভূমি সংস্কার, শিক্ষানীতি প্রভৃতি মৌল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র এখতিয়ার নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্টের সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন।

৬। আমরা সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সংলাপের উদ্যোগনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছি। অথচ ইহার মধ্যে উপজেলা নির্বাচনের আয়োজন অনভিপ্রেত। এই ধরণের পদক্ষেপ আলোচনার পরিনতির পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে। অতএব প্রস্তাবিত উপজেলা নির্বাচনেও স্থগিত রাখা প্রয়োজন।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সংলাপে আরো বক্তব্য রেখেছিল যে, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তিনটি মৌল ভিত্তির উপর গঠিত। (১) আগ্রাসন প্রতিরোধ, (২) সামরিক আইন প্রত্যাহার, (৩) গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা, এই লক্ষ্যে বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা হয়।

এরপর আসে ৭ দলীয় জোটের ৭ দফা কর্মসূচীর কথা। ১৯৮৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর এক সমাবেশে ৫ দফা ছাড়াও এই জোট ৭টি পূর্বশর্ত আরোপ করে ৮৫ সালের মার্চের মধ্যে নির্বাচন দাবী করে। এই ৭টি পূর্বশর্ত ছিল :[১৩]

১। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সংসদীয় নির্বাচনে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২। মন্ত্রীপরিষদের কোন সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না। ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা আছেন এমন কেউ মন্ত্রীপরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সামরিক শাসনের সকল পদ ও দফতর বিলোপ করার পর এবং নির্বাচিত সংসদ বসার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ আইন চালু রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৪। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে কোন ক্রমেই ঘোষণা করা যাবে না।

৫। মৌলিক অধিকার ও হাইকোর্টের রীট আবেদনের অধিকার শাসনতন্ত্র মোতাবেক পুনর্বহালের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সামরিক আদালত ও বিশেষ সামরিক আদালতে বিচারাধীন সকল মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার এবং সামরিক আইনে সাজা প্রাপ্ত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের দন্ডাদেশ বাতিল ও খারিজ করতে হবে।

৭। নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের আনুবর্তীকালীন চরিত্র নিশ্চিত করতে হবে।

একই দিনে ১৫ দলীয় জোট এক জনসভায় ৮৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের দাবী জানায় এবং ৫ দফা ছাড়াও ৬টি পূর্বশর্ত আরোপ করে। এগুলো ছিল :[১৪]

১। সামরিক শাসন ও সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

২। নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ সরকারের কোন মন্ত্রী বা প্রশাসনের কোন ব্যক্তি নির্বাচন বা নির্বাচনী প্রচারনায় অংশগহণ করতে পারবেন না।

৩। অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনার পরিবর্তন করে জনগণের আস্থাভাজন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

৪। মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার শর্তহীন হতে হবে।

৫। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশের জন্যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে সকল মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নিতে হবে, সামরিক আইনে সাজা প্রাপ্তদের উচ্চতর আদালতে আপীলের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৬। নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বসার আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়ে কোন ঘোষণা দেয়া চলবে না। একই সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ বাস্তবায়ন, ছাত্রদের দাবি, আইনজীবী, মহিলা, যুবক, কৃষক, ক্ষেত মজুর ও সংস্কৃতি সেবীদের সকল স্তরের জনগণের ন্যায়সংগত দাবী পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই ৫ দফা আন্দোলন চলাকালীন সময় বিভিন্ন দল ও জোট বিভিন্ন সমাবেশ এবং দাবী দিবস উপলক্ষ্যে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ৫ দফা দাবীকে মূল দাবী হিসেবে রেখে তাঁরা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই ভাবে দেখা যায় এরশাদের শাসনামলে সবচেয়ে বেশী দফা ভিত্তিক কর্মসূচী এসেছে এবং এই দফা নিয়ে আন্দোলন করে বিরোধী দলগুলো আন্দোলনে সফলতা লাভ করেছে।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সরকারও দফা ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। এরশাদের ১৮ দফা সারা দেশে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮ দফা বাস্তবায়ন নিয়ে সেই সময় রাজনীতির অঙ্গন বেশ সরব ছিল। নিম্নে ১৮ দফার বর্ণনাসহ এর বাস্তাবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১৯৮৩ সালের ১৭ই মার্চ ১৮ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। ১৮ দফা ঘোষণার পর অনেকে ইহা সমর্থন করেছেন আবার অনেকে বিরোধীতা করেছেন। তবে এরশাদ বর্তমান সময় পর্যন্ত তার শাসন ব্যবস্থায় ১৮ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। যদিও এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয় কেননা তিনি এখনও সে ক্ষমতায় রয়েছেন। তাই বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৮ দফার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছেন তার একটা জরিপ তুলে ধরছি। এরশাদ এই ১৮ দফার নাম দিয়েছিলেন স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্থনৈতিক মুক্তি। নিম্নে তাঁর ১৮ দফা এবং তা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে তার বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঃ দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক প্রগতির মাধ্যমে জনগণের নিকট রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দেয়া।

(ক) জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মান সম্পন্ন করা।

(খ) মুজিব নগর স্মৃতিসৌধ নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্মান সম্পন্ন করা।

(গ) ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্মান সম্পন্ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ওসমানী স্মৃতি উদ্যান নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্মান সম্পন্ন করা।

(ঙ) সিলেট বিমান বন্দরের নাম ওসমানী বিমান বন্দর করা।

(চ) জেনারেল ওসমানীর বাসগৃহ 'ওসমানী যাদুঘর'এ রূপান্তর করা।

(ছ) মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মান কাজ সম্পন্ন এবং পংগু মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে পুনর্বাসিত করা।

(জ) বীর শ্রেষ্ঠদের প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে পাকা বাসগৃহ নির্মান করে দেয়া।

(ঝ) টিভিতে সংবাদ পরিবেশনের প্রাক্কালে জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রদর্শন।

(ঞ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিজয় স্তম্ভ নির্মান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ট) সমস্ত জেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জন্য জমি বরাদ্দ ও অফিস ভবন, মিলনায়তন নির্মানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা।

দেশের ভৌগলিক অখন্ডতার পদক্ষেপ হিসেবে ঃ

(ক) চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলা সমুহের উন্নয়নের জন্য বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা।

(খ) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে বিপথগামী উপজাতীদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের পুনর্বাসন।

২। ইসলামের আদর্শ ও মুল্যবোধ ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ ও মুল্যবোধের প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে ঃ

(ক) শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি, জোহরের নামাজের জন্য অফিসের কাজে ১৫ মিনিট বিরতি ঘোষণা।

(খ) রমযানে হোটেল রেস্তোঁরা বন্ধ রাখা।

(গ) সকল মসজিদের বিদ্যুৎ ও পানির বিল সরকারী তহবিল থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা ও কর মওকুফ করা।

(ঘ) জাকাত তহবিল গঠন করা।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) জাতীয় ঈদগাহ নির্মান করা।

(চ) মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

(ছ) বায়তুল মোকারম মসজিদকে জাতীয় মসজিদ করা।

(জ) রাষ্ট্রপতির প্রতি শুক্রবার কোন না কোন মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করা।

(ঝ) দীনিয়াত শিক্ষাকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা।

(ঞ) ইসলামী কারিগরী ও পেশাগত প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঃ

(ক) এতিম খানায় রাষ্ট্রপতির পারিবারিক উৎসব পালনের রীতি প্রবর্তন করা।

(খ) বংগ ভবনে টোকাইদের নিমন্ত্রন করা।

সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার ক্ষেত্রে ঃ

(ক) হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা।

(খ) পোপ পলকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে বরণ করা।

(গ) মন্দির, প্যাগোডা ও গীর্জা মেরামতে রাষ্ট্রীয় তহবিল বরাদ্দ ও প্রদান।

সততা ও ন্যায় বিচার ঃ

সকলের প্রতি শ্রদ্ধা

৩। ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত করা। আমাদের মাতৃভাষা এবং সংস্কৃতির যথোপযোগী লালন পালন করা। এই লক্ষ্যে ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মান সম্পন্ন করা।

(খ) অফিস আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক এবং কার্যকর করা।

(গ) ভাষা শহীদদের পরিবারকে সম্মানজনক মাসোহারা প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রপতির ভাষন দান।

(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের নতুন ভবন নির্মান ও গ্যালারী সমূহ তথায় স্থানান্তর।

(চ) বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ জারী।

৪। জাতীয় সংহতি ঃ আপামর জনগোষ্ঠির সংগে সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয় সাধন ও সংহতি সৃষ্টি করা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা।

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তৎপরতায় সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োগ।

(খ) জেলা পরিষদে অন্যান্য পেশাজীবিদের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব প্রদান।

৫। অন্ন বস্ত্র ঃ দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য দু'মুঠো অন্ন ও পরিধানের ব্যবস্থা করা। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং আমদানীর পরিমান হ্রাস করা।

৬। বাসস্থান ঃ কোন নাগরিক যাতে গৃহহীন না থাকে তার সম্ভাব্য ব্যবস্থা করা।

(ক) উড়ির চরের প্রতিটি পরিবারকে একটি করে পাকা বাড়ী দান।

(খ) এরশাদ নগর বাস্তুহারাদের জন্য পাকা বাড়ী নির্মান ও হস্তান্তর।

(গ) চর জব্বার ও মনপুরায় বসত বাড়ী হস্তান্তর।

(ঘ) সাটুরিয়ায় টর্নেডতে বিধ্বস্ত ঘর বাড়ী পুনর্নির্মান।

(ঙ) গুচ্ছ গ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিহীনদের আবাস ব্যবস্থা।

৭। শিক্ষা ঃ

একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। দেশবাসীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বেকার সমস্যার মোকাবেলা করা।

(ক) শিক্ষানীতি প্রনয়নের কর্তৃত্ব জাতীয় সংসদের উপর অর্পন।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগীকরণ।

(গ) বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের বেতন ৭০% সরকারী তহবিল থেকে প্রদান।

(ঘ) শিক্ষক প্রশিক্ষনে দুর শিক্ষন প্রবর্তন।

(ঙ) দেশের প্রধান কলেজ সমূহকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত।

(চ) লীড়া কলেজ প্রতিষ্ঠা।

(ছ) রাস্তার টোকাই ছেলে মেয়ে এবং শিশু শ্রমিকদের জন্য 'পথকলি' প্রতিষ্ঠা।

(জ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মুল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ।

৮। স্বাস্থ্য

সকল নাগরিকের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক কর্মসূচীর ব্যাপক বৃদ্ধি এবং প্রতি থানায় আধুনিক হাসপাতালের ব্যবস্থা।

(ক) যুগানুকারী ঔষধনীতি ঘোষণা ও ক্ষতিকর ঔষধ নিষিদ্ধকরণ।

(খ) ডাক্তারদের ভিজিটের হার নির্ধারন করা।

(গ) প্রতি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মান করা।

(ঘ) সরকারী চাকুরীরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের গ্রামে গঞ্জে বদলী এবং যোগদানে বাধ্য করা।

(ঙ) রেডিও, টিভিতে বিড়ি, সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ।

৯। কর্মসংস্থান

দ্রুত শিল্প স্থাপন, কুটির ও হস্ত শিল্পের প্রসার এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কারিগরী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ কর্মীদের দেশে বিদেশে চাকুরীর পথ সুগম করা।

১০। গ্রামীন অর্থনীতি ও কৃষি উৎপাদন

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুলভে সেচ ব্যবস্থা, সার ও উন্নত বীজ সরবরাহ এবং কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রযুক্তিজ্ঞান প্রদান ও সম্প্রসারণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

এই লক্ষ্যে গ্রামীন ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাপকভাব বৃদ্ধি করা।

(ক) দশ হাজার টাকা পর্যন্ত শস্য ঋণের সুদ মওকুফ করা।

(খ) পাম্প, সার, কীটনাশক প্রভৃতি বিতরণ ব্যবস্থা বিরাষ্ট্রীয়করণ।

(গ) খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি টন থেকে ১ কোটি ৬২ লক্ষ টনে বৃদ্ধি।

ভূমি সংস্কার

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ বর্গাদার ও ভূমির মালিকের মধ্যে উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য বন্টন এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভূমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারন ও ভূমিহীনদের অ-হস্তান্তর যোগ্য ভূমি প্রদান। কৃষিজীবী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরীর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

(ক) জমির সিলিং পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা নির্ধারন।

(খ) খাস জমি প্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান।

(গ) বর্গা জমিতে বর্গা চাষীর আবাদী স্বত্ব ৫ বছর নির্ধারন।

(ঘ) নীতিগতভাবে "জাল যার জলা তার" নীতি অনুমোদন।

(ঙ) কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেত মজুরের ন্যূনতম মজুরী সাড়ে তিন সের চালের সমমূল্য নির্ধারন।

(চ) ঋণের দায় কৃষকদের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, বেআইনী শোষণ বন্ধ করা।

শিল্প ও শ্রমিক নীতি

জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন, জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঃ

সুনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের বিরাট ব্যবধান হ্রাস করা।

(ক) দেশীয় প্রযুক্তিতে বেবী ট্যাক্সী উদ্ভাবন এবং তা ক্রয়।

(খ) রিক্সার বিকল্প যন্ত্রচালিত রিকশা 'মিশুক' উদ্ভাবন।

(গ) দেশীয় মালিকানাধীন বস্ত্রশিল্প ও চটকল সাবেক মালিকদের নিকট প্রত্যার্পন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) চোরাচালান রোধে টাস্ক ফোর্স গঠন।

(চ) উপজেলার মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে:

(ক) সকল উপজেলায় সড়ক সংযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(খ) বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মান সম্পন্ন।

(গ) মেঘনা সেতু নির্মান শুরু করা, ব্রহ্মপুত্র সেতু নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সম্পদের সুষম বন্টনের জন্যে:

(ক) সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থার কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুন করা।

(খ) শ্রমিকদের বেতন দ্বিগুন করা।

(গ) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ৫ দফা পুরণ ও চুক্তি সম্পাদন।

(ঘ) শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় শ্রমনীতি।

১৩। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে:

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩·২ থেকে ২·৩ এ কমিয়ে আনা।

(খ) পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত জন্ম নিরোধক প্রাপ্তির সুযোগ করা।

১৪। নারী সমাজ

দেশের অর্ধেক হচ্ছে মহিলা। তাই মহিলা সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির বিধান।

(খ) যৌতুক নিরোধক আইন প্রনয়ন।

(গ) প্রতি উপজেলায় পারিবারিক আদালত স্থাপন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ভূমিহীনদের খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার।

(ঙ) মহিলা পরিদপ্তর স্থাপন।

১৫। দুর্নীতি

দুর্নীতি বাংলাদেশের সমাজ জীবনের কালব্যাধি স্বরূপ। দুর্নীতি দমনের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতি মুক্ত এবং ন্যায়নীতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

১৬। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

(ক) উপজেলা গঠন এবং উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ।

(খ) মহকুমাগুলো জেলায় রূপান্তর।

১৭। বিচার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানী ও নানা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিচার ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে আসা।

(ক) উপজেলা পর্যায়ে মুন্সেফী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা।

১৮। জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি

দেশের সর্বাধিক কল্যাণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার মহান লক্ষ্যে স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত রাখা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বজায় রাখা, মুসলিম দেশগুলোর সংগে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বের সকল দেশের সংগে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সংহত করা।

(ক) ঢাকা চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন।

(খ) আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা 'সার্ক' গঠনে নেতৃত্ব দান এবং সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

(গ) ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের জন্য গঠিত শান্তি কমিটির সদস্য নির্বাচিত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জেনারেল এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচী দিয়েছেন দেশের মঙ্গলের জন্য। প্রতিটি দলই অবশ্য দফা ভিত্তিক কর্মসূচী দেয় কল্যাণের জন্যই ১ এবং দফা দিয়ে তিনি দফাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে চলেছেন। ১৮ দফা ভিত্তিক রাজনীতি দেশকে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৮ দফা দেশকে কোন পথে নিয়ে যায় সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে আরও অপেক্ষা করতে হবে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আশির দশকে বাংলাদেশ, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬।

২। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ই অক্টোবর, ১৯৮৭।

৩। ঐ

৪। ঐ

৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৩।

৬। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রকাশিত পুস্তিকা, ১৬ই মার্চ, ১৯৮৩।

৭। ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের প্রচারপত্র, ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৩।

৮। ৭ দলীয় ঐক্যজোটের প্রচারপত্র, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩।

৯। দৈনিক দেশ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮৪।

১০। দৈনিক দেশ, ১২ই এপ্রিল, ১৯৮৪।

১১। সাপ্তাহিক নয়াযুগ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮৩।

১২। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রচার পুস্তিকা।

১৩। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

১৪। ঐ

১৫। সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৮৩।

১৬। সাপ্তাহিক রোববার, ৯ই অক্টোবর, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার : সামগ্রিক ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ের শুরুতেই একটি প্রণিধানযোগ্য সারসংক্ষেপ। "পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে দফা ভিত্তিক রাজনীতির সাথে এদেশের মানুষ পরিচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না এ দেশের মাটিতে যত দফার সৃষ্টি হয়েছে সব দফার উদ্যোক্তারা তাদের ঘোষিত দফাকে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু রূঢ় হলেও বাস্তব, অতীতে সব দফারই রক্ষা হয়েছে শুধু কথা ও কাজে অমিল থাকার জন্য। প্রয়োগ নীতিতে গরমিল থাকার জন্য। অতীত ইতিহাস সবারই জানা। ৬ দফা ছিল এদেশের মানুষের মুক্তি সনদ। তৌগোলিক মুক্তি পেয়েছি বটে। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি, গড়ে উঠেনি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন। বস্তুতঃ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সেই সুযোগ ক্ষমতাসীন মহল দলীয় স্বার্থে যথাযথ ব্যবহার করেন নি। অতীত আমলে আমরা দেখেছি দফার নামে দেশের মানুষের অধিকারকে সংকোচিত করতে। শোষিতের গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করতে। মরহুম জিয়াউর রহমানের ঘোষিত ১৯ দফার পরিনতি আমরা দেখেছি। ১৯ দফাকে এদেশের মানুষের কাছে মুক্তি সনদ হিসেবে সুচিহ্নিত করার জন্য তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহল কম কাঠখড় পোড়াননি। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে ১৯ দফাকে ঘিরে সব যুগের এক শ্রেণীর মুখ চেনা মহলের দাপট আমরা অবলোকন করেছি রাজনীতির অঙ্গনে। রাজনীতিতে অজ্ঞাত, অখ্যাত ব্যক্তিরা রাতারাতি বিখ্যাতও হয়েছেন ১৯ দফার বদৌলতে। কিন্তু যেটা হওয়া উচিত ছিল সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। দেশে বিরাজমান মার্শাল ল তারই প্রমান।"[১]

১৯৪৭ থেকে ১৯৮৫ সাল। এই ৩৮ বৎসরে আমাদের দেশে দফার রাজনীতি পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে স্বাধীনতা পুর্ব এবং উত্তরকালীন সমস্ত শাসকগোষ্ঠি জনগণের সাথে প্রতারণা করেছেন অবলীলায়। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সব রকম কূটকৌশল প্রয়োগ করেছেন। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে যোগ সাজস করে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করায় সক্রিয় হয়েছেন। এই দেশ ২৪ বছরে দুইবার স্বাধীন হবার

Dhaka University Institutional Repository

পরও স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি প্রশাসনিক কাঠামো, গণমুখী শিক্ষানীতি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, স্বাধীন অর্থনীতি ও শিল্পনীতি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং শোষণ ও তোষন নীতির প্রয়োগ হয়েছে জোরদার। তাই স্বাধীনতা নিছক একটি পতাকা ও ভৌগোলিক ভূখন্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীনতার ফসল কুক্ষিগত করে এক লুটেরা শ্রেণী।

সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক কোন রাজনৈতিক দলকে জনগণ ক্ষমতায় পাঠাতে সমর্থ হয়নি। ফলে জাতীয় চরিত্র গঠনে, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সমাজ শক্তিসমূহে উদ্বুদ্ধ করা যায় নি। দলগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার আগে জনগণকে শান্তির সুললিত বানী শোনায়। সুন্দর সুন্দর কথা, বক্তৃতা, জনগণের আশা আকাঙ্খা ধারণ করে এমন দফা ভিত্তিক কর্মসূচী প্রনয়ন করেন। মিটিং, মিছিল, প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে জনগণকে ভোটের বাক্সে টেনে আনে। ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে বেমালুম ভুলে যায় জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। এটাই এই জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতা। কোন শাসক দলই দেশকে ভালবেসে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেন নি। জনগণ একটি পরিবর্তনের আশায় বার বার সংগ্রামমুখী হয়েছেন। এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। ৫২, ৬২, ৬৯, ৭০, ৭১ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে নি।

দফার মাধ্যমে কর্মসূচী দিয়ে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন পরবর্তীতে তারা সেই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার চেষ্টা খুব কমই করেছেন। যেমন যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ৭০ এর নির্বাচনী ওয়াদা। বিচার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে মাত্র ২/৩টা দফা বাস্তবায়ন করেছেন। দেখা যায় এদেশের কোন দল বা জোট দফা ঘোষণা করে তার সাথে একাত্ম হয়ে সেই দফাগুলোর বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করেন না। তাই দেখা যায় ক্ষমতা লাভের পর নেতা, দল বা জোট তাদের ঘোষিত দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তি সংহত করার পরিবর্তে অরাজনৈতিক কর্মকান্ডেই সদা সর্বদা ব্যস্ত থেকেছেন।

আমাদের দেশের জনগণের অশিক্ষা, অসচেতনতা ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার সুযোগ একই দল বা গোষ্ঠি বা নেতা ক্ষমতায় গিয়ে যে ইস্যুতে জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সেই একই ইস্যুকে আবার কর্মসূচী করে রাজনৈতিক ভাবে পুনর্বাসিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরন স্বরূপ স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে ক্ষমতাসীন অবস্থায় সোহরাওয়ার্দী, মুজিবের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ১৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে। মুজিব এ সময় এটা নিয়ে কোন কথা বলেন নি।

এদেশে দফার রাজনীতির একটি প্রবনতা হলো ঘোষিত দফার ব্যাপারে ঘোষনাকারীদের সততা ও আন্তরিকতা আগাগোড়া সংশয়াকীর্ণ থেকেছে। এ জন্য দেখা যায় যে, দফা ঘোষণা-কারীরা একই সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী দফায়ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। উদাহরনস্বরূপ, ২১ দফার নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক্বের মওলানা আতাহার আলীর সাথে ১০ দফা (১০ দফার সাথে ২১ দফার কোন মিল নেই) সম্পাদন। ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি বা ড্যাকে (৮টি দল) যোগদান এবং ৮ দফার গ্রহণ ইত্যাদি।

দফার রাজনীতি বিশ্লেষণে এ দেশে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে ক্ষমতায় থাকাকালে ক্ষমতাসীন দল যে আইন অতি উৎসাহে পাশ করেছেন ক্ষমতাচ্যুতির পর সেটাই আবার তাদের কাছে গণবিরোধী আইন, কালাকানুন ইত্যাদি পরিচয়ে চিহ্নিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিরোধী পক্ষ থেকে সেটা বাতিলের দাবী তুলে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে প্রচার হয়েছে। অর্থাৎ এখানে নীতি ও আদর্শ বিরোধী দলে থাকাকালে এক রকম আবার ক্ষমতায় গেলে তা হয়ে যায় অন্যরকম।

এ দেশে দফার রাজনীতির ক্ষেত্রে আর একটা বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দেখা গেছে তরুন নেতৃত্ব থেকে বিশেষ করে ছাত্র সমাজ থেকে ঘোষিত দফাসমূহ তুলনামূলকভাবে প্রবীনদের বা কোন দল বা জোট থেকে অধিকতর বাস্তবানুগ, দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ও কল্যানকর। উদাহরনস্বরূপ, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা, ২২ দফা এবং ১০ দফা।

এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বক্তৃতা বিবৃতির সুবিরোধীতা ছাড়াও প্রায়শ দাবী ও কর্মসুচীর পার্থক্য সুস্পষ্ট থাকে না। সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। জনগণও ঠিক সে ভাবেই তা গ্রহন করে। সবটাই তাদের কাছে দাবী হয়ে যায় নয়তো কর্মসুচী। এইরূপ একাকার হয়ে যাওয়া দাবী ও কর্মসুচী যখন জটলা পাকায় তখন তার বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৫ দলের দাবী ও কর্মসুচীর কথা বলা যায়। তাঁরা প্রেসিডেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ সরকারকে অবৈধ আখ্যায়িতকরে তাঁর অপসারণ চায় এবং এটা তাদের কর্মসূচী। আবার সেই সাথে 'দিতে হবে', 'করতে হবে', 'মানতে হবে' এসবও আছে। প্রথমটা সত্যিকার ভাবে মানলে কথিত অবৈধ সরকারের কাছে এসব দাবী তোলার কোন যুক্তিই থাকে না। বরং এসব দাবী তুলে তাঁর বৈধতা স্বীকার করা হয়।

আরো দেখা যায় শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতা পাওয়ার জন্য জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি, নিজ দলের আদর্শ ও নীতি এমনকি দলীয় সিদ্ধান্তও লংঘন করতে পারে। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার আগে কোন রাজনৈতিক দল বা কোন নেতা বিভিন্ন দফার আকারে জনগণের কাছে নানামুখী প্রতিশ্রুতির কথা বললেও বাস্তবে ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেগুলো বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। বরং ক্ষমতায় যাওয়ার পর বিভিন্ন গণবিরোধী নীতি, আইন ও কার্যক্রমের জন্য মানুষ হয়েছে নির্যাতিত, নিগৃহীত। গণতন্ত্র হয়েছে পদলুণ্ঠিত। জনস্বার্থ পরিনত হয়েছে ব্যক্তিস্বার্থে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে দফার রাজনীতির দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি.ও একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় দল গঠনকালে শেখ মুজিবের উত্তরসুরীরা 'বাকশাল' নাম পরিত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আওয়ামী লীগে। আওয়ামী লীগে আসার পর নিজেদের দ্বারা সংগঠিত ৪র্থ সংশোধনী বাতিলের দাবী করেছেন। তারা ফিরে যেতে চান ১৯৭২ সালের সংবিধানে। ৫ দফার আন্দোলন কালেও দেখা যায় আওয়ামী লীগ এমন কিছু কিছু দাবী উত্থাপন করেছেন যা নিজেরা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে বাস্তবায়িত করেন নি। যেমন ৮৪ সালের ২৪ই অক্টোবর উত্থাপিত ১৫ দলের ২১ দফার ১৬ নং দফায় বলা হয়েছে 'সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকতার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্টস সহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে।' অথচ এই বিধিনিষেধ এবং কালা কানুনের প্রবর্তন আওয়ামী লীগের আমলেই শুরু হয়েছিল। এখানে আর একটা কথা না বললেই নয় যে, বাকশালী আমলে (১৬ই জুন ১৯৭৫) সংবাদপত্রের সংখ্যা হ্রাস করার কারণে বেকার সাংবাদিকদের ১৯৮৪ সালে ধর্মঘটকালে ১৬ই অক্টোবর প্রেসক্লাবে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ৭৫ সালের পর

Dhaka University Institutional Repository

থেকে হত্যার রাজনীতি চলছে এবং তার ফলে সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।

জিয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা একই দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। ক্ষমতায় এসে জিয়া ১৯ দফার কথা বলেছিলেন। পরে নির্বাচনের জন্য জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের সাথে ১৩ দফার কথা, এরপর বি.এন.পি.-র ৩১ দফা এবং সর্বশেষ ৪৩ দফা জারী করেছিলেন। কিন্তু দফাগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা খুব কমই করেছিলেন বা যা কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল তাও কার্যতঃ প্রত্যাশিত সাফল্য বয়ে আনে নি। যেমন জিয়ার ১৯ দফার ১১ নং দফায় বলা হয়েছিল যে যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এজন্য গঠন করা হয়েছিল যুব কমপ্লেক্স। আর যুব কমপ্লেক্সের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল গ্রামের হাট বাজার। হাট বাজারের তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে যুবকদের মধ্যে গুন্ডামী ও সন্ত্রাস শহর থেকে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আরো ছিল খাল কাটা বিপ্লব। তাঁর খাল কাটা কর্মসূচীর প্রতি কটাক্ষ হেনে তৎকালীন ছাত্র সমাজের একটা মুখপত্রের বক্তব্যে মন্তব্য করা হয়, "এশিয়ায় সম্ভবতঃ জিয়াই একমাত্র রাষ্ট্রপতি যিনি জিনসের প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি, গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে স্বহস্তে কোদাল ধরে খাল খননে নেমেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন সমস্ত দেশবাসীকে খাল কেটে তাঁর বিপ্লবের প্রথম পর্ব সমাপ্ত করতে। বিপ্লবের আলখেল্লা পরা শাসক শ্রেণীর তিনি সেই প্রতিনিধি যারা নাটকের শেষ অংকে রাতারাতি বিপ্লবী বনে যান"।[২]

দফার রাজনীতি বিশ্লেষণে দেখা যায় আওয়ামী লীগ এবং বি.এন.পি. স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন দল হিসেবে এ দেশের জনগণের সাথে প্রতারণা করেছেন। প্রতারণা সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থা' শীর্ষক এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "১৯৪৭ এর জন্য যারা আমাদের প্রস্তুত করেছিলেন তারা ১৯৭১ এ যে রকম অবান্তর হয়ে পড়েন তেমনি যে লোকজন আমাদের ৭১ এর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তারাও ইতিমধ্যে অধিকতর হারে অবান্তর হয়ে পড়েছেন। এমনকি তার চেয়েও কিছুটা বেশী।"[৩]

দফা সম্পর্কে জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় ৫১লা জানুয়ারী ১৯৭১ বলা হয়েছে যে, "রাজনৈতিক দলগুলিই প্রায় সব কটিই জেনে বা না জেনে, ইচ্ছায় বা

Dhaka University Institutional Repository

বা অনিচ্ছায় জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসরন করে আসছে। তাই দেখা যায় নানান জাতের দফার ছড়াছড়ি। যেমন ২১ দফা, ১৪ দফা, ৮ দফা, ৭ দফা, ৬ দফা ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয় যারাই এই সকল দফা দেন, রাজনৈতিক জীবনে দূরের কথা ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের প্রায় সকলেই এ সকল দফার পালনযোগ্য দফাগুলির একটিও পালন করেন না, বরং বিরোধীতা করেন। ছোট একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে। অনেক নেতাই, অন্যান্য দফাসহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করার ওয়াদা তথা দফা দিয়ে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদেরকে খুশী রাখার জন্য মন্ত্রী হওয়ার পরে আর তাহারা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চালু করেন নাই। যাহা করতে একটি পাই পয়সাও খরচ হতো না। বেঈমান রাজনীতিবিদরা বলে বেড়ায়, বাংলা নাকি রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চালু হয়ে গেছে। ইহা একটি ডাহা মিথ্যা। অনেকেই জানেন না হাইকোর্টে বাংলায় আরজি লিখার অপরাধে আজ প্রায় সাড়ে চার বছর ঢাকা হাইকোর্টে আমার ওকালতি বন্ধ আছে। ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে, বাংলায় লিখিত আরজি মারফত মামলা থাকার অপরাধে সুপ্রীমকোর্টও আজ সাড়ে তিন বছর যাবৎ আমার এই মামলার শুনানী দিচ্ছে না।"[৪]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, বিগত ৩৮ বৎসরে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের যে কৃতিত্ব তাতে তাদেরকে সামাজিক মর্যাদার সুমহান আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। রাজনীতি যে একটা আদর্শ পেশা এটা সমাজে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ফলে এদেশের জনগণ হয়ে পড়েছে রাজনীতি বিমুখ। জনগণ রাজনীতিবিদদের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। অনেকের কাছে এখন রাজনীতি হচ্ছে স্বার্থবাদিতা।

সব শেষে বলা যায় রাজনীতি হচ্ছে সমাজের চালিকা শক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে শাসনতার অধিক সময় সামরিক শাসকদের নিয়ন্ত্রনে থাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাজ করতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসন সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে পারে না। তাই সামাজিক অস্থিরতা থেকেই যায়। সুতরাং নেতৃত্বের অবশ্যই রাষ্ট্রপরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালনের শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কারণ অনেক কারণের সাথে মূলতঃ রাজনীতিবিদদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে। এদেশের শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনায় দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়, এখানকার রাজনৈতিক শক্তি দেশ, জাতি ও জনগণের কথা বিস্মৃত হয়ে ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা আকড়ে থাকতে গিয়ে সামরিক শাসনকে অনিবার্য করে তুলেছে। একথা ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ এর বেলায় যেমন সত্য, তেমনি ১৯৭৫ এবং ১৯৮২ সালের বেলায়ও তেমন সত্য। তাই তারা যদি ক্ষমতার মোহ পরিত্যাগ করে সত্যিকার রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয়ে ব্রতী হন তবেই হবে সমাজের মংগল আর তাতেই নিজেদেরকে জনমনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

কাজেই আমাদের চৈতন্য আসা দরকার যে আমাদের অন্তঃ একটি রাজনৈতিক সিস্টেম, নিরবিচ্ছিন্ন গণতান্ত্রিক ধারাবাহিক কার্যক্রম শুরু করা দরকার, যার মধ্য দিয়ে জনগণের হারানো বিশ্বাস, শক্তি, উদ্যম পুনরুদ্ধার করা যাবে। এর জন্য প্রয়োজন সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্য, প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং অসাম্প্রদায়িক মানবীয় সংস্কৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১। সাপ্তাহিক রোববার, ১লা অক্টোবর, ১৯৮৩।

২। খাল কাটা বিপ্লব সম্পর্কে ছাত্র ঐক্য ফোরাম, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৩।

৩। আলী রীয়াজ, শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা: আনন্দধারা, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৪।

৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র, (২য় খন্ড), ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রনালয়, পৃষ্ঠা ৫৯৬-৫৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ বিবরণী

Ahmed, Emajuddin

1980 Bamgladesh Politics. Dhaka: Centre for Social Studies.

Ahmad, Mushtaq

1959 Government and Politics in Pakistan. Karachi: Pakistan Publishing House.

Ahmad, Kamruddin

1967 A Social History of East Pakistan. Dhaka: Crescent Book Store.

Ali, Chaudhri Muhammad

1966 An Appraisal of Pakistan's Economic Development. Karachi: Nizam-i-Islam.

Ayub, Khan Mohammad

1967 Friend's not Masters: A Political Autobiography. London: Oxford University Press.

Azam, Ghulam

1968 A Guide to the Islamic Movement. Dhaka: Azmi Publications.

Choudhury, K.

1972 Genocide in Bangladesh. New Delhi: Orient Longman Ltd.

Easton, David

1965 A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Sons.

Hashim, Abul

1962 Integration of Pakistan. Dhaka: Syed Mujuballah.

Dhaka University Institutional Repository

Huq, Mahfuzul

1966 Electoral Problems in Pakistan. Dhaka: Asiatic Society.

Jahan, Rounaq

1977 Bangladesh Politics: Problems and Issues. Dhaka: University Press Limited (Second Impression).

Jennings, Sir Ivor

1951 Constitutional Problems in Pakistan. London: Oxford University Press.

Khan, Fazal Muqeem

1963 The Story of the Pakistan Army. Karachi: Oxford University Press.

Maniruzzaman, Talukder

1971 The Politics of Development: The Case of Pakistan, 1947-1958. Dhaka: Green Book House Ltd.

1975 Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Book's International Limited.

1980 The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, Dhaka: Bangladesh Book International Limited.

Pirzada, S. Sharifuddin

1965 Constitutional Remedies in Pakistan, Lahore: All Pakistan Legal Decision.

Rahman, Fazlur

1960 Pakistan: One and Indivisible, Karachi: Pakistan Educational Publishers.

Dhaka University Institutional Repository

Rahman, Muhammad Anisur

1968 East and West Pakistan: A Problem in the Political Economy of Regional Planning. Cambridge: Center for International Affairs, Harvard University.

Rahman, Sheikh Mujibur

1972 Bangladesh my Bangladesh. Dhaka: Muktadhara.

Rahim, Muhammad A.

1963 Social and Cultural History of Bengal. Karachi: Pakistan Historical Society.

Sheikh, Shaukat Mahmood

1963 The Second Republic of Pakistan. Karachi: Islamic Kutub Khana.

Sobhan, Rehman

1968 Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan. Dhaka: Oxford University Press.

Umar, Badruddin

1980 Towards the Emergency, Dhaka: Muktadhara.

Ziring, Lawrence

1971 The Ayub Khan Era Politics in Pakistan, 1958-1969. (First Edition), New York: Syracuse University Press.

আজাদ, আবদুর রহিম, শাহ আহমদ রেজা

১৯৮৭ বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা (২১ দফা থেকে ৫ দফা), ঢাকা : সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

আলম, মাহাবুব উল

১৯৭৮ বাঙালী মন্ত্রিসভার ইতিবৃত্ত, চট্টগ্রাম : নয়ালোক প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

আলী, সৈয়দ মকসুদ
১৯৮৮ রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আলী, সৈয়দ মুজতবা
১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কলকাতা

আহমেদ, এমাজউদ্দীন
১৯৮২ বাংলাদেশ : রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা : বুক সোসাইটি।

১৯৯১ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট (১ম সংস্করণ), ঢাকা : সুলতান আহমেদ।

আহমেদ, আবুল মনসুর
১৯৬৮ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্থান।

আহাদ, অলি
১৯৮২ জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫ থেকে ৭৫), ঢাকা : সাইদ হাসান।

আহমেদ, কামরুদ্দীন
১৯৭৫ বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ (দুই খন্ড), ঢাকা

১৯৮৬ পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা : জহীরুদ্দীন মাহমুদ।

ইসলাম, মোহাম্মদ জহিরুল
১৯৮৩ বাংলাদেশের অভ্যুদয় : আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্থান।

ইসলাম, রফিকুল (মেজর অবঃ)
১৯৮৩ একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে, ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টার ন্যাশনাল লিমিটেড।

১৯৯১ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : প্রতিরোধের প্রথম প্রহর, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস।

Dhaka University Institutional Repository

হাসানউজ্জামান

১৯৮০ আওয়ামী লীগ ও বাকশাল (১৯৭২-৭৫), সিলেট

উমর, বদরুদ্দীন

১৯৭১ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খন্ড), কলিকাতা : আনন্দধারা প্রকাশনী।

১৯৭৫ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, ঢাকা : মুক্তধারা।

১৯৮১ যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, ঢাকা : মুক্তধারা।

১৯৮৪ ভাষা আন্দোলন প্রসংগ : কতিপয় দলিল পত্র (প্রথম খন্ড), ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

কামাল, মেজবাহ

১৯৮৬ আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ঢাকা

করিম, সরদার ফজলুল

১৯৮৪ নানা কথার পরের কথা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

খান, আতাউর রহমান

১৯৬৪ স্বজাতির দশ বছর, ঢাকা : অভিযান প্রিন্টিং হাউস।

চৌধুরী, আসাদ

১৯৮৪ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী, নুরুল আলম ফিরন

১৯৮৪ দফায় রাজনীতি আর নয়, ঢাকা : কালানুর প্রকাশনী।

চৌধুরী, শামসুল হুদা

১৯৮২ একাত্তরের রনাঙ্গনে, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।

১৯৮৫ একাত্তরের বিজয়, ঢাকা : বিজয় প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম
১৯৮৫ আশির দশকে বাংলাদেশ, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী।

ছদরুদ্দীন
১৯৮০ বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ঢাকা: কাকলি।

জামান, এফ
১৯৮১ বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি, (৩য় সংস্করণ), ঢাকা: বই বিতান।

দে, অমলেন্দু
১৯৭২ পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলিকাতা: রত্না প্রকাশন।

নূর আবদুর
১৯৮৫ 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে', সমাজ নিরীক্ষন, ১৬ সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

১৯৯০ স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম

হক, আবুল কাসেম ফজলুল
১৯৭২ মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ।

বারানভ, এস.এস.
১৯৮৬ পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-৭১), ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

মুকুল, এম.আর. আখতার
১৯৮৬ আমি বিজয় দেখেছি, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স।

মোতালিব, আবদুল
১৯৮৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংবিধান (৭ম সংস্করণ), ঢাকা: পুথিঘর লিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাসক্যারনহাস, অ্যান্থনী
(অনূদিত) মাজহারুল ইসলাম
১৯৭৩ বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মহিউদ্দীন, গোলাম
১৯৭১ পিন্ডির ষড়যন্ত্র ও বাংলাদেশ, ঢাকা: মুক্ত ধারা।

রঞ্জন
১৯৭১ রক্তাক্ত বাংলা, ঢাকা: মুক্ত ধারা।

রহমান, আখলাকুর
১৯৮৪ যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র।

রহমান, ফজলুল
১৯৭২ বাংলাদেশে গণহত্যা, ঢাকা: মুক্ত ধারা।

রহমান, শেখ মুজিব
১৯৬৭ মুজিবরের রচনা সংগ্রহ, কলকাতা: রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন।

রহমান, সিরাজুর
১৯৮৭ বাংলাদেশ স্বাধীনতার ১৫ বছর: বি বি সি-র দৃষ্টিতে, ঢাকা: ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড।

রশীদ, হারুন-অর
১৯৮৭ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা: একটি রাজনৈতিক দর্শন, ঢাকা

রীয়াজ, আলী
১৯৮৭ শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসংগ, ঢাকা: আনন্দ ধারা।

সিদ্দিকী, রেজোয়ান
১৯৮৪ কথামালার রাজনীতি (১৯৭২-৭৯), ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

Dhaka University Institutional Repository

সোবহান, রেহমান
১৯৮২ বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

সামসুজ্জামান, কাজী
১৯৮৬ আমরা স্বাধীন হলাম, ঢাকা : মুক্ত ধারা।

সাহা, ইন্দু
১৯৭৩ পূর্ব বাংলার গণ আন্দোলন ও শেখ মুজিব, কলকাতা

সায়ীদ, আবু
১৯৮৩ বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ, ঢাকা : মুক্ত ধারা।

হক, গাজীউল
১৯৬৭ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা : পুথিঘর প্রকাশনী।

হক, মোজাম্মেল
১৯৭৬ বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭ - ১৯৪৭), ঢাকা : বুক হাউস।

হান্নান, মোহাম্মদ
১৯৮৭ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খন্ড), ঢাকা : ওয়াসী প্রকাশনী।

হাসান, ইসতিয়াক
১৯৮৩ মুজিব হত্যার অনুরালে, ঢাকা : নয়া বার্তা প্রকাশনী।

হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া)
১৯৮১ পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা।

হোসেন, সেলিনা
১৯৮৫ ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার

১৯৮২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী।

হায়দর, রশীদ

১৯৮৬ অসহযোগ আন্দোলন (একাত্তর), ঢাকা।